বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীদের উপর

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত নির্বাচিত প্রবন্ধ

(এখানে সংকলিত সকল আর্টিকেল বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত। কিছু কিছু অনেকদিন পূর্বের সংগৃহীত। তাই যেগুলোর রেফারেন্স পেয়েছি সেগুলো উল্লেখ করেছি। যেগুলোর তথ্যসূত্র দিতে পারি নি, তার জন্য দুঃখিত। কারোর জানা থাকলে জানাবেন, পরবর্তী সংকলনে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ)

সংকলনেঃ স্বপ্নচারী

Shopnochare.blogspot.com

সূচীপত্র

বিবাহের সহীহ নিয়ত ও উদ্দেশ্য	১
বিয়ের আগে যেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে নেওয়া উচিত	৫
দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের গুরুত্ব	৮
ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মূলনীতি	১২
দাম্পত্য জীবনঃ অজ্ঞতা ও পরিণাম	১৫
জীবনসঙ্গীনী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)' র দেয়া নসীহত	২৯
নারী ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গতায় পরস্পরের ভূমিকা	৩২
জীবনসঙ্গী নির্বাচনে বাহ্যিক দ্বীনদারিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া	৩৪
একজন আদর্শ স্বামীর গুণাবলি	৩৬
একজন আদর্শ নারীর গুণাবলি	৫১
পুরুষেরা আসলে স্ত্রীর কাছে কি আশা করে	৫৬
স্ত্রীরা আসলে স্বামীর কাছে কি আশা করে	৬১
সংসার সুখী হয় যেভাবে	৬৩
সুখী মুসলিম দম্পতিদের ১০টি গোপন রহস্য	৬৬
সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি	৬৯
স্বামীর দ্বীনদারিতে স্ত্রীর ভূমিকা	৭১
স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্যের প্রথম সোপান	৭৪

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কিছু মজার খুনশুটি	৮০
দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও রোমান্টিক করতে সুন্নাতি টিপস	৮৩
দাম্পত্য জীবনে ৭টি কারণে ব্যর্থ যে নারী	৯৩
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ক্লান্তি ও বিরক্তি যখন আসে	৯৫
পুরুষদের যেসব ভুলে সংসারে অশান্তি হয়	৯৬
স্ত্রীর প্রতি কিছু দায়িত্ব যা দাম্পত্য জীবনকে মধুর করে তুলে	৯৭
জীবনসঙ্গিনীর কাছে একজন আদর্শ পুরুষ হওয়ার কথা	৯৮
নারীর মন বুঝতে পারাতেই স্বার্থকতা	১০০
দাম্পত্য জীবনের ৫০টি বিষয়	১০২
আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন	১০৬
সংসারে ভালোবাসার বন্ধন	১০৮
সঙ্গিনীকে সন্তুষ্ট রাখতে সহজ কয়েকটি কাজ	১০৮
দাম্পত্য জীবনে সুখস্বর্গ উপভোগ করুন	১১০
সাক্ষাৎকারঃ দাম্পত্য জীবন কিভাবে মধুর হয়	১১৩

বিবাহের সহীহ নিয়ত ও উদ্দেশ্য

আপনার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, বাস্তবতা এবং আপনার কাছে সুখের সংজ্ঞাটা যদি আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সমান্তরাল না হয় তাহলে সব সমাধানই আপনার জন্য ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এককভাবে আপনার ইতিবাচক স্বপ্ন, বাস্তবতার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং সুখের নিগুঢ়তত্ত্ব, কিছুই কাজে আসবে না। প্রায় সব ফুলেই মালা গাঁথা যায়, কিন্তু একটি ফুলের মালায় সবগুলো ফুল সমানভাবে নিখুঁত থাকে না। একটি মালার সৌন্দর্য একক ফুলের কৃতিত্ব নয়, বরং ফুলের সমাহারের। আর ফুলের সমাহারকে স্থায়িত্ব দেয় একটি তুচ্ছ সুতো। যে সুতোটি ফুলের পাপড়ির আড়ালে অদৃশ্য থেকে যায় তাকে ছাড়া কি মালা হয়? সেই সুতোর কথা যিনি মালা গাঁথেন তিনি ছাড়া আর কে খেয়াল রাখে? খুব কম মানুষই খেয়াল রাখে। আপনি যখন আনমনে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ান তখন চোখের সামনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটি আপনার দৃষ্টি কাড়বে। আপনি হয়তো ফুলটি তুলে নেবেন। কিন্তু সেই ফুলেরই পাশেই যে আরেকটি ফুল আছে যেটি কোনো না কোনভাবে একটু কম নিখুঁত তা কিন্তু আপনি তুলে নেবেন না। সেটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অথচ ঐ একটা ফুল, যেটি আপনি সংগ্রহ করলেন সেটি আপনাকে আনন্দ দেবে। এটি আপনার উদ্দেশ্যহীন কাজ যাতে আপনার চাহিদার প্রভাবটা বেশি।

ফুলটি তুলতে পেরে আপনি ভাববেন এটাই বুঝি সুখ। কিন্তু এই কাজটি পর পর কয়েকদিন করার পর আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন যে ‘কেন আমি প্রতিদিন বাগানের নিখুঁত ফুলটা তুলে নিচ্ছি?’। এবার আপনি হিসেবের খাতা খুলে বসবেন, প্রতিদিন এই ফুল তোলার পেছনে আপনার শ্রম ও মুনাফার হিসেব করে যদি দেখেন কোন লাভ হচ্ছে না, তখন ঐ সুখের কাজটিই আপনি ছেড়ে দেবেন। আর যদি দেখেন আপনার এতে লাভ হচ্ছে, তখন আপনি প্রতিদিন ফুল নিতে আসবেন। এইতো! আপনি একটি উদ্দেশ্যের বাঁধনে আটকা পড়ে গেলেন। কিন্তু যিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে এসে ফুল তোলেন না বরং ফুলের মালা তৈরি করাটা যার উদ্দেশ্য তিনি কিন্তু শুধু নিখুঁত ফুলটাই নেবেন না বরং সবগুলো ফুলই তুলে নেবেন। শুধু তাই নয়, চলার পথে মালা গাঁথার উপযুক্ত সুতো পড়ে থাকতে দেখলে সেটাও তুলে নেবেন। শুধু

মালা গাঁথাই যদি তার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তিনি সেটা নিয়মিত করবেন না। কিন্তু মালা গাঁথার পেছনে যদি তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তিনি সে কাজ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া পর্যন্ত করে যাবেন।

দেখুন, কিভাবে 'উদ্দেশ্য' কতগুলো তুচ্ছ থেকে বড় কাজকে একত্রিত করে তাতে একটা সার্থকতা দান করছে, কাজগুলোকে অর্থবহ করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটাও কিন্তু সেই সুতোর মতো। অসংখ্য চাহিদাভিত্তিক স্বপ্ন, বাস্তবতার তাগিদ ও সুখের পেছনে ছুটে চলার নাভিঃশ্বাসে আমরা আমাদের জীবনের সেই সুতোটির কথা বেমালুম ভুলে যাই। অথচ যিনি আমাদেরকে এতো বৈচিত্র্যময় জীবনের আঙ্গিক দিয়ে তৈরি করেছেন তিনি কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যের কথা ভুলেন নি। শুধু তাই না, আমরাও যেন ভুলে না যাই সে জন্য তিনি বার বার আমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ একটাই, আমাদের জীবনের উত্থান-পতন, তুচ্ছ কাজ-বড় কাজ, দুঃখ-বিষাদ, আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই অর্থবহ হয়ে উঠে যদি আমরা আমাদের জীবনকে 'জীবনের উদ্দেশ্যের' আলোকে সাজাতে পারি।

এগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, যারা স্রেফ একাকীত্ব ঘুচানোর জন্য বিয়ে করতে চাইছেন, একজন আপন ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী পেতে বিয়ে করতে চাইছেন কিংবা আপনার অদম্য চাহিদাকে হালালভাবে মেটাবার জন্য বিয়ে করতে চাইছেন তাদের তরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্যই উপরের কথাগুলো টেনে আনা।

বিয়ে করার উদ্দেশ্য কি স্রেফ চরিত্র রক্ষার নামে হালাল উপায়ে যৌন চাহিদার চরিতার্থ করা? এর মানে কি এমন একজন সঙ্গী খুঁজে নেয়া যার সাথে মনের না বলা কথা শেয়ার করা যাবে? রোমান্টিক কিছুসময় কাটানো যাবে? অথবা সুন্দর চামড়ার একটা সুন্দরী সঙ্গী বিয়ে করা যাতে কিউট কিউট দু-চারটা বাচ্চা হবে এবং তাদের সুন্দর কিউট চেহারার দিকে তাকিয়ে ওদের ভবিষ্যৎ গড়ার নেশায় জীবন অতিবাহিত করে দেয়া? এরকম মনোবাঞ্ছা যাদের মনে বিন্দু পরিমাণও আছে তারা অধিকাংশই জীবনে অনেক বেশি ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। কারণ আপনি নিজেই নিজের জীবন পথে অনেকগুলো ফাঁদ পেতে রেখেছেন যাতে আটকা পড়ে গেলেই সমূহ বিপদ। যারা স্রেফ একাকীত্ব ঘুচানোর জন্য বিয়ে করতে চাইছেন, তারা বিয়ের পরে অচিরেই আবার

একাকীত্ব ফিরে পেতে চাইবেন। যারা আপন ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী পেতে বিয়ে করতে চাইছেন, তারা বিয়ের পরে একে অপরের মধ্যে ছোট-বড় মিল অমিলের জঞ্জালে পড়ে অন্তরঙ্গতা নিয়ে ধান্দায় পড়ে যাবেন। যারা অদম্য চাহিদাকে হালালভাবে মেটাবার জন্য বিয়ে করতে চাইছেন তারা প্রয়োজন মেটানোর পরে সাংসারিক আনুষঙ্গিক ঝামেলা দেখে পালাতে চাইবেন। না বলা কথাগুলো শেয়ার করতে করতে ফুরিয়ে যাবার পরে একটা শেষ দেখতে চাইবেন। বয়সের ভারে সৌন্দর্য হারিয়ে গেলে বিকল্প খুঁজতে ইচ্ছে করবে। বাচ্চাগুলো আপনার চাহিদা মতো কিউট না হলে আবার মনমরা হয়ে পড়ে থাকবেন। আবার ছেলে-সন্তান সম্পর্কিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলার পাহাড় দেখে কোথাও পালাতে চাইবেন।

এভাবে একের পর এক অসংখ্য অজানা-অচেনা ঝামেলা এসে যখন আপনাকে ঘিরে ধরবে তখন পালাবার পথ না পেয়ে মাথা ঠুকে মরবেন। কারণ আপনার উদ্দেশ্যটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শিখিয়ে দেয়া উদ্দেশের সাথে পুরোপুরি মিলেনি।

অনেকেরই বিয়ে করার অদম্য ইচ্ছাটি প্রকাশিত হয় তাদের কিছু অদম্য শারীরিক, মানসিক ও রোমান্টিক চাহিদা থেকে। এখন সেটাকে 'আর্লি ম্যারিজের' নানাবিধ যৌক্তিকতার আশ্রয়ে উপস্থাপন করে একটা পরিশীলিত রূপ দেয়া হয়, যাতে তাদের দাবীটাকে ইসলাম ও বাস্তবতার দাবী হিসেবে চালিয়ে নেয়া যায়। নিজের চাহিদাকে চরিতার্থ করতে ইসলামিক যুক্তিগুলোর আশ্রয় নেয়াটা অনেক অনেক ভয়ংকর কাজ। আমাদেরকে বুঝতে হবে কেন আমরা বিয়ে করবো? আমাদের বিয়ের সাথে আমাদের সৃষ্টির সামঞ্জস্যতা কোথায় তা আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে। উপরের উদাহরণে যেমনটি বলেছি, মালা গাঁথা তখনই সার্থক হবে যখন এর পেছনে এমন একটি বড় উদ্দেশ্য থাকবে যা মালা গাঁথার আনুষঙ্গিক কষ্ট ও আনন্দের ব্যাপারগুলোকে একই সুতোতে বাঁধতে পারবে।

একটা মালার সৌন্দর্যে যেমন নিখুঁত ও অ-নিখুঁত দু ধরণের ফুলেরই অর্থবহ অবদান থাকে, এবং সেই অবদানটি বুঝেন বলেই যিনি মালা গাঁথেন তিনি নিখুঁত ফুলটির পাশাপাশি অ-নিখুঁত ফুলগুলোকেও সংগ্রহ করেন। তেমনি বিয়ের ক্ষেত্রেও সঠিক উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারলে আমরা আমাদের দাম্পত্য জীবনের সমুদয় চাওয়া-পাওয়া, না

পাওয়া, দুঃখ-কষ্টগুলোর অবদানকে বুঝতে পারবো। সেই সাথে বিয়ের উপভোগ্য বিষয়গুলোর সাথে সাথে ত্যাগে ও কষ্টের বিষয়গুলোকেও সানন্দে মেনে নেয়ার মানসিকতা পাবো। আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে যদি বিয়ের উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো বিয়ের সার্থকতা।

এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনি চাইলে বা পাইলে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট জিনিসগুলো এমনিতেই (বোনাসের মত) চলে আসে। তাই বিয়ে যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য ও বিয়ের উদ্দেশ্য একীভূত হল। এখন বিয়ের পরের যাবতীয় ঝামেলা, দায়িত্ব-কর্তব্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, কষ্ট ও দুঃখকে আপনি অনেক অর্থবহ হিসেবে দেখতে পাবেন। আপনার মনে অন্তরঙ্গতার উপভোগ্যতা, রোমান্টিকতা, শারীরিক মিলন ও অন্যান্য উপভোগ্য বিষয়ের পাশাপাশি যাবতীয় ঝামেলা, দায়িত্ব-কর্তব্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, কষ্ট ও দুঃখ একই মালার ফুল হিসেবে স্থান পাবে। আপনি বুঝবেন জীবন সুন্দর এজন্যে নয় যে, সেখানে শুধুই সুখ আছে। জীবন সুন্দর এজন্য যে, সেখানে সুখ ও দুঃখের অর্থবহ বসবাস আছে। তো বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনার দুনিয়াবি লক্ষ্যমাত্রা কি?

বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দুনিয়াবি লক্ষ্যমাত্রা হল, আপনি এমন একটি সংসার গড়বেন যে সংসার থেকে যুগের শ্রেষ্ঠ দায়ী, শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ ও যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সন্তান তৈরি করার প্রচেষ্টা জারি থাকবে নিরন্তর। শুধু তাই নয়, বিয়ে করে আপনি এমন একটি সংসার গড়বেন যা প্রতিবেশীদের জন্য হবে আলোর উৎপত্তিস্থল। আর এই যদি হয় আপনার বিয়ের উদ্দেশ্য তাহলে আরেকবার চেক করে দেখুন আপনার জীবন সঙ্গীর জন্য ঠিক করে রাখা 'রিকোয়ারমেন্ট' চেকলিষ্ট। হ্যাঁ, চেক করে দেখেছেন?

আপনি কি চেক লিস্টটি নতুন করে সাজাবার প্রয়োজন অনুভব করছেন? আবার চেক করে দেখুন আপনার ভবিষ্যৎ সাংসারিক স্বপ্ন। কেমন লাগছে! স্বপ্নের অনেক দৃশ্য কি পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করছেন?

বিয়ের আগে যেসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া উচিত

অনেকে বলেন, বিয়ের আগে প্রস্তুতি বা চিন্তাভাবনার আবার কি আছে? কিন্তু এখনকার সময়ে চারপাশে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় বিয়ের মাধ্যমে বন্ধনের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি ভাঙ্গনের ঘটনাও অনেক বেশি। বেশি বয়সে বিয়ে হওয়ায় অনেকেরই ব্যক্তিজীবনের অনেক স্বভাব, আচার-ব্যবহার, চরিত্র আর পরিবর্তন হয় না বলে দু'জনের পার্থক্যগত ব্যবধান বাড়তেই থাকে। একসময় তা বিবাহবিচ্ছেদে রূপ দেয়। যে মানুষ দু'জন অনেক আশা-স্বপ্ন নিয়ে বন্ধন গড়ছেন, তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাক- এটা শয়তান ছাড়া আর কেউ চায় না। অবশ্য অনেক সময় অমিলের বিয়ের কারণে অন্যায়, অত্যাচার ও পাপের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে তাই বিচ্ছেদ অনেক ভালো সমাধান।

তবে আমরা তো মুসলিম ভাইবোনদের মাঝে সুন্দর বিয়ে হোক সেটাই চাই। তাই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে চিন্তা করে নিজেদেরকে গুছিয়ে নেয়া, চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে নেয়া, নিজের চাওয়া ও পাওয়াগুলো নিরীক্ষা করে আগালে স্বাস্থ্যকর একটি দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনে সুবিধা হবে বলে বিশ্বাস করি। এখনকার সময়ে যারা বলে যে বিয়ের আগে চিন্তাভাবনা করার তেমন কিছু নেই, তারা নিরেট মূর্খ এবং আকাট অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিয়ের ব্যাপারটা যদিও অনেক অনেক বিষয় মিলে হয়, তাতে দু'জন মানুষ এবং দু'টি পরিবারের বন্ধন হয় বলা যায়, তাই অনেক কিছুই খেয়াল করা প্রয়োজন। বিয়েতে মানুষের জীবনের, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা বিষয় গুরুত্ব পেয়ে যায়। কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং ছোট ছোট কিছু বিষয় তুলে ধরবো যেগুলো চিন্তা করলে আপনার জন্য চিন্তা করতে সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনার চাওয়া ও আকাঙ্খা নিয়ে আলাপ করে নিন

মানুষ হিসেবে আমাদের অনেকেরই অনেক চাওয়া আছে, যার সবগুলোতেই একজন মানুষ কম্প্রোমাইজ করতে পারে না। আপনি আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করুন। আপনি কোন বিষয়ে ছাড় দিতে পারবেন না আর কোন বিষয়গুলো আপনার পছন্দ তা বলুন। হয়ত পছন্দের সবই আপনি তার কাছ

থেকে পাবেন না, অন্তত তিনি চেষ্টা করবেন। আর যেসব বিষয় রাতারাতি অর্জন করা যায় না এবং আপনি তাতে ছাড় দিতে পারবেন না– এমন বিষয় থাকলে নিষ্পত্তি করে নিন। নয়ত বিয়ের পর এইসব নিয়ে সাংসারিক জটিলতা শুরু হবে।

দু'জনের সম্মিলিত উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করুন

একজন মানুষের সাথে আপনি আপনার গোটা জীবনটা শেয়ার করতে যাচ্ছেন। আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করুন। তিন-চার বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান। আলাপ করুন, আপনি ক'জন সন্তান পেতে চান। জীবনে কোন কাজগুলো আপনার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম হিসেবে নিজের কোন দক্ষতাগুলো আপনি দ্বীন প্রচারে ব্যবহার করতে চান, তা নিয়ে অপরজনের সাথে আলাপ করুন। উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলাপ দু'জনকে জানতে ও পরস্পরের প্রতি ধারণা পরিস্কার করতে সাহায্য করবে।

সুন্দর উপায়ে কথা বলা এবং দ্বন্দ্ব নিরসন করা শিখুন

আপনার সুন্দর করে, গুছিয়ে আর সুন্দর শব্দ দিয়ে বলা কথাগুলা জীবনসঙ্গীর জন্য খুবই স্বস্তিকর হবে। প্রিয়জনকে কিছু সুন্দর অনুভূতি কি উপহার দিতে চাননা? সৌজন্যতা শিখুন। অনুশীলন করুন। অনেক সময় আপনার মন খারাপ থাকলে দেখবেন আপনার প্রিয় মানুষটার একটু কথাই আপনার হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করবে। আপনার মুখের কথা বলে দেয় আপনার হৃদয়ের কথাগুলো, তাই অন্তরকে পরিচ্ছন্ন আর ঝলমলে রাখুন। প্রিয়জনদের সাথে কথাবার্তায় আন্তরিকতা নিয়ে আসুন। বিষয়টাতে নজর দিন। সুন্দর কথা বলা মানুষের জীবনের এক অভাবনীয় কল্যাণ। বিষয়টাকে অবজ্ঞা করবেন না। হতে পারে আপনার চাঁছাছোঁলা কথার তীব্রতা আর ধার আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য কষ্টের কারণ হবে। হয়ত তিনি আপনার উপরে আগ্রহ হারাবেন। সেই খারাপ পরিস্থিতি আমরা নিশ্চয়ই চাইনা।

জীবনসঙ্গীর দ্বীনদারী সম্পর্কে জেনে নিন

যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তার সম্পর্কে ভেবে নেয়ার জন্য এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে আপনার অবহেলা, আপনার উপেক্ষা আপনাকে সীমাহীন আফসোসের দিকে ঠেলে দিবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না, সে আর কাউকে সমীহ করে না। যে আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে স্যাক্রিফাইস করে না জীবনে সে কখনই তার 'কমফোর্ট জোনের' বাইরে সংসারের জন্য বা আপনার জন্য তেমন কিছুই করতে আগ্রহী হবে না। অন্যদিকে যে মানুষটা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে বদলে দিয়েছেন, নিজের পছন্দকে ত্যাগ করে আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এমন মানুষ ইনশাআল্লাহ আপনার জীবনের জন্য কল্যাণকর হবে।

দ্বীনদারী দেখার অনেক উপায় থাকতে পারে, আছে। অভিজ্ঞ এবং স্কলাররা সেই বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, যে মানুষটির সাথে আপনার বিয়ের আলাপ শুরু হয়েছে, তার জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে চিনতে পেরে তিনি কতটুকু বদলেছেন নিজেকে, তা দেখে নিবেন। ধরুন কোন মানুষ হয়ত ছোট থেকে দ্বীনের উপরে ছিলেন একটু-আধটু। তবুও যখন তিনি বুঝতে শিখলেন, তিনি অবশ্যই ইসলামকে নতুন এক মাত্রায় চিনবেন এবং সেই উপলক্ষে তার জীবনেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তবে এখনকার সময়ে আমাদের সমাজে যারাই ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তারা অনেক বেশি কষ্ট-যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের জীবনেও অজস্র পরিবর্তন এসেছে।

আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী পুরুষ হলে খোঁজ নিয়ে জেনে নিতে পারেন তিনি মসজিদে নামাজে নিয়মিত কিনা। কর্মস্থলে, ইউনিভার্সিটিতে ফরজ নামাজে কেউ নিয়মিত হলে পরিচিতরা তার সেই পরিচয় পেয়ে যান। একইভাবে একটা মুসলিমাহ মেয়ের হিজাব বা নিকাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি এটা কীভাবে দেখেন তা জেনে নিবেন। ছেলে হলে দাড়ি রাখা সম্পর্কে তার মতামত শুনে নিতে পারেন। আপনার সম্ভাব্য সঙ্গীর মতামত জেনে নিতে পারেন মিউজিক সম্পর্কে, কনসার্ট, সুদী ব্যাংকিং, মেয়েবন্ধু বা ছেলেবন্ধু থাকার বিষয়ে, সেলেব্রিটি ও নায়ক-নায়িকা-মুভি নিয়ে। এছাড়া ইসলামী

জীবনব্যবস্থা নিয়ে তিনি কী চিন্তা করেন, নিজে তিনি কীভাবে ইসলামের জন্য অবদান রাখতে চান সেই সম্পর্কে জেনে নিবেন।

ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ হলে জেনে নিতে পারেন তিনি কুরআন কতটুকু মুখস্ত পারেন। কুরআন নিয়ে তার স্বপ্ন কী এবং তার জন্য কতখানি কী করেছেন তিনি জীবনে। নামাজ এবং কুরআন নিয়ে ঢিলেমি থাকা কোন মুসলিমের উচিত নয়। এছাড়া মুসলিমদের বিয়ে সম্পর্কে তার পরিকল্পনা, মোহরানা, বিয়ে নিয়ে তার ধারণা। ছেলে হলে স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে এবং মেয়ে হলে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে ইসলাম কী বলে তা তিনি জানেন কিনা তা জেনে নিবেন। দ্বীনদারী দেখেই বিয়ে করা উচিত। আল্লাহ আপনার দু'হাত কল্যাণে ভরে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের গুরুত্ব

সমস্যাটা হলো, আমাদের প্রাকটিসিং ভাই-বোনেরা বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী খুঁজে পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষের এত এত আকাশচুম্বী দাবীর প্রেক্ষিতে দ্বীন উপেক্ষিত থেকে যায়। তো যা বলছিলাম, আমাদের এরকম করুণ অবস্থা দেখে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকে পরামর্শ দেয়, আপাতত মডারেটদের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত ভদ্র ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বেছে নিতে পারি। বিয়ের পর বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে দ্বীনের পথে আনতে পারলে (!!!) আমরা অনেক সওয়াব পাবো।

এখন আমরা সে বিষয়টাকে পর্যালোচনা করব–

তারা কি আল্লাহ্'র এ ওয়াদার কথা জানেনা? "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্যে। সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা"। [সুরা আন-নুর; ২৬]

যার যার চরিত্র বা আখলাকের ব্যাপারে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। সে নিজের জন্য কি রকম স্পাউস চয়েস করবে সেটা নির্ভর করবে তার ব্যক্তিচরিত্র ও রুচিশীলতার উপর। এতে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আপনি আপনার পছন্দমত একজনকে চয়েস করতেই পারেন, কিন্তু অন্যের পছন্দকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার করা নিতান্তই অনধিকার চর্চা হয়ে যায় না ভাই?

এটা মেনে নেয়া কষ্টকর, এখন যে দ্বীন প্রাকটিসের মূল্য বুঝেনা, তাকে একজন দ্বীনদার ব্যক্তি কিভাবে বেছে নিতে পারেন!

পরে যে কেউ আরো ভালো প্রাকটিসিং হয়ে যেতে পারে ঠিক *[এ সম্ভাবনা সবার ক্ষেত্রেই খাটে]* কিন্তু নাও তো হতে পারে এ নিশ্চয়তা কে দিবে? এখন বিয়ের পর যদি সে তার স্পাউসের মতামতকে সম্মান না জানায়, না বুঝে যদি গোয়ার্তুমি করে? তখন অনেক ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে চলে যেতে পারে। অধিকন্তু, এ ধরনের কল্পনা প্রসূত মতামত যারা দ্বীন বোঝেনা, মানেনা; শুধুমাত্র তারাই প্রসব করতে পারে। যিনি দ্বীনকে ভালবাসেন, দ্বীন মেনে চলতে চান, দ্বীনদার স্পাউসের গুরুত্ব বোঝেন; তিনি কি তার মত যে এরুপ নয়? 'যে জানে আর যে জানেনা সে কি সমান হতে পারে, সমান নয় অন্ধকার এবং আলো'– [সুরা ফাতিরঃ ২০]

তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই একজন দ্বীনদার স্পাউসের জন্য বেকারার থাকবেন, যতই দেরী হোকনা কেন। কেননা, তিনি জানেন তার রব তাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং ধৈর্যের সাথে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তার জন্য অশেষ নি'আমত অপেক্ষা করে আছে। দুনিয়াতে যদি একজন স্পাউস নাও মেলে তবে আখিরাতে একদম মিস হবে না, ইনশাআল্লাহ্।

আর, উপরের আয়াত তো দেখলেনই। আমাদের রব আমাদেরকে এ ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। আমরা কিভাবে নিরাশ হতে পারি? যেখানে আল্লাহ্ নিজে বলেছেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ্'র ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্'র ব্যাপারে প্রতারিত করতে না পারে"। –[সুরা লুকমানঃ ৩৩]

একবার ভাবুন, যে ছেলে/ মেয়েটা জীবনে কোনদিন দ্বীন সিরিয়াসভাবে মানেনি বা দ্বীন থেকে গাফেল হয়ে গেছে, আল্লাহ্'র ইবাদাহ যথাযথরুপে করে না। যে ব্যক্তি জানেই না ইসলামে বিয়ে একটা সুন্নাহ্ তথা গুরুত্বপুর্ণ ইবাদাহ, সে কিভাবে বিয়ের ব্যাপারে সিরিয়াস থাকতে পারে? তার কাছে বিয়ে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান অতঃপর সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়। সে কিভাবে বুঝবে ইবাদাহ হিসেবে বিয়ের গুরুত্ব? একজন দ্বীনদার স্ত্রীর গুরুত্ব বুঝা যায় নিম্নোক্ত হাদীস দুটো দ্বারা,

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলছেন, "এই দুনিয়া সম্পদে পরিপুর্ণ, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী"- (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

ইমাম আল-হাকীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্ যাকে একজন দ্বীনদার স্ত্রী দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন, এর অর্থ তিনি তাকে দ্বীনের অর্ধেক দ্বারা সাহায্য করেছেন। সুতরাং দ্বীনের বাকী অর্ধেক পূরণে সে যেন আল্লাহ্'র ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন করে"।- (মুস্তাদরাকে হাকীম)

এখন স্পাউস যদি দ্বীনদার না হয় তবে দ্বীনের পার্সপেক্টিভ থেকে সে অপরজনের প্রতি হক্বসমূহ জানবেনা এবং নিজের স্বার্থের ভিত্তিতে সবকিছু বিচার করবে। বলবেন ভালবাসা? হাহ্, এসব সস্তা ভালবাসা স্বার্থের কাছে উড়ো হাওয়া। প্রবাদ আছে না, "অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢুকে, ভালবাসা তখন দরজা দিয়ে পালায়" যা সেক্যুলারলি পরিলক্ষিত হয়।

সর্বোপরি, যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বস্ত নয় সে আপনার কাছে কিভাবে বিশ্বস্ত প্রমাণিত হবে ভাই/বোন! সে তার এত দীর্ঘকালের সেক্যুলারি জ্ঞান (টিনের চশমার ন্যায়) এত সহজে ছেড়ে দিবে ভেবেছেন? ভুল সম্পূর্ণ ভুল *[অবশ্য তওবাহ করলে ভিন্ন কথা]* আল্লাহ্ চাইলে সবই হয় ভাই, কিন্তু আল্লাহ্ কি চান সেটাতো তিনি ক্বুরআনেই বলে দিয়েছেন। আর, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

হযরত মূসা'দ্দাদ (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ৪টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিয়ে করো- ১। দ্বীনদারিত্ব ২। সৌন্দর্য ৩। বংশ-মর্যাদা ৪। ধন-সম্পদ। সুতরাং, তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।– (সহীহ্ বুখারি, বিবাহ অধ্যায়ঃ ৪৭১৯)

সুবহানাল্লাহ্, এত স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও আমরা যদি নিতান্তই খাহেশের অনুসরণ করি বিভিন্ন অজুহাতে! ওয়াল্লাহি, আমরা কখনও পারিবারিক জীবনে সফল হতে পারবো না। আর এটা আমাদের জীবনকেও তিক্ত করে দেবে। নিশ্চয়ই, সফলতা দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা। *[এই সফলতা বলতে কিন্তু বাড়ি, গাড়ি, সামাজিক প্রতিপত্তি, সন্তানদের সেরা স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো এসব বুঝানো হয়নি]*

আল্লাহ্ বলেন, "যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহ্'র নিকটেই রয়েছে। আর আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন"- [সুরা আন-নিসা : ১৩৪]।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "অন্ধকার রাতের মত ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার পুর্বেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের বিনিময়ে মানুষ তার দ্বীনকে বিক্রি করে বসবে"- (সহীহ্ বুখারী)।

হাদীস সত্যই বলেছে, আজকাল এরকম অন্ধকার রাতের মতো বিস্তৃত ফিতনাহের মধ্যে আমরা বাস করছি, অন্ধকার রাতে যেমন পরিচিত রাস্তায়ও চলতে কষ্ট হয় তেমনি আমরা দ্বীনদার/প্রাকটিসিং হওয়া সত্ত্বেও এরকম ফিতনাহের মধ্যে হরদম পড়তে হয়, অনেক সময় তো নিজেই ফিতনাহের ক্রীড়নক হয়ে পড়ি আমরা। আল্লাহ্, রহম করো!

তো বুঝুন ভাই/বোন, এরকম ফিতনাহর যামানায় একজন দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ বা নিতান্তই কম জানা বা অনাগ্রহী স্পাউস নিয়ে আমরা কি রকম নিদারুণ ফিতনাহর মধ্যে পড়বো! উপরন্তু এই বিয়েটাই একটা ফিতনাহ হয়ে পড়বে সেই একপাক্ষীক দ্বীনি ভাই/বোনের জন্যে যার ফলাফল পরবর্তিতে খুব একটা ভালো দিকে মোড় নেয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

"এই সমাজে আমাদের দ্বীনি ভাইদের মত দুর্বল আত্মার একটা ছেলেও যখন এমন ভয়াবহতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এমন কেউ তাদের জন্য আছেই যে আমাদের মতন করেই আমার মত কারো জন্য অপেক্ষা করছে। সমস্ত মেয়েদের এক করে দিলে হবেনা কেননা আমি আমার বোনদের মত অনেক মুসলিমাহ বোনদের চিনি যারা অসম্ভব সুন্দর অন্তকরণকে ধারণ করে। যাদের চোখে পৃথিবী কেবলই কেনাকানা, গয়নাগাটি, সাজগোজ আর গাড়ি-বাড়ির না। তাদের কাছে এই জীবনটার একটা আলাদা অর্থ আছে। তাদের কাছে ব্র্যাডপিট-নিকোল কিডম্যান, শাহরুখ-গৌরি দাম্পত্য জীবনের আইকন না। তাদের কাছে আইডল হলো ফাতিমা, আয়িশা, আসিয়া, খাদিজা নামের কিছু পবিত্র আত্মা"।

তো, প্র্যাকটিসিং দ্বীনি ভাই-বোনেরা! আল্লাহ্'র উপর তাওয়াক্কুল রেখে দ্বীনদার স্পাউস খুঁজুন। দেরী হলেও ধৈর্য্যধারণ করুন। হতে পারে, আল্লাহ্ আপনার জন্য আপনারই মতো একজনকে তৈরী করছেন বা আপনাকে তাঁর জন্য। আর আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দাহ হওয়ার চেষ্টা করুন। সকল দুঃখ-কষ্টের জন্য তার নিকটেই প্রার্থনা করুন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মূলনীতি

মানবজীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য পরিবার অপরিহার্য। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে মানবসমাজ। আর নারীর প্রবল আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহতা'য়ালা এরশাদ করেন, "মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগবস্তু। আর আল্লাহর কাছেই হলো উত্তম আশ্রয়।" (সূরা ইমরানঃ ১৪)।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকৃত্রিম মিলনই হলো তাদের প্রাকৃতিক দাবি। এ মিলন যদি হয় লাগামহীন পন্থায় তবে সমাজ ও সভ্যতায় বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই অবধারিত। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-পন্থা অনুযায়ী নারী-পুরুষের সঠিক সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করে সমাজ ও সভ্যতার সুস্থতা ও নিরাপত্তা। আর তাদের উভয়ের মধ্যে খোদায়ী বিধি অনুযায়ী এ সম্পর্ক কেবল বিয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় তাদের পারিবারিক জীবনের।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করিম (সাঃ) যুবকদের লক্ষ্য করে বললেন, "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যে বিয়ের যোগ্যতা রাখে না, তার উচিত রোজা পালন করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

পারিবারিক জীবন ছাড়া মানুষের দাম্পত্য জীবন কোনো অবস্থাতেই সুখের হতে পারে না। অতঃপর তাদের থেকে জন্ম নেয় সন্তানসন্ততি। সন্তান লালনপালন ও সুশিক্ষার জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। মাতৃক্রোড়কে বলা হয়েছে শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। আল্লাহতা'য়ালা প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি মানুষের প্রকৃতিজাত করে দিয়েছেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ, দয়া এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেমপ্রীতি মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিজাত নিয়ম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই যুগল থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব, তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে' (সূরা নাহল ঃ ৭২)।

আদর্শ গৃহ গড়ার প্রথম সোপান হলো, এ গৃহের জন্য আদর্শময়ী সতী-সাধ্বী স্ত্রী নির্বাচন করা। তাই দাম্পত্য জীবন আরম্ভের প্রাক্কালেই সহধর্মিণীর দ্বীনদারিতা ও ধার্মিকতা দেখে নেয়া একান্ত জরুরি। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'এমন সতী-সাধ্বী স্ত্রী বরণ করা উচিত, যে তোমাকে তোমার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে সাহায্য করে, যা সব সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।

রাসূল (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, 'পুণ্যময়ী ও অধিক সন্তানপ্রসূ নারীকে বিয়ে করো। কেয়ামতে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে সব আম্বিয়ার কাছে আমি গর্ব করব' (মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৪৫)।

সতী ও সাধ্বী পত্নী যেমন পুরুষের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি অসতী পত্নী তার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সতী স্ত্রী এক সৌভাগ্যের সম্পদ। যাকে তুমি দেখে পছন্দ করো এবং যে তোমার মন মুগ্ধ করে, আর তোমার অবর্তমানে তার ব্যাপারে ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে অসতী স্ত্রী দুর্ভাগ্যের আপদ; যাকে দেখে তুমি অপছন্দ করো এবং যে তোমার মন মুগ্ধ করতে পারে না। যে তোমার ওপর মানুষের হামলা চালায়। আর তোমার অনুপস্থিতিতে তার ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারে না" (সিলসিলা সহিহা ১৮২, ইবনে হিব্বান)।

অন্যথায় তার সোনার সংসারে সুখের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলেদের কিংবা মেয়েদের) বিয়ে দাও। যদি তা না কর (শুধু দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিয়ে না দাও বরং দ্বীন বা চরিত্র থাকলেও শুধু বংশ, রূপ বা ধন-সম্পত্তির লোভে বিয়ে দাও) তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে" (ইবনে মাজাহ, ১৯৭)।

আল্লাহপাক আল কোরআনে বলেছেন, "তোমরা বিয়ে করো যাদের তোমাদের ভালো লাগে" (সূরা মায়িদাঃ ৪)। এর অর্থ হলো, বিয়ে-ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন তার ভালোলাগা বৈধ নারীকে বিয়ে করে। (তাফসির আর-রাজি, ৯/১৭১)।

আশ-শাওকানি (রাঃ) বলেছেন, যেসব নারীর প্রতি তোমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং যেসব নারী তোমাদের মনঃপূত হয় তোমরা তাদের বিয়ে করো (ফাতহুল কাদির-১/৪৪৯)।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ কোনো পুরুষের অন্তরে কোনো নারীর বিয়ের প্রস্তাব জাগরূক করে, তখন তাকে দেখেশুনে যাচাই-বাছাই করা দোষণীয় নয়” (ইবনে মাজাহ, ১৮৬৪)।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন সে যেন তার এমন কিছু দেখে, যা তাকে তার সাথে বিয়েতে উৎসাহিত করে” (আবু দাউদ, ২০৮২)।

কনেকে একবার দেখে পছন্দ করা গেলে একবার দেখাই বিধান। কোনো কোনো নারীকে একবার দেখে তার সাথে বিয়ের মতো গুরত্বপূর্ণ চুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে তাকে একাধিকবার দেখা বিহিত। ফিকহের ভাষ্য হচ্ছে, ‘পাত্রের জন্য বিহিত পাত্রীকে বারবার দেখা, এমনকি যদি সে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনবারের বেশিও দেখে যাতে তার সামগ্রিক বিষয়টি পাত্রের কাছে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়’ (আর-রামলি, নেহায়া-৬/১৮৬)।

যদি পাত্র পাত্রীকে একবার দেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তবে তার জন্য একবারের অতিরিক্ত দেখা হারাম। কারণ এই দেখা হালাল করা হয়েছে অনিবার্য প্রয়োজনে। সুতরাং এখানে অনিবার্য প্রয়োজন বিবেচ্য (রাদ্দুল মুহতার ৬/৩৭০)।

দাম্পত্যজীবনঃ অজ্ঞতা ও পরিণাম

আলিম মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ হুজুরের দাম্পত্যজীবনের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

কিছুদিন আগে আমার এক প্রিয় তালিবে ইলম দেখা করতে এসে বললো, হুযূর, আগামী পরশু আমার বিবাহ। চমকে উঠে তাকালাম। বড় ‘বে-চারা’ মনে হলো। কারণ আমিও একদিন বড় অপ্রস্তুত অবস্থায় জেনেছিলাম, আগামীকাল আমার বিবাহ! ভিতর থেকে হামদরদি উথলে উঠলো। ইচ্ছে হলো তাকে কিছু বলি, যিন্দেগির এই নতুন রাস্তায় চলার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পাথেয়, আল্লাহর তাওফীকে তাকে দান করি। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া আমরা কেই বা কী করতে পারি!

তো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিবাহের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো? বড় ভোলাভালা নও জোয়ান! সরলভাবে বললো, আমার কিছু করতে হয়নি, সব প্রস্তুতি আব্বা-আম্মাই নিয়েছেন। কেনা-কাটা প্রায় হয়ে গেছে, শুধু বিয়ের শাড়ীটা বাকি!!

অবাক হলাম না, তবে দুঃখিত হলাম, আমার এই প্রিয় তালিবে ইলম এখন একজন যিম্মাদার আলিমে দ্বীন। দীর্ঘ কয়েক বছর আমাদের ছোহবতে ছিলো, তার কাছে বিবাহের প্রস্তুতি মানে হলো জিনিসপত্র এবং বিয়ের শাড়ী! তাহলে অন্যদের অবস্থা কী?

বড় মায়া লাগলো; বললাম, দেখো, মানুষ যেকোন কাজ করতে চায়, প্রথমে সে ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। কাজটির হাকীকত ও উদ্দেশ্য কী? কাজটি আঞ্জাম দেয়ার সঠিক পন্থা কী? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী সমস্যা হতে পারে, সেগুলোর সমাধান কী? এগুলো জেনে নেয়া। এজন্য দস্তুর মত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার আয়োজন আছে, এমনকি বাস্তব প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। অথচ জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল অধ্যায়ে মানুষ প্রবেশ করে, বরং বলতে পারো ঝাঁপ দেয়, কিছু না শিখে, না জেনে এবং না বুঝে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়। ফল কী হতে পারে? কী হয়? অন্যদের কথা থাক, চোখের সামনে আমার ক-জন ছাত্রের ঘর ভেঙ্গে গেলো! একজনের তো এমনকি দু-জন সন্তানসহ। কিংবা ঘর হয়ত টিকে আছে, কিন্তু শান্তি নেই। স্বাভাবিক শান্তি হয়ত বজায় আছে, কিন্তু বিবাহ যে দুনিয়ার বুকে মানবের জন্য আল্লাহর দেয়া এক জান্নাতি নেয়ামত, সুকূন ও সাকীনাহ, সে খবর তারা পায়নি, শুধু অজ্ঞতার কারণে, শুধু শিক্ষার অভাবে।

আশ্চর্য, মা-বাবা সন্তানকে কত বিষয়ে কত উপদেশ দান করেন; উস্তাদ কত কিছু শিক্ষা দেন, নছীহত করেন, কিন্তু জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল বিষয়টি কেন যেন তারা সযত্নে এড়িয়ে যান! তাকে বললাম, যদিও তুমি এ উদ্দেশ্যে আসোনি তবু তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, যা ইনশাআল্লাহ আগামী জীবনে তোমার কাজে আসবে।

খুব জযবা ছিলো, আবেগের তোড় ছিলো, ‘দিল কো নিচোড় কার’, বাংলায় যদি বলি তাহলে বলবো, হৃদয় নিংড়ে, কিন্তু দিল কো নিচোড়না– এর ভাব হৃদয় নিংড়ানোতে আসবে কোত্থেকে! যাক, বলছিলাম, হৃদয়টাকে নিংড়ে কিছু কথা তাকে বলেছিলাম।

পরে আফসোস হলো যে, কথাগুলো তো সব হাওয়ায় উড়ে গেলো, যদি বাণীবদ্ধ করে রাখা যেতো কত ভালো হতো! হয়ত আল্লাহর বহু বান্দার উপকারে আসতো। শেষে বললাম, এক কাজ করো, এ কথাগুলোর খোলাছা কাগজে লিখে আমাকে দেখিও।

আগামী পরশুর বিয়ের খবর দিয়ে ছেলেটা সেই যে গেলো, তিন বছরে আর দেখা নেই! দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময় দরসেও আমি অনেক কথা বলেছি। সবচেয়ে বেশী বলেছি আমার নূরিয়ার জীবনের প্রিয় ছাত্র (বর্তমানের হাতিয়ার হুযূর) মাওলানা আশরাফ হালীমীকে, আশা করি তিনি সাক্ষ্য দেবেন, অনেকবার বলেছেন, আমার কথাগুলো তার জীবনে বহু উপকারে এসেছে। আরো অনেকে বলেছে, কিন্তু কথাগুলো কেউ 'কলমবন্দ' করেনি। তো এখন এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তোমাদের মজলিসে ঐ কথাগুলো আবার বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আফসোস, সেই আবেগ ও জযবা তো এখন নেই যা ঐ প্রিয় তালিবে ইলমকে বলার সময় ছিলো। আবেগ ভরা দিলের কথা তো রসভরা ইক্ষু, আর শুধু চিন্তা থেকে বলা কথা হলো রস নিংড়ে নেয়া ইক্ষুর ছোবা! তবু কিছু না কিছু ফায়দা তো ইনশাআল্লাহ হবে–

আমি আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলাম, এখন তোমার জীবনের এই যে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। উর্দূতে এটাকে বলে 'ইযদিওয়াজী যিন্দেগী', বাংলায় বলে 'দাম্পত্য জীবন', অর্থাৎ এটা জীবন ও যিন্দেগির খুবই এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এটা তোমাকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্য বলছি না; প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য বলছি, যাতে পূর্ণ আস্থা ও সাহসের সঙ্গে তুমি তোমার এই নতুন জীবন শুরু করতে পারো। আল্লাহ যদি সাহায্য করেন তাহলে সবই সহজ।

এটা যে শুধু তোমার ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়! আমার জীবনেও হয়েছে, আমার মা-বাবার জীবনেও হয়েছে! তোমার মা-বাবাও একদিন এ জীবন শুরু করেছিলেন। যদি সহজ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে তাহলে তোমার মাকে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কীভাবে তারা এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন? জীবনের শুরুতে তারা কী ভেবেছিলেন, কী কী চেয়েছিলেন, কী পেয়েছেন?

কখন কী সমস্যা হয়েছে, সেগুলো কীভাবে সমাধান করেছেন। এই জীবনের শুরুতে তোমার প্রতি তাদের কী উপদেশ? এ ধরনের সহজ আন্তরিক আলোচনায় সংসার জীবনের পথচলা অনেক সহজ হয়ে যায়। অবশ্য সব মা-বাবার সঙ্গে সব সন্তানের এমন সহজ সম্পর্ক থাকে না, তবে থাকা উচিত। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সন্তান মা-বাবার কাছেই আসবে, মা-বাবাকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করবে, বন্ধুবান্ধবকে নয়। কঠিন সমস্যার মুখে একজন অপরিপক্ব বন্ধু কীভাবে সঠিক পথ দেখাতে পারে! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে। সন্তান মা-বাবাকে ভয় করে, হয়ত কোন জটিলতায় পড়েছে; তখন তাদের প্রথম চেষ্টা হয় যে, মা-বাবা যেন জানতে না পারে, কারণ তাদের কানে গেলে সর্বনাশ! ছেলে তার বন্ধুর শরণাপন্ন হয়, মেয়ে তার বান্ধবীর কাছে বলে, তারা তাদের মত করে পরামর্শ দেয়। ফলে অবস্থা আরো গুরুতর হয়।

অতীতে যাই ছিলো, এখন তো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, মা-বাবার জন্য সন্তানের বন্ধু হওয়া। বিপদে সমস্যায় সন্তানকে তিরস্কার পরে করা, আগে তার পাশে দাঁড়ানো। তাহলে সন্তান আরো বড় অন্যায় করা থেকে এবং আরো গুরুতর অবস্থায় পড়া থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু এখন অবস্থা হলো, সন্তান মা-বাবাকে ভয় করে, বন্ধুকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে। আমার ছেলেকে আমি এটা বোঝাতে চেয়েছি এবং আশা করি, কিছুটা বোঝাতে পেরেছি। অনেক সমস্যা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, কারণ সবার আগে সে আমার কাছে এসেছে, আর আমি বলেছি, ভয় নেই, আমি তোমার পাশে আছি। আগে তাকে সাহায্য করেছি, তারপর প্রয়োজনে দরদের সঙ্গে তিরস্কার করেছি, বা শিক্ষা দিয়েছি। বন্ধুর কাছে আগে পাওয়া যায় সাহায্য, মা-বাবার কাছ থেকে আগে আসে তিরস্কার। তাই সন্তান সমস্যায় পড়ে মা-বাবার কাছে আসে না, বন্ধুর কাছে আসে। এভাবে নিজের কারণেই সবচেয়ে কাছের হয়েও মা-বাবা হয়ে যায় দূরের, আর দূরের হয়েও বন্ধু হয়ে যায় কাছের। সন্তানের সমস্যা বন্ধু জানে সবার আগে। মা-বাবা জানে সবার পরে, পানি যখন মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তখন।

তো আমি আশা করছি, জীবনের অন্যসকল ক্ষেত্রে যেমন তেমনি। আল্লাহ না করুন দাম্পত্যজীবনে যদি কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে সন্তান সবার আগে আমার কাছে আসবে, তার মায়ের কাছে আসবে, আমাদের উপদেশ, পরামর্শ নেবে। আলহামদুলিল্লাহ, সেই রকমের সহজ অন্তরঙ্গ সম্পর্কই সন্তানের সঙ্গে আমার, আমাদের।

আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বললাম, কথা অন্য দিকে চলে গেছে, তো এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটি আগাম নাসিহাত করি; আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী, দু-দিন পরেই হয়ে যাবে, মা এবং বাবা। সেটা তো জীবনের আরো কঠিন, আরো জটিল অধ্যায়। আমি প্রায় বলে থাকি, প্রাকৃতিক নিয়মে মা-বাবা হয়ে যাওয়া খুব সহজ। কিন্তু আদর্শ মা-বাবা হওয়ার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ শিক্ষা ও দীক্ষা। তো তোমরা দু-জন জীবনের শুরু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করো যে, একটি মেয়ে কীভাবে একজন আদর্শ মা হতে পারে এবং একটি ছেলে কীভাবে একজন আদর্শ বাবা হতে পারে! আগে বলেছিলাম একটি নাসিহাত, এখন বলছি দুটি নাসিহাত।

সন্তানের সামনে কখনো তার মাকে অসম্মান করো না। তোমাকে মনে রাখতে হবে, সে তোমার স্ত্রী, কিন্তু তোমার সন্তানের মা, তোমার চেয়েও অধিক শ্রদ্ধার পাত্রী। সন্তান যেন কখনো, কখনোই মা-বাবাকে ঝগড়া-বিবাদ করতে না দেখে। এ নাসিহাত আমি তোমাকে করছি, আল্লাহর শোকর নিজে আমল করি। আমার বড় সন্তানের বয়স ত্রিশ বছর, এর মধ্যে কখনো সে আমাদের বিবাদ করতে এমনকি তর্ক করতেও দেখেনি। দ্বিতীয়ত তোমরা উভয়ে সন্তানের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করো, এমন বন্ধু যাকে নিজের মনের কথা, সব কথা নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারে।

আগের কথায় ফিরে আসি; আগামী পরশু তোমার বিবাহ। তার মানে, আজ তুমি নিছক একটি যুবক ছেলে, অথচ আগামী পরশু হয়ে যাচ্ছো, একজন দায়িত্ববান স্বামী। কত বিরাট পার্থক্য তোমার আজকের এবং আগামী পরশুর জীবনের মধ্যে। বিষয়টি তোমাকে বুঝতে হবে। কেন তুমি বিবাহ করছো? বিবাহের উদ্দেশ্য কী? দেখো, আমাদের দেশে পারিবারিক পর্যায়ে একটা নিন্দনীয় মানসিকতা হলো, সংসারের প্রয়োজনে, আরো খোলামেলা যদি বলি, কাজের মানুষের প্রয়োজনে ছেলেকে বিয়ে

করানো। সবাই যে এমন করে তা নয়, তবে এটা প্রবলভাবে ছিলো, এখনো কিছু আছে। আমি নিজে সাক্ষী, আমার একজন মুহতারাম তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিলেন, বিয়ে হওয়া মাত্র ছেলের বাবা স্ব-মূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন, আর দেরী করা যাবে না, তাড়াতাড়ি মেয়ে বিদায় করেন। মেয়ের মা ও বাবা তো হতবাক! মেয়ে বিদায় হলো। শ্বশুরবাড়ীতে রাত পোহালো, আর পুত্রবধুর সামনে কাপড়ের স্তুপ নিক্ষেপ করে শাশুড়ী আদেশ করলেন, কাপড়ে সাবান লাগাও, দেখি, মায়ের বাড়ী থেকে কেমন কাজ শিখে এসেছো!

আমার এক ছাত্রের কথা, বিয়ের প্রয়োজন। কেন? কারণ মা-বাবার খেদমত করার কেউ নেই। এটা কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য বা মাকছাদ হতে পারে না। মা-বাবার খেদমত মূলত তোমার দায়িত্ব। এখন সে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার সাথে এতে শরীক হয়, তবে সেটা তোমাদের উভয়ের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে। দেখো, আল্লাহ চাহে তো অচিরেই আমাদেরও ঘরে পুত্রবধু আসবে। আমরা আমাদের না দেখা সেই ছোট্ট মেয়েটির প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমি আমার পুত্রকে অবশ্যই বলবো, বিবাহের উদ্দেশ্য মা-বাবার খেদমত করা হতে পারে না।

আমি দু'আ করি, তোমার মা-বাবা তোমার যেমন, তেমনি তোমার স্ত্রীরও যেন মেহেরবান মা-বাবা হতে পারেন। আমার দুই মেয়ের শশুর, দুজনই এখন জান্নাতবাসী (ইনশাআল্লাহ)। আল্লাহর কাছে আমার সাক্ষ্য এই যে, সত্যি সত্যি তারা আমার মেয়ে দুটির 'বাবা' ছিলেন। আমার ছোট মেয়ের শশুর বড় আলিম ছিলেন, তাঁকে আমার একটি বই হাদিয়া দিয়েছিলাম এভাবে, 'সাফফানার আব্বুর পক্ষ হতে সাফফানার আব্বাকে। তিনি খুশী হয়ে অনেক দু'আ করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'আপনি তো এই ছোট্ট একটি বাক্যে সম্পর্কের মহামূল্যবান এক দর্শন তুলে ধরেছেন'।

আমার বড় মেয়ের অবস্থা হলো, মায়ের বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় সে কাঁদে না, কাঁদে 'আম্মার' বাড়ী থেকে আসার সময়। দুআ করি, আমার দেশের প্রতিটি মেয়ে যেন মা-বাবার ঘর থেকে এমন মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে পারে। আর তুমি দু'আ করো, আমরা দুজন যেন আমাদের অনাগত মেয়েটির জন্য তেমন মা-বাবাই হতে পারি।

তো বলছিলাম বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা। বৈধ উপায়ে স্ত্রী পরিচয়ে কাউকে ভোগ করা, এটাও বিবাহের উদ্দেশ্য বা মাকছাদ হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে বলা হয় শরীকে হায়াত, জীবনসঙ্গী এবং জীবনসঙ্গিনী। বস্তুত এই শব্দটির মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের সুমহান উদ্দেশ্যটি নিহিত রয়েছে। আর যদি কোরআনের ভাষায় বলি তাহলে বিবাহের উদ্দেশ্য হল,

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।" [সূরা বাকারাঃ ১৮৭]

তুমি তো কোরআন বোঝো। ভেবে দেখো, দাম্পত্য-সম্পর্কের কী গভীর তাৎপর্য এখানে নিহিত! পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত। আর বলেছেন, যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হবে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। বিবাহ নবীর সুন্নত! সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, বিরাট ও মহান কোন মাকছাদ রয়েছে এর পিছনে। বিবাহের আসল মাকছাদ বা উদ্দেশ্য হলো "স্বামী ও স্ত্রী- এই পরিচয়ে একটি নতুন পরিবার গঠন করা এবং মা ও বাবা- এই পরিচয়ে সন্তান লাভ করা। তারপর উত্তম লালন-পালন এবং আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের মাধ্যমে নেক সন্তানরূপে গড়ে তুলে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করা, যাতে মানববংশ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পছন্দমত আগে বাড়তে থাকে"।

এটাই হলো বিবাহের আসল উদ্দেশ্য; অন্য যা কিছু আছে তা সব পার্শ্ব-উদ্দেশ্য। তো এখনই তুমি নিয়ত ঠিক করে নাও যে, কেন কী উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে দেখতে পাবে, আল্লাহ চাহে তো এখনই তোমার ভিতরে কত সুন্দর পরিবর্তন আসছে! কী আশ্চর্য এক পরিপূর্ণতা নিজের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে! আগামী জীবনের সকল দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য গায়ব থেকে তুমি আত্মিক শক্তি লাভ করছো। আল্লাহ তাওফীক দান করেন।

এবার আসো জীবনের বাস্তবতার কথা বলি, এতদিন তোমার জীবনে ছিলেন শুধু তোমার মা, যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব বেদনা ভোগ করেছেন। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন। এতদিন তোমার উপর ছিলো তাঁর অখন্ড অধিকার। হঠাৎ তিনি দেখছেন, তাঁর আদরের ধন, তাঁর আঁচলের

রত্ন পুত্রের জীবনে স্ত্রী পরিচয়ে অন্য এক নারীর প্রবেশ (অনুপ্রবেশ?) ঘটেছে! এভাবে পুত্রের উপর তার অখন্ড অধিকার খন্ডিত হতে চলেছে। যে পুত্র ছিলো এতদিন তাঁর একক অবলম্বন, এখন সে হতে চলেছে অন্য এক নারীর অবলম্বন। এ বাস্তবতা না তিনি অস্বীকার করতে পারছেন, না মেনে নিতে পারছেন। সংসারে প্রত্যেক মায়ের জীবনে এ কঠিন সময়টি আসে। এমন এক জ্বালা শুরু হয় যা শুধু তিনি নিজেই ভোগ করেন, কাউকে বোঝাতে পারেন না, এমনকি এতদিনের আদরের ধন পুত্রকেও না। ফলে সামান্য সামান্য কারণে, এমনকি অকারণেও তিনি খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়েন; তাঁর অনুভূতি আহত হয়। এমন সময় ছেলে (এবং তার স্ত্রী অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও অপিরপক্বতার কারণে) যদি অসঙ্গত কিছু বলে বা করে বসে তাহলে তো মায়ের মনে কষ্টের শেষ থাকে না। প্রসববেদনা থেকে শুরু করে প্রতিপালনের সব কষ্ট একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। আম্মার কাছে শুনেছি, গ্রামের এক মা তার পুত্রবধুকে বলেছিলেন, 'ততা ফানি আমি খাইছিলাম, না তুই খাইছিলি?'

তখনকার যুগে প্রসব পরবর্তী বেশ কিছু দিন মা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত কল্যাণ চিন্তা করে মাকে গরম পানি খেতে দেয়া হতো, ঠান্ডা পানি দেয়া হতো না। তো কথাটা কিন্তু নির্মম। আমার জন্য 'তাতানো পানি' আমার মা খেয়েছেন, আমার সব আবর্জনা আমার মা পরিস্কার করেছেন। নিজের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে তিনি আমাকে বড় করেছেন, উপযুক্ত করেছেন। সেই সব কষ্টের সুফল হঠাৎ করে অন্য একটি মেয়ে এসে অধিকার করে বসেছে। তখন সব হারানোর একটা বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। তো তোমার মায়ের অন্তরেও এরকম অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। মায়ের মনের এই কষ্টের উপশম, এই বেদনার সান্তনা তোমাকেই চিন্তা করতে হবে।

মায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে বাবার কথা, তারপর ভাই-বোনদের কথা। (এ সম্পর্কেও ছাত্রটিকে বিশদভাবে বলেছিলাম।)

তৃতীয়ত তোমার স্ত্রী। যদিও তৃতীয় বলছি, কিন্তু বাস্তবে এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নাজুক। তবে এটা থাকবে তোমার দিলে, তোমার অন্তরে। মা-বাবার সামনে মুখের কথায় বা আচরণে এটা প্রকাশ করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক হবে না। কেন বলছি স্ত্রীর বিষয়টি সবচেয়ে নাজুক? তার আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও; কোন

বিবাহে কোন ছেলেকে কাঁদতে দেখেছো? কোন ছেলের মা-বাবাকে বিষণ্ন দেখেছো?! দেখোনি; (হয়তো ব্যতিক্রম এক দুইটি ঘটনা থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থা এটিই, এদের কেউ কাঁদে না।) কেন? কারণ বিবাহের মাধ্যমে ছেলে কিছু হারায় না, ছেলের মা-বাবা কিছু হারায় না, বরং অর্জন করে। তাই তাদের মুখে থাকে অর্জনের হাসি এবং প্রাপ্তির তৃপ্তি।

বিবাহের আসরে কাঁদে শুধু মেয়ে, আর মেয়ের মা-বাবা। কেন কাঁদে একটি মেয়ে? কারণ তাকে সবকিছু হারাতে হয়, সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। মা-বাবাকে ছেড়ে আসতে হয়, শৈশবের সব স্মৃতি তাকে মুছে ফেলতে হয়। একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনে এটি অনেক বড় আঘাত। এ যেন একটি ছোট্ট গাছের চারাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে বহু দূরে ভিন্ন পরিবেশে নতুন মাটিতে এনে রোপণ করা। বাকি জীবন তাকে এই মাটি থেকেই রস আহরণ করে বেঁচে থাকতে হবে। হিন্দিতে বলে, 'আওর‍্যত কী ডোলী যাহা উত্যরতী হ্যয়, উসকী আর্থী ওহীঁ সে উঠতি হ্যয়।' অর্থাৎ মেয়েদের পালকি যেখানে গিয়ে নামে, সেখান থেকেই তার জানাযা ওঠে।

কত বড় নির্মম সত্য! তো তোমার স্ত্রীরূপে তোমার ঘরে আসা এই ছোট্ট মেয়েটির যখমি দিলে তাসাল্লির মরহম তোমাকেন রাখতে হবে। এক মাটি থেকে উপড়ে এনে আরেক মাটিতে রোপণ করা একটি চারাগাছ থেকে দু-দিন পরেই ফল দাবী করা কতটা নিষ্ঠুরতা! ফল পেতে হলে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। চারা গাছটির পরিচর্যা করতে হবে, সকাল-সন্ধ্যা তার গোড়ায় পানি দিতে হবে। ধীরে ধীরে শিকড় যখন মাটিতে বসবে এবং মাটি থেকে রস সংগ্রহ করার উপযুক্ত হবে, তখন তোমাকে ফল চাইতে হবে না; সজীব বৃক্ষ নিজে থেকেই ফল দিতে শুরু করবে। কত আফসোসের বিষয়, দাম্পত্য জীবনের শুরুতে যত আদেশ-উপদেশ সব ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বর্ষিত হয়। প্রথম দিনেই তাকে শুনতে হয়, এখন থেকে তাকে স্বামীর মন জয় করতে হবে, শশুর-শাশুড়িকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে, শশুর বাড়ীর সবার মন যুগিয়ে চলতে হবে। তার নিজের যেন কোন 'মন' নেই। সুতরাং সেটা জয় করারও কারো গরজ নেই।

তো মায়ের মন তোমাকেই রক্ষা করতে হবে, আবার স্ত্রীর মনোরঞ্জনও তোমাকেন করতে হবে। সবদিক তোমাকেই শামাল দিয়ে চলতে হবে। কত কঠিন দায়িত্ব! অথচ না শিক্ষাঙ্গনে, না গৃহপ্রাঙ্গণে, কোথাও এ সম্পর্কে শিক্ষার নূন্যতম কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় দুটি অপরিপক্ব তরুণ-তরুণীকে যেন সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া! মেয়েটিও জানে না, আজ থেকে সে আর ছোট্ট মেয়েটি নেই। সে এখন স্ত্রী হয়ে একটি অপরিচিত মানুষের জীবনে প্রবেশ করছে, যার মা আছে, বাবা আছে, ভাইবোন আছে এবং তাদের প্রতি তার স্বামীর অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। সহানুভূতির সঙ্গে কোমলতার সঙ্গে এই দায়িত্ববোধ কেউ তার মধ্যে জাগ্রত করে দেয়নি। এ দোষ কার!

তো আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলাম, কথা দ্বারা আচরণ দ্বারা তোমার মাকে তুমি বোঝাবে, "মা, আমি আপনারই ছিলাম, আছি এবং থাকবো। স্ত্রী হলো আমার জীবনের নতুন প্রয়োজন; আপনি আমার প্রাণ, আপনার সঙ্গে আমার নাড়ির টান"।

অন্যদিকে স্ত্রীকে বোঝাতে হবে, "এই সংসার সমুদ্রে তুমি একা নও; আমি তোমার পাশে আছি। নতুন জীবনে চলার পথে আমারও অনেক কষ্ট হবে, তোমারও অনেক কষ্ট হবে। তবে সান্তনা এই যে, তুমিও একা নও, আমিও একা নই। আমার পাশে তুমি আছো, তোমার পাশে আমি আছি। আমার কষ্টের সান্তনা তুমি, তোমার কষ্টের সান্তনা আমি। আমরা পরস্পরের কষ্ট হয়ত দূর করতে পারবো না, তবে অনুভব করতে পারবো এবং হয়ত কিছুটা লাঘব করতে পারবো"। আল্লাহর কসম, এমন কোন নারী হৃদয় নেই যা এমন কোমল সান্তনায় বিগলিত হবে না। তোমার স্ত্রীকে তুমি এভাবে বলবে, "আমাদের জীবন তো আলাদা ছিলো। আমরা তো একে অপরকে চিনতামও না। আল্লাহ আমাদের কেন একত্র করেছেন জানো? একা একা জান্নাতে যাওয়া কঠিন। আল্লাহ আমাদের একত্র করেছেন একসঙ্গে জান্নাতের পথে চলার জন্য। আমি যদি পিছিয়ে পড়ি, তুমি আমাকে টেনে নিয়ে যাবে; তুমি যদি পিছিয়ে পড়ো, আমি তোমাকে টেনে নিয়ে যাবো। তুমি সতর্ক থাকবে, আমার দ্বারা যেন কারো হক নষ্ট না হয়; আমিও সতর্ক থাকবো, তোমার দ্বারা যেন কারো প্রতি যুলুম না হয়"।

প্রিয় ছাত্রটিকে আমি আরো বললাম, স্ত্রীকে বোঝানোর জন্য তার সন্তানকে সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ তুমি তাকে বলবে, “দেখো, জীবন কত গতিশীল! সবকিছু কত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে! দুদিন আগে আমরা শুধু যুবক-যুবতী ছিলাম, আজ হয়ে গেছি স্বামী-স্ত্রী। দুদিন পরেই হয়ে যাবো মা-বাবা। আমি বাবা, তুমি মা! আল্লাহর কাছে একজন মায়ের মর্যাদা কত! তোমার কদমের নীচে হবে তোমার সন্তানের জান্নাত! যেমন আমার মায়ের কদমের নীচে আমার জান্নাত। তো তোমার সন্তান কেমন হলে তুমি খুশী হবে? আমাকেও আমার মায়ের ঐরকম সন্তান হতে তুমি সাহায্য করো। আমি যদি ভুল করি, মায়ের কোন হক নষ্ট করি, মায়ের সামনে ‘উফ’ করি, তুমি আমাকে সাবধান করো, আমাকে সংশোধন করো। তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার সন্তানও তুমি যেমন চাও তেমন হবে”।

প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে মা-বাবার সামনে তিরস্কার করবে, তবে ঘরে এসে একটু আদর, একটু সোহাগ করে বোঝাতে হবে, কেন তুমি এটা করেছো? বোঝানোর এই তরযগুলো শিখতে হবে, আর এটা দু’একদিনের বিষয় নয়, সারা জীবনের বিষয়। কিন্তু আমরা ক’জন এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করি? হয় মাতৃভক্তিতে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করি, না হয়, স্ত্রীর ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে মা-বাবার দিলে আঘাত দেই, আর দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ হয়। আমার একটা কথা মনে রেখো, মায়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা মূলত মায়ের প্রতি যুলুম, তদ্রুপ স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে মায়ের হক নষ্ট করা আসলে স্ত্রীর প্রতি যুলুম। আমার এ কথার উৎস হলো এই হাদিসটি,

“তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো জালেম অথবা মজলুম অবস্থায়”। অবশ্য সবকিছু হতে হবে হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে।

একটি ঘটনা তোমাকে বলি, তোমার মত আলিমে দ্বীন নয়, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ আমাকে বলেছেন, একবার তার মা তাকে বললেন, তোর বউ আজ তোর এত আপন হয়ে গেলো কীভাবে! আমি বললাম, দেখো মা, তোমাকে আমি মা বলি; এই ‘মা ডাকটুকু পাওয়ার জন্য তোমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে! অথচ ‘পরের বাড়ীর মেয়েটির মুখ থেকে তুমি বিনা কষ্টে ‘মা ডাক শুনতে পাও! তোমাকে যে মা বলে ডাকে সে আমার আপন হবে না কেন মা। আরেকটা ঘটনা, এক মা তার মেয়ের

শাশুড়ী সম্পর্কে বললেন, মানুষ না, মেয়েটাকে আনতে পাঠালাম, দু'টো পিঠে বানিয়ে খাওয়াবো, দিলো না, ফেরত পাঠিয়ে দিলো। দু'দিন আগে তিনিও একই কাজ করেছিলেন, ছেলের বউকে নিতে এসেছিলো মায়ের বাড়ী থেকে। তিনি বললেন, দু'দিন পরে আমার মেয়েরা আসবে এখন তুমি গেলে কীভাবে চলবে!

ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনার কাজটা কি ঠিক হয়েছিলো? আপনাকে কষ্ট দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, সতর্ক করা উদ্দেশ্য। আল্লাহর কাছে যদি আটকা পড়েন তখন তো আপনিই বলবেন, তুমি তো হাদীছ-কোরআন পড়েছো, আমাকে সতর্ক করোনি কেন?

মোটকথা, মেয়েদেরকে তারবিয়াত করতে হবে যাতে তারা আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা এবং আদর্শ শাশুড়ীরূপে আদর্শ জীবনযাপন করতে পারে। পুরুষ হচ্ছে কাওয়াম ও পরিচালক। সুতরাং তারবিয়াত ও পরিচালনা করা পুরুষেরই দায়িত্ব। **স্ত্রী, মা** ও **শাশুড়ী** জীবনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ধাপের জন্য ঘরে ঘরে আমরা যদি আমাদের মেয়েদের গড়ে তুলতে পারি, আদেশ দ্বারা, উপদেশ, সর্বোপরি নিজেদের আচরণ দ্বারা তাহলেই সংসার হতে পারে সুখের, শান্তির।

প্রিয় ছাত্রটিকে আরেকটি কথা বললাম, তোমার স্ত্রীর কোন আচরণ তোমার অপছন্দ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে ভাবতে হবে, তোমার সব আচরণ কি সুন্দর, তোমার স্ত্রীর পছন্দের? তাছাড়া তোমার স্ত্রীর ভালো দিক কি কিছু নেই। সেই ভালো দিকগুলোর জন্য শোকর করো, আর যা তোমার কাছে মন্দ লাগে তার উপর ছবর করো। আর যদি সংশোধন করতে চাও তাহলে ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করো, তারপর কোমল ভাষায় বলো, তোমার এই বিষয়টা যদি না থাকতো তাহলে তুমি আরো অনেক ভালো হতে। তবে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ মনে রাখতে হবে, একটু বাঁকা থাকবেই, এই বক্রতা, সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে নায, আন্দায, মান, অভিমান, লাস্যতা; এই বক্রতা নারীর সৌন্দর্য, নারীর শক্তি। এটাকে সেভাবেই গ্রহণ করে তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হবে, পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে, আর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। সত্যি সত্যি যদি তোমার স্ত্রীর গুরুতর কোন ত্রুটি থাকে তবে সেটা সংশোধনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই তোমার। তবে সেক্ষেত্রেও সংশোধনের জন্য অত্যন্ত ধৈর্যর সঙ্গে দিনের

পর দিন চেষ্টা করে যেতে হবে। ধমক দিয়ে, জোর খাটিয়ে সংশোধন করা যায় না, ঘরে অশান্তি আনা যায়, ঘর ভাঙ্গা যায়, আর সন্তানদের জীবনে বিপর্যয় আনা যায়।

ইসলামপুরে আমার আব্বার দোকানের অপর দিকে এক ভদ্রলোকের দোকান ছিলো। অবস্থা ছিলো এই যে, দোকানে বসেই মদ খেতো। আব্বা তাকে দাওয়াত দিলেন, আর সে খুব দুর্ব্যবহার করলো, কিন্তু আব্বা ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত চালিয়ে গেলেন। দু'বছর পর তিনি মসজিদমুখী হলেন এবং এমন মুবাল্লিগ হলেন যে, বউকে তালাক দেবেন। কারণ সে দ্বীনের উপর আসছে না। আব্বা তাকে এভাবে বুঝালেন, 'আমার সঙ্গে আপনার আচরণ কি মনে আছে? আমি যদি ধৈর্যহারা হয়ে আপনাকে ত্যাগ করতাম! এই পুরো কথাটা স্মরণে রেখে স্ত্রীকে তালিম করতে থাকেন। ছবর করেন, ছবর করলে আমার প্রতি আপনার যুলুম আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন আমার বান্দা তোমাকে আমার ঘরের দিকে ডেকেছে, তুমি তার প্রতি যুলুম করেছো কেন? তখন আপনি বলতে পারবেন, হে আল্লাহ, আমিও আপনার বান্দীর পিছনে ছবরের সঙ্গে মেহনত করেছি।' সেই লোকের স্ত্রী কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরদানশীন হয়েছিলো। অথচ জোশের তোড়ে লোকটা তো ঘরই ভেঙ্গে ফেলছিলো। আসলে দোষ আমাদের। আমরা তারবিয়াত করার তরীকা শিখিনি। বোঝানোর তরয আয়ত্ত্ব করিনি। প্রিয় ছাত্রটিকে আরো অনেক কথা বলেছিলাম, প্রায় দু'ঘণ্টা সময় তার জন্য ব্যয় করেছিলাম। সব কথা এখন মনেও নেই।

তবে একটা কথা তাকে বলা হয়নি, এখন তোমাদের মজলিসে বলি, স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, এ সম্পর্কে একজনকে যা বলতে শুনেছিলাম, তা ছিল খুবই মর্মান্তিক। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েলোক যেন তোমার মাথায় চড়ে না বসে, তাই প্রথম দিন থেকেন তাকে শাসনের মধ্যে রাখবা। পূর্ণ ইতা'আত ও আনুগত্য আদায় করে নিবা, 'গোরবা কুশতান দর শবে আওয়াল।' এ প্রবাদ এমনই বিশ্ববিশ্রুত যে, আমাদের নিরীহ বাংলাভাষায়ও বলে, 'বাসর রাতেই বেড়াল মারতে হবে'। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও আমাদের অনুসরণীয় হলো সুন্নাতে রাসুল, আর তিনি ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচাইতে উত্তম, ঈমাদের দৃষ্টিতে সেই পূর্ণাঙ্গ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।" (তিরমিযী)

তো জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়তের সীমারেখায় থেকে স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণই আমাকে করতে হবে, যাতে সে মনে করে, আমি সর্বোত্তম স্বামী, আমার মতো উত্তম স্বামী হয় না, হতে পারে না।

স্ত্রীগণের সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কী ছিলো তা জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। স্বামীর খেদমত করার মাধ্যমে স্ত্রী অনেক আজর ও ছাওয়াবের অধিকারিণী হতে পারে, এটা আলাদা কথা। তবে আমাকে মনে রাখতে হবে যে, এটা স্ত্রীর মহত্ত্ব, স্বামীর অধিকার নয়। তারা যদি কখনো মায়ের বাড়ী যেতে চায়, আমরা প্রশ্ন করি, 'আমার খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?' অথচ এটা তার বিবেচনার বিষয় হতে পারে, আমার প্রশ্ন করার বিষয় নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামান্য কথা বলেই মজলিস শেষ করছি। সহবাস দাম্পত্য জীবনের একটি অপরিহার্য সত্য। এ বিষয়ে আলোচনাকে হায়া-শরমের খেলাফ মনে করা হয়। ফলে বিষয়টি অজ্ঞতার মধ্যে থেকে যায়। এ কারণে এমনকি অনেক সময় দাম্পত্য জীবন বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

স্ত্রী তোমার সারা জীবনের সম্পদ এবং সেরা সম্পদ। স্ত্রী তোমার সম্পত্তি নয়, স্ত্রী হলো তোমার জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ, যা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তোমাকে রাখতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। প্রথমেই বর্বর ও পাশবিকরূপে নিজেকে স্ত্রীর সামনে তুলে ধরা বিরাট মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। স্ত্রী স্বামীর ভোগের পাত্রী নয়, বরং স্বামী-স্ত্রী হলো পরস্পরকে উপভোগ করার জন্য। যত দিন লাগে, দীর্ঘ সাধনা করে প্রথমে হৃদয় জয় করো, মনের দুয়ার খোলো, অন্তরের গভীরে প্রবেশ করো।

শাইখ আব্দুল মালেক (দাঃ বাঃ) এর কথাঃ

দাম্পত্যজীবন সুখময় হওয়ার জন্য শুধু পুরুষের প্রচেষ্টা ও সচেতনতাই যথেষ্ট নয়, নারীরও সদিচ্ছা ও সচেতনতা অতি প্রয়োজন। এ বিষয়ে তারও আছে অনেক দায়িত্ব। কিন্তু নারীর তালীম-তরবিয়তের ভারও তো পুরুষেরই উপর। বিয়ের আগে পিতামাতা তার তরবিয়ত করবেন, বিয়ের পর স্বামী। দাম্পত্যজীবনে নারীর দায়িত্ব কী কী, সেই সকল দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করার পদ্ধতি কী এবং তার তালীম-তরবিয়ত কীভাবে করতে হবে-এটি আলাদা একটি বিষয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শাইখের

নাসিহাহ মতো দাম্পত্যজীবনে চলার তাওফিক দান করুন।

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেল থেকে সংগৃহীত ও কিছুটা সংযোজিত]

বিয়ের আগে জীবনসঙ্গীনী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)' র ছেলেকে দেয়া নসীহত

১. নারীরা সাধারণত রোমান্টিকতা পছন্দ করে। খুনসুটি-রসিকতা পছন্দ করে। নখরা-ন্যাকা তাদের স্বভাবগত। তারা ভালবাসার স্পষ্ট প্রকাশকে খুবই পছন্দ করে। তুমি একান্তে স্ত্রীর কাছে এসব কথা প্রকাশে কখনোই কার্পণ্য করবেনা। তাকে বেশি বেশি ভালোবাসার কথা বলবে। যদি এসবে কার্পণ্য কর, তাহলে দেখবে কিছুদিন পরই তোমার আর তার মাঝে একটা অদৃশ্য পর্দা ঝুলে গেছে। এরপর দিনদিন পরস্পরের সম্পর্কে শুষ্কতা আসতে শুরু করবে। ভালবাসা জানালা দিয়ে পালাবার পথ খুঁজবে।

২. নারীরা কঠোর-কর্কশ-রূঢ়-বদমেজাজি-রুক্ষস্বভাবের পুরুষকে একদম পছন্দ করে না। তোমার মধ্যে এমন কিছু থাকলে এখুনি ঝেড়ে ফেল। কারণ তারা সুশীল, ভদ্র, উদার পুরুষ পছন্দ করে। তুমি তার ভালবাসা অর্জনের জন্য, তাকে আশ্বস্ত করার জন্য হলেও গুণগুলো অর্জন কর।

৩. এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে, তুমি তোমার স্ত্রীকে যেমন পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, পরিপাটি, গোছালো, সুরুচিপূর্ণ, সুগন্ধিময় দেখতে চাও; তোমার স্ত্রীও কিন্তু তোমাকে ঠিক তেমনটাই চায়। তাই সাবধান থাকবে, তার চাহিদা পূরণে যেন কোন অবস্থাতেই তোমার পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়।

৪. ঘর হল নারীদের রাজ্য। একজন নারী নিজেকে সবসময় সেই রাজ্যের সিংহাসনে আসীন দেখতে খুবই পছন্দ করে। সে কল্পনায়, স্বপ্নে, বাস্তবে এই রাজ্য নিয়ে ভাবে, সাজায়, রচনা করে। খুবই সাবধান থাকবে। কখনোই তোমার স্ত্রীর এই সুখময় রাজত্বকে ভেংগে দিতে যেও না। এমনকি তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়ার প্রয়াসও চালাবে না। তুমি তো জানোই, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে অপছন্দজনক বিষয় কী?

তাঁর সাথে কোনকিছু শরীক করা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।
একজন রাজার কাছেও সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় কী?
তার রাজ্যে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করা।

৫. নারীরা তার স্বামীকে মনে প্রাণে, সর্বান্তঃকরণে প্রবলভবে স্বামীকে পেতে চায়। তবে পাশাপাশি বাপের বাড়িকেও হারাতে চায় না। হুঁশিয়ার থেকো! তুমি ভুলেও নিজেকে আর স্ত্রীর পরিবারকে এক পাল্লায় তুলে মাপতে শুরু করে দিও না। তুমি এ অন্যায় দাবী করে বসো না, 'হয় আমাকে বেছে নাও, নাহলে তোমার বাবা-মাকে'। তুমি এই বিষয়টা চিন্তাতেও স্থান দিও না। তুমি তাকে এমনটা করতে বাধ্য করলে সে হয়তো চাপে পড়ে মেনে নিবে। কিন্তু তার মনের গহীনে কোথাও একটা চাপা বোবা কান্না গুমরে মরতে থাকবে। তোমার প্রতি এক ধরনের সুপ্ত অশ্রদ্ধা তার কোমল মনে জেগে উঠবে।

৬. তুমি জানো, অনেক শুনেছো এবং পড়েছো নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাহু (বা পাজরের) বাঁকা হাড় থেকে। এই বক্রতা কিন্তু তার দোষ নয়, সৌন্দর্য। তুমি চোখের ভ্রু লক্ষ করে দেখেছ? সেটার সৌন্দর্যটা কোথায়? বক্রতায়,

একদম ঠিক কথা। বক্রতাই ভ্রুকে সুন্দর করে তোলে। ভ্রুটা যদি সোজা হত, দেখতে সুন্দর লাগতো না। যদি তোমার স্ত্রী কোন ভুল করে ফেলে, অস্থির হয়ে রেগেমেগে হামলা করে বসো না। উত্তেজিত অবস্থায় তাকে সোজা করতে যেও না, তাহলে অতিরিক্ত চাপে ভেঙে যাবে। আর ভাঙা মানে বুঝোই তো, তালাক! আবার সে অনবরত ভুল করে যেতে থাকলে ভেঙে যাওয়ার ভয়ে কিছু না বলে লাগামহীন

ছেড়েও দিও না। তাহলে বক্রতা যে আরো বেড়ে যাবে। নিজের ভেতরে গুটিয়ে যাবে। তোমার প্রতি আচরণ উদ্ধত হয়ে যাবে। তোমার কথায় কান দিবে না।

তাহলে কী করবে? মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে। তুমি ঐ হাদিসটা পড়ো নি?

ঐ যে, যার ভাবার্থ হল, নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে যে, তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। তার প্রতি অতীতে কৃত সব সদ্ব্যবহার-সদাচার ভুলে যায়। তুমি যদি তার প্রতি যুগ-যুগান্তরও সুন্দর আচরণ কর, হঠাৎ একদিন কোনক্রমে একটু রূঢ় আচরণ করে ফেলেছ, ব্যাস অমনিইই সে নাকের জল চোখের জল এক করে ফেলবে– আমি তোমার কাছে কখনোই ভালো কিছু পাইনি।

দেখো বাছা! তার এই আচরণে রুষ্ট হয়ো না। তার এই চপল স্বভাবের প্রতিক্রিয়ায় তার প্রতি বিতৃষ্ণা এনো না। তার এই স্বভাবকে তুমি অপছন্দ করলেও, তার মধ্যে এমন অনেক কিছু পাবে, যা তুমি শুধু পছন্দই করো না, বরং জানও লড়িয়ে দিতে পারো। নারীদের শরীর মনের অবস্থা সবসময় একরকম থাকে না। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট একটা সময় তাদের শারীরিক দুর্বলতা থাকে। অনেক সময় মানসিক অস্থিরতাও বিরাজ করে। তাদের এই দুর্বলতা, অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌তা'আলা তাদের নির্দিষ্ট সময়ের নামাজ মাফ করে দিয়েছেন। রোযাকে পিছিয়ে দিয়েছেন তার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ঠিক হওয়া পর্যন্ত। তুমিও তোমার স্ত্রীর দুর্বল মুহূর্তগুলোতে তার প্রতি কোমল হবে।

৭. সবসময় মনে রেখো, "তোমার স্ত্রী তোমার কাছে অনেকটা দায়বদ্ধ। বিভিন্নভাবে তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার সুন্দর আচরণের কাঙাল। তুমি তার প্রতি যত্নবান হবে। তার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিবে। তাকে আপন করে নেবে। তাহলে সে তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হবে। তাকে অনুপম সঙ্গী হিসেবে পাবে"।

নারী ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গতায় পরস্পরের ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে একে অপরের পোশাক হিসেবে প্রস্তুত করেছেন। একজন পুরুষের শুধু পারিবারিক জীবনই নয় বরং তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার স্ত্রীর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। সৎ, মুত্তাকী ও কর্তব্যপরায়ণ একজন স্ত্রীর ভূমিকা শুধু স্বামীর গৃহস্থালির চাহিদা বা সন্তান প্রতিপালনের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং স্বামীর আত্মিক পূর্ণতা দান এবং তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে স্ত্রীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আল্লাহর রসুল (সাঃ) স্বয়ং তাঁর কল্যাণময়ী স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রাঃ) এর কাছ থেকে তাঁর দুঃসময়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন, কাছে পেয়েছেন মমতাময়ী এমন এক নারী চরিত্রকে যিনি শুধু ক্ষণিকের সান্ত্বনাবাণী দিয়ে রসুল (সাঃ) কে আশ্বস্ত করেই ক্ষান্ত হন নি বরং রসুলের (সাঃ) পাশে থেকে এমন এক ভূমিকা পালন করেছেন যার কারণে ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্যে তিনি পরম শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়েছেন।

অনেককেই দেখা যায় নানাভাবে নারীদের ছোট করার মানসিকতা পোষণ করতে। জ্ঞানের স্বল্পতা হোক বা আবেগের উচ্ছ্বলতা, কোন অজুহাতেই নারীদেরকে হেয় করা ইসলাম সমর্থন করে না। আসিয়া, মারইয়াম, ফাতিমা, আয়িশাসহ হাজারো মহিমাময়ী নারী চরিত্র ইসলামের জন্যে এতটাই করেছেন যে, আমাদের মত হাজার পুরুষের সারাজীবনের সকল নেক আমল একত্রিত করলেও তাদের ক্ষণিকের সমতূল্য হবে না। শুধু খাদিজা (রাঃ) এর কথা চিন্তা করলেই বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। আল্লাহর রসুল (সাঃ) তাঁর নবুওয়্যাতের প্রারম্ভে যখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন এবং অজানা এক ভীতি তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আম্মাজান খাদিজা (রাঃ) এমন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যার কারণে আল্লাহর রসুল (সাঃ) মনোবল ফিরে পান এবং ভীতি থেকে মুক্তি লাভ করেন। ঘটনাটির ব্যাপকতা লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, একজন নারীর কারণে মানবশ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ) মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করেন। একজন নারীই নবুওয়্যাতের প্রথম ভাগে নবীর (সাঃ) পাশে ছিলেন।

সর্বোপরি একজন নারী একই সাথে প্রেমময়ী স্ত্রী ও কল্যাণময়ী শুভাকাংখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নবী (সাঃ) এর মনোবল পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে ইসলামের অগ্রযাত্রার পথকে সুগম করেছেন।

নারী ও পুরুষকে একে অপরের পোশাক হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি মামুলি বা নিতান্ত রুপকার্থে ব্যবহার্য কোন ঘটনা নয়। আল্লাহতা'আলা তিন জন নারী ছাড়া কোন নারীকেই পূর্ণাংগতা দেননি, তেমনি আম্বিয়া (আঃ) দের ছাড়া আর কোন পুরুষকেও পূর্ণাংগ করেন নি। পুরুষদেরকে অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, ক্ষোভ ইত্যাদি দূর্বলতা দিয়ে সাজিয়েছেন।

তেমনি নারীদেরকে শারীরিক দুর্বলতা, অত্যধিক নমনীয়তা, প্রয়োজনাতিরিক্ত স্নেহবোধ ইত্যাদি মানবিক দোষ দিয়ে সাজিয়েছেন। একজন প্রকৃত পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো নিয়ে নিজেকে পূর্ণাংগ করার চেষ্টা করেন। একই সাথে নিজের সক্ষমতা দিয়ে তার স্ত্রীর দূর্বলতাগুলোকে মুছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে একজন নারীকে তখনই সার্থক বলা যাবে যখন তিনি আল্লাহপ্রদত্ত স্বীয় অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে স্বামীর দোষত্রুটি মোচন করেন এবং একই সাথে স্বামীর পুরুষসুলভ গুণাবলির আড়ালে আশ্রয় নিয়ে নিজের নারীসুলভ দুর্বলতাগুলোকে যথাসম্ভব ঢেকে রাখতে পারেন। এর অর্থ এমন না যে, নারী-পুরুষ একে অপরের স্বকীয়তা হারাবে, বরং এর দ্বারা তারা একে অপরের জন্যে ভালবাসা ও নিরাপত্তার মাধ্যম হবে, হবে নিশ্চিন্ত এক আশ্রয়!

অতএব, নারীবাদীদের তথাকথিত “পুরুষের সমান” হবার মানসিকতা যেমন ফিতরাত থেকে বিচ্ছিন্নতার ফসল তেমনি অতিপুরুষতান্ত্রিক স্বৈরবাদী সমাজ ব্যবস্থাতে নারীদের ক্রমাগত হেয় করার মানসিকতাও নারী-পুরুষের স্বাভাবিক জীবনধারার চিরায়ত গতিকে অস্বীকার করার কারণেই সৃষ্ট। নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শরীয়াহসম্মত ও প্রকৃত দ্বীনি পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে একমাত্র যুগোপযুগি সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতেই নিহিত আছে। তাই দ্বীনে ফেরত আসাতেই সকলের মঙ্গল।

জীবনসঙ্গী নির্বাচনে বাহ্যিক দ্বীনদারি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া

জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা অনেকেই একটা বড় ভুল করি। সেটা হলো, কারো বাহ্যিক দ্বীনদারি দেখে তার ব্যাপারে প্রচণ্ড মুগ্ধ হয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা–

(এক)

যাকে বাহ্যিকভাবে দেখে আপনি দুর্বল হয়ে গেছেন, তার অভ্যন্তরীণ দ্বীনদারির অবস্থা তেমন ভালো নাও হতে পারে। হতে পারে, তিনি সলাতের ব্যাপারে উদাসীন- বিশেষত ফরযের বাইরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে তেমন সিরিয়াসনেস নেই। হতে পারে, তিনি কুদৃষ্টির মত জঘন্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত। এমনও হতে পারে, তিনি আসলে প্রচণ্ড অহংকারী। স্ত্রীর মতামতকে ভবিষ্যতে তিনি পাত্তাও দিবেন না। এমন অনেক হিডেন প্রবলেম থাকতে পারে, যেগুলো জানতে পারলে তার প্রতি আপনার মুগ্ধতা হাওয়া হয়ে যাবে।

(দুই)

এ-তো গেলো, তার অভ্যন্তরীণ দ্বীনদারির অবস্থা। তার দুনিয়ার জীবনেও হয়তো বড় কোনো দুর্বলতা আছে, যা আপনি বাহ্যিকভাবে বুঝতে পারছেন না। হতে পারে, তার চোখ দুটো দুনিয়াবি কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ, যা তিনি অন্যকে বুঝতে দেন না। তার মধ্যে থাকতে পারে বিরক্তিকর কোন বদঅভ্যাস, যা তার সাথে গভীরভাবে না মেশা পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারবে না।

(তিন)

শুরুর কথাগুলোতে ফিরে যাই। যার বাহ্যিক দ্বীনদারি দেখে আপনি মুগ্ধ, তার হিডেন প্রবলেমগুলো আপনি জানেন না। ফলে আপনার মুগ্ধতা দিনে দিনে এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে, আপনি ভাবতেও পারছেন না, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার চেয়েও দ্বীনদার কাউকে আপনার জন্য মিলিয়ে দিতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মুগ্ধতার কারণে আপনি নিজেকে এক পর্যায়ে খুবই সস্তা ভাবতে শুরু করবেন; এমনকি আপনার

ভেতর থেকে আত্মমর্যাদাবোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অনুপস্থিত হতে থাকবে।

(চার)

তাহলে সমাধান কী?

ইসলামই সমাধান। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, ব্যক্তিবিশেষের জন্য পাগলপারা হওয়া যাবে না; বরং "চক্ষুশীতলকারী" কাউকে জীবনসঙ্গী করার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। চক্ষুশীতলকারী মানে কি? এর মানে, যাকে দেখলে আপনার চোখ শীতল হয়ে যাবে! এটি এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা ব্যক্তির মধ্যে যাবতীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়, আমভাবে এই গুণবিশিষ্ট কাউকে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে বেশি করে। মাথা থেকে এই ধারণা সরাতে হবে যে, 'অমুকের চেয়ে ভালো কীভাবে পাব? অমুক তো আমার পরীক্ষিত' ইত্যাদি।

(পাঁচ)

আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যতই সম্ভাবনাময় মনে হোক-না কেনো, তাকদিরের ফয়সালা না থাকলে নির্দিষ্ট কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আমরা যখন কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করি আর সেই স্বপ্নটা ভাগ্যের বাস্তবতায় এসে ভেঙে চৌচির হয়ে যায়, তখন হতাশ হয়ে পড়ি। এজন্য আমাদের কখনই উচিত নয়, নির্দিষ্ট কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা বা তার জন্য মালিকের দরবারে দু'আ করা; বরং আমরা আমভাবে "চক্ষুশীতলকারী" কাউকে কামনা করব এবং সেই অদেখা-অচেনা চক্ষুশীতলকারীর জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বান্দাকে হতাশ করবে না। এটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না, তিনি উত্তম কাউকে মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে দিতে পারেন। অতএব, আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জাল্লার উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "আমার ব্যাপারে বান্দা যেমন ধারণা রাখে, আমি তার সাথে তেমনই (আচরণ করি)। আর সে যখন আমার নিকট দু'আ করে,

তখন আমি তার সাথেই থাকি।” (সহিহ মুসলিমঃ ২৬৭৫, তিরমিযিঃ ২৩৮৮, আহমাদঃ ৯৭৪৯)

অতএব, আল্লাহর সক্ষমতার সামনে নিজের মুগ্ধতা, বাস্তবতা- সবকিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করতে হবে এবং তাঁর ব্যাপারে সর্বোত্তম ধারণা রেখে উত্তম জীবনসঙ্গীর জন্য অবিরত দু'আ করে যেতে হবে ও নিজেকেও সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের নেক মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমিন।

(লিখেছেন- Al Mujahid Arman)

একজন আদর্শ স্বামীর গুণাবলি

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেন স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।” [সূরা আর-রূমঃ ২১]

হাদীসে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।” (তিরমিযী ৩৮৯৫, ইবনে মাযাহ ১৯৭৭)

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অর্ধাঙ্গ। মানুষ যেমন তার অর্ধেক অঙ্গ নিয়ে পূর্ণ জীবনের সাধ পেতে পারে না, তেমনি একজন লোক একজন ভাল স্বামী বা স্ত্রী ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে না। একে অপরকে যতটা বুঝতে পারবে তাদের জীবন ততটাই সুন্দর ও মধুময় হবে। একজন পুরুষের জীবনে যেমন অন্যতম আশা থাকে ভালো একজন স্ত্রী পাওয়া, তেমনিভাবে একজন মেয়েরও জীবনে সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া হলো ভালো একজন স্বামী ভাগ্যে জুটা। একমাত্র একজন আদর্শ স্বামীই পারে তার স্ত্রীর জীবনকে পূর্ণ করে দিতে। স্বামীর বাড়ির লোকজন যতই খারাপ হোক, যতই নিষ্ঠুর হোক, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বুঝতে পারে, তাকে ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দিতে পারে, তবে তাদের

সংসার জীবন অনাবিল সুখে ভরপুর হয়ে যাবে। সেখানে পাওয়া যাবে জান্নাতের সন্ধান। এজন্য একজন ভাল স্বামী পাওয়াও কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি একদিকে যেমন একজন নবী-রাসূল, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, অন্যদিকে তিনি তার স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। একজন স্বামী হিসেবে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি আপনার আদর্শ বানাতে পারেন তবে পৃথিবীর সব স্ত্রীরাই সুখী হবেন, আপনার সংসারটা কানায় কানায় ভরে যাবে ভালোবাসায়। আপনি পাবেন আপনার স্ত্রীর সীমাহীন ভালোবাসা, আপনার স্ত্রী আপনাকে নিয়ে সকলের কাছে গর্ব করবে। বলবে, এমনই একজন স্বামী তার জীবনে স্বপ্ন ছিল। স্বামী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ট মহামানব। কি কি কাজ করলে আপনি একজন আদর্শ স্বামী হবেন এবং স্বামী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করা

আপনি বাইরের কাজ করে এসে দেখলেন আপনার স্ত্রীর রান্না বা অন্যান্য কাজে বিলম্ব হচ্ছে, এতে আপনি ভ্রূকুটি না করে তার কাজে সহযোগিতা করুন, দেখবেন আপনাকে সে কত ভালোবাসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন।

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তার স্ত্রীদের সাথে কী কী করতেন তা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "তিনি স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি নামাযে যেতেন"। (বুখারী, ৬০৩৯)

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতাপ দেখানোর মত লোক ছিলেন না। বরং নিজের কাজ নিজেই করতেন। এ হাদীস দ্বারা তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, তাদের সাথে ঔদ্ধত্য আচরণ করা যাবে না।

বাড়িতে নিজের কাজ নিজেই করা

আপনার স্ত্রী বাড়িতে সন্তান সন্ততি লালন পালন, সাংসারিক কাজ ইত্যাদি ঝামেলায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন। ফলে অনেক সময় আপনাকে সময় দিতে পারেন না। তাতে আপনি তার উপর রাগ না করে আপনার ছোট খাট কাজ আপনি নিজেই সেরে ফেলতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই করতেন।

এক লোক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? উত্তরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, "হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং পুরুষরা ঘরে যা করে তিনি তা করতেন।" (মুসনাদে আহমাদ, ২৪৭৪৯; সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫৬৭৬-৫৬৭৭)

স্ত্রীকে যথাযথ সম্মান দেওয়া ও পারিবারিক কাজে তার পরামর্শ নেওয়া

আপনার পরিবারের সব ছোট বড় সিদ্ধান্তে আপনার স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করুন। তাকে সম্মান দেখান, দেখবেন সেও আপনাকে অনেক সম্মান করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নানা সমস্যা তাঁর স্ত্রীদের কাছে জানাতেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিতেন। যেমন; হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সাথে চুক্তি শেষ করে সাহাবাদেরকে পশু যবাই করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা রাসূলের হিকমত বুঝতে না পেরে যবাই করতে বিলম্ব করেন, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করে ঘটনা জানান। তিনি এ সমস্যা সমাধানে সুন্দর মতামত দেন।

"(এ ঘটনাটি উল্লেখ করে) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা উঠ এবং যবাই কর ও মাথা কামিয়ে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তিনবার বলার পরও কেউ

উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে লোকদের এ আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি নাহর (যবেহ) করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু যবাই করলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে লাগলেন"। (বুখারী, ২৭৩১)।

স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সাথে বদান্যতা ও সুন্দর আচরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সাথে সুন্দর আচরণকারী ছিলেন। তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলতেন, মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করতেন। তাদের সাথে ভালোবাসা ও বদান্যতার সাথে আচরণ করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে পূর্ণাংগ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যে উত্তম চরিত্রের ও তার পরিবারের সাথে সদব্যবহার করে"। (তিরমিযী)

ইবনে সা'দ (রহঃ) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে একান্তে অবস্থানকালীন সময়ের স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বলেনঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে কোমল ব্যক্তি, সদা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, তিনি কখনও তার সঙ্গীদের সামনে (তার শিষ্টাচারিতা ও পরিপূর্ণ সম্মানবোধের কারনে) পা প্রসারিত করে বসতেন না"।

স্ত্রীর উপর অযথা রাগ না করা, তারা রেগে গেলে ধৈর্য্য ধারণ করা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাক এবং কখন রাগান্বিত হও”। আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম মুবারক উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকি। (বুখারী ৫৮২৮, মুসলিম ২৪৩৯)

প্রেম ও রোমান্টিকতা

আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে সবসময় ভালোবাসার কথা বলবেন, তাকে রোমান্টিকতা দিয়ে ভরপুর করে রাখবেন। আপনার স্ত্রী হয়ত ঘুরতে পছন্দ করেন, তাকে মাঝে মাঝে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান, হারিয়ে যান কোনো অজানা প্রান্তে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে অনেক সফরে নিয়ে যেতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হায়েজ অবস্থায় পানি পান করে সে পাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। আমার মুখ লাগানো স্থানে তিনি তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হায়েজ অবস্থায় হাড়ের টুকরা চুষে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তার মুখ লাগাতেন। (মুসলিম ৩০০)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক অভিযানে বের হলাম, তখন আমি অল্প বয়সী ছিলাম, শরীর তেমন মোটা ছিল না। তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আগে চল, ফলে তারা এগিয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌঁড় প্রতিযোগিতা দেই, প্রতিযোগিতায় আমি এগিয়ে গেলাম। এরপরে আমার শরীরে মেদ বেড়ে গেল, একটু মোটা হলাম। একদা এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার

সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আগে চল, ফলে তারা এগিয়ে গেল। অতঃপর আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দেই, প্রতিযোগিতায় তিনি এবার এগিয়ে গেলেন। তিনি হেসে হেসে বললেন, এটা তোমার পূর্বের প্রতিযোগিতার উত্তর (অর্থাৎ তুমি আগে প্রথম হয়েছিলে, এবার আমি প্রথম হলাম, তাই মন খারাপ করো না)। (মুসনাদে আহমাদ ২৪১১৯, নাসাঈ ৮৮৯৪)

ইমাম তিরমিযী তার সুনান কিতাবের অধ্যায়ের শিরোনাম রচনা করেন। 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রিকালীন খোশগল্প গুজব সম্পর্কে যা বর্ণিত।'

কাযী 'ইয়াদ (রহঃ) বলেন, বর্ণিত আছে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তোমরা এ অন্তরকে কিছুক্ষণ পরপর শান্তনা দাও, কেননা তা লোহার প্রতিধ্বনির মত আওয়াজ করতে থাকে।"

তিনি আরো বলেন, "মানুষের অন্তরকে যখন তার অপছন্দ কাজ করতে বলা হয় তখন সে অন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ সে আর কাজ করতে পারে না"।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন তোমরা ফিকহের মাসলা মাসায়েল শুনতে শুনতে একটু বিরক্তবোধ করবে তখন তোমরা কবিতা ও আরবদের কিচ্ছা কাহিনী শুনো"।

স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া ও বুঝানো

আপনার পরিবারের কে কি রকম তা আপনি আপনার স্ত্রীকে আগেই জানিয়ে দিন। তাকে সবার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দিলে সে অনুযায়ী তাদের সাথে মিলে মিশে চলতে সহজ হবে। মাঝে মধ্যে আপনি তাকে বিভিন্ন সদুপদেশ দেন, তাকে আপনার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বুঝান। এতে সে আপনাকে আরো বেশী ভালোবাসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীদেরকে সদুপদেশ দিতেন।

বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি

করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে কল্যাণ করার উপদেশ গ্রহণ কর"। (বুখারী ৩৩১, মুসলিম ১৪৬৮)

স্ত্রীর পরিবার ও বান্ধবীদেরকে ভালোবাসা

স্বামীর পরিবার ও প্রিয়জনকে আদর আপ্যায়ন ও ভালোবাসা যেমন স্ত্রীর দায়িত্ব, তেমনিভাবে স্ত্রীর পরিবার ও বন্ধু বান্ধবকে উত্তমরূপে আতিথেয়তা ও আদর-যত্ন করাও স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার বান্ধবীর খোঁজ খবর নিতেন ও তার জন্য খাবার পাঠাতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নীদের আর কাউকে ঈর্ষা করি নি, যদিও আমি তাঁকে পাইনি। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, "এর গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও"। একদিন আমি তাঁকে রাগান্বিত করলাম, আর বললাম, খাদীজাকে এতই ভালোবাসেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তার ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে"। (মুসলিম ২৪৩৫)

সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়া

আপনি তখনই একজন প্রিয় স্বামী হবেন যখন আপনার স্ত্রীকে সন্তানদের লালন পালনের কাজে সহযোগিতা করবেন। আপনি সারা রাত নাক ডেকে ঘুমাবেন আর আপনার স্ত্রী একটু পর পর বাচ্চার ভিজা কাপড় পাল্টাবে। এভাবে হলে আপনার স্ত্রী আপনাকে একজন স্বার্থপর ভাববেন। আপনিও তার কাজে যতটুকু পারেন সহযোগিতা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসতেন।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন, "পরিবার পরিজনের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত এত দয়াবান কাউকে দেখিনি"। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৫৯৫০)

বুখারি ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি নামায শুরু করে লম্বা করতে চাই, তবে শিশুর কান্না শুনে হালকা করে শেষ করি, কারণ আমি মায়ের কষ্টের তীব্রতা জানি"।

বাচ্চাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদেরকে আদর করতেন এবং ভালোবাসতেন এর আরও প্রমাণ হল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মৌসুমের প্রথম ফল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হত। তিনি তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায় আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) আমাদের মুদ্দ-এ ও আমাদের সা'- এ বরকত দান করুন, বরকতের উপর বরকত দান করুন অতপর তিনি ফলটি তাঁর নিকট উপস্থিত সবচেয়ে ছোট শিশুকে দিয়ে দিতেন"। (মুসলিম ১৩৭৩)

স্ত্রীকে পর্দায় রাখা

পর্দা করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা। কেননা তাঁদের আনুগত্য প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরয করা হয়েছে। তাই একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো স্ত্রীকে পর্দায় রাখা।

আল্লাহ্ তা'আলা নারীদেরকে পর্দার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ

অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"। [সূরা আন-নূর ৩১]

তিনি আরো বলেন, "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"। [সূরা আল-আহযাব : ৩৩]

সুতরাং নারী নিজেকে ঢেকে রাখবে। এতে সে পবিত্রা থাকবে ও সংরক্ষিতা থাকবে, আর তবেই তাকে কষ্ট দেওয়া হবে না, ফাসেক বা খারাপ লোকেরা তাকে উত্যক্ত করতে সুযোগ পাবে না। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারীর সৌন্দর্য অপরের কাছে প্রকাশ হলেই তাকে কষ্ট, ফিৎনা ও অকল্যাণের সম্মুখীন হতে হয়।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিতকতার সর্বোত্তম উদাহরণ, আপনি যদি আপনার স্ত্রীর জন্য এ হাদীসে বর্ণিত আবু যার'য় হতে পারেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে ভালোবাসতেন সেভাবে ভালোবাসতে পারেন তবে আপনিই হবেন আপনার স্ত্রীর উত্তম স্বামী ও ভালোবাসার পাত্র।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার (জাহেলী যুগে) এগারজন মহিলা একত্রিত হয়ে এ প্রতিজ্ঞা করল যে, তারা তাদের স্বামীদের কোনো ভাল-মন্দ ও দোষ-ত্রুটির কথা গোপন করবে না (অর্থাৎ তারা এ সব কথা বৈঠকে আলোচনা করবে)"।

প্রথমজন বলল, "আমার স্বামী উটের গোস্তের মত কঠোর; পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় উঁচু, তার কাছে যাওয়া অনেক কঠিন (অহংকার ও অসদচরিত্রের কারণে), তার স্ত্রীরা ও অন্যান্যরাও তার সাথে মেলামেশায় কোনো লাভবান হয় না"।

দ্বিতীয়জন বলল, “আমার স্বামীর খবর আমি কাউকে জানাই না; কেননা যদি আমি তার দোষ বর্ণনা করি তবে সে আমাকে তালাক দিয়ে দিবে, ফলে আমি আমার সন্তান সন্ততি হারাবো। অন্য কথায় বলা যায় যে, যদি আমি তার দোষত্রুটি বর্ণনা করতে বসি তবে তার ছোট বড় কোনো দোষই বাদ দিব না। তাই না বলাই ভালো”।

তৃতীয়জন বলল, “আমার স্বামী একজন নির্বোধ (দুশ্চরিত্র), যদি তার দোষত্রুটি বলি তবে সে আমাকে তালাক দিবে, আর যদি আমি চুপ থাকি তবে সে আমাকে তালাক না দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে নির্যাতন করবে”।

চতুর্থজন বলল, “আমার স্বামী গভীর জলের মাছ নয়, অর্থাৎ তিনি মক্কার নিম্নভূমির মত সহজ সরল মানুষ, বেশি গরম ও না আবার বেশী ঠাণ্ডাও না, আবার বেশী পছন্দও না ও বেশী অপছন্দও না। অর্থাৎ মধ্যপন্থী স্বভাবের”।

পঞ্চমজন বলল, “আমার স্বামী যুদ্ধের ময়দানে শক্তি ও বীরত্বে বাঘের মত, তার দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতায় তিনি ঘরে কি আছে বা নেই সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে না”।

ষষ্ঠজন বলল, “আমার স্বামী যদি খায় তবে পরিবারের কারো জন্য আর কিছু বাকি থাকে না, আর পরিবারের কেউ অসুস্থ বা অন্য কারণে কিছু চাইলে তারা পায় না”।

সপ্তমজন বলল, “আমার স্বামী অক্ষম, পথভোলা, বোকা ও রোগাটে। যদি সে মারে তবে তোমাকে আহত বা শরীরের কোনো অংশ ভেঙ্গে ফেলবে বা দুটাই করবে”।

অষ্টমজন বলল, “আমার স্বামীর স্পর্শ খরগোশের স্পর্শের ন্যায় নরম ও তুলতুলে, আর তার সুগন্ধী জারনাব (একপ্রকার সুগন্ধী বৃক্ষ) গাছের মত”।

নবমজন বলল, “আমার স্বামী সম্ভ্রান্ত পরিবারের, উচ্চভূমির ন্যায় সে গঠনে লম্বা, অধিক দানশীল ও অতিথিপরায়ণ”।

দশমজন বলল, “আমার স্বামী একজন সম্রাট; তিনি সম্রাটেরও সম্রাট, কেননা তার অনেকগুলো উট আছে যাতে আল্লাহপাক অনেক বরকত দিয়েছেন। চারণক্ষেত্রে তেমন পাঠাতে হয় না, আর তারা যখনই বীণার আওয়াজ শুনে তখনই বুঝতে পারে যে তাদেরকে যবাই করা হবে, অর্থাৎ তিনি একজন অতিথিপরায়ণ”।

একাদশতমজন বলল, “আমার স্বামী আবু যার‘য়। তার কথা আমি কি বলব। সে আমাকে এত বেশী গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট যে, আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে অত্যন্ত গরির পরিবার থেকে এনেছে, যে পরিবার ছিল শুধু কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম সে বিদ্রুপ করত না, আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম। আমি যখন পানি পান করতাম, তখন তৃপ্তি সহকারে পান করতাম।

আর আবু যার‘য়ের মার কথা কি বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশান্ত। আবু যার‘য়ের পুত্রের কথা কি বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে খুব হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী ছিল। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা। আর আবু যার‘য়ের কন্যার কথা বলতে হয় যে, সে কতই না ভালো। সে বাপ-মায়ের খুব বাধ্যগত সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবু যার‘য়ের ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো ফাঁস করত না, সে আমাদের সম্পদের মিতব্যয়ী ছিল এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না”। সে মহিলা আরও বলল, “একদিন দুধ দোহনের সময়ে আবু যার‘য় বাইরে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল যে, যার দুটি পুত্র সন্তান আছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা বাঘের মত খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে শাদী করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে শাদী করলাম। সে দ্রুতগামী অশ্বে অরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে

অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে: হে উম্মে যার'য়! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর ও উপহার দাও। মহিলা আরো বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবু যার'য়ের একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না"।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বলেন, "হে আয়েশা! আমি তোমার জন্য উক্ত আবু যার'য়ের মত হবো"।

হাইসাম ইবনে 'আদিয়ের বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "হে আয়েশা! আমি তোমার জন্য ভালোবাসা ও ওয়াদা পূরণে উক্ত আবু যার'য়ের মত হবো, তবে বিচ্ছিন্নতা ও দেশান্তরে তার মত হবো না"।

তাবরানীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তবে সে (আবু যার'য়) তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, আমি তোমাকে কখনও তালাক দিবো না"। নাসাঈ ও তাবরানীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং আপনি আবু যার'য়ের চেয়ে অধিক উত্তম"। (বুখারী ৫১৮৯, মুসলিম ২৪৪৮)

স্বামীর জন্য কতিপয় উপদেশ

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা পুরুষের উপর আবশ্যক। মহান আল্লাহ্ সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন"। [সূরা আন-নিসা ১৯]

সুতরাং প্রত্যেক পুরুষের উপর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। অবশ্য এই অধিকার প্রদানের পরও নারীদের থেকে কোনো কোনো সময় বক্রতা লক্ষ্য করা যায়। কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে পুরাপুরিভাবে বশে আনা সম্ভব

নয়। এজন্য পুরুষকে ধৈর্যশীল হতে হবে। তাদেরকে সর্বদা সদুপদেশ প্রদান করতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে কল্যাণ করার উপদেশ গ্রহণ কর"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। তোমার পছন্দমত পথে সে কখনই সোজা হয়ে চলবে না। তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও তো এই বক্র অবস্থাতেই উপকৃত হও। কিন্তু এই বক্রতা সোজা করতে গেলে তাকে ভেঙ্গে দিবে। আর ভেঙ্গে দেওয়া মানেই তাকে তালাক প্রদান করা"।

নারীদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্রতা থাকলেই যে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এমন নয়; বরং তার মধ্যে অনেক ভাল গুণও আছে। কোন বিষয় হয়তো আপনি অপছন্দ করছেন কিন্তু তাতেই রয়েছে আপনার জন্য প্রভূত কল্যাণ যা আপনি জানেনেই না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,"আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন"। [সূরা আন-নিসা ১৯]

অতঃএব, স্ত্রীর নিকট থেকে কোনো বিরোধিতা বা অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ পেলে দ্রুত তাকে উপদেশ দিবে নসীহত করবে। আল্লাহর কথা স্মরণ করাবে, তাঁর শাস্তির ভয় দেখাবে। তার আবধ্যতা ও গোঁড়ামীর পরিণতি যে ভয়াবহ সে সম্পর্কে সতর্ক করবে। কিন্তু এরপরও যদি স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও অসৎ চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, তবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও সীমারেখা রয়েছে

যা লঙ্ঘন করা থেকে সাবধান থাকতে হবে। কুরআনুল কারীম এবং সুন্নাতে নববীতে এর একটি সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিণী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান"। [সূরা আন-নিসা ৩৪]

এই আয়াতে অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার জন্য যে নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, **উপদেশ দেওয়া ঃ** এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাকে ভদ্র ও নম্রভাবে বুঝাতে হবে, বিরোধীতা ও হঠকারিতার পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। স্বামী যে সত্য সত্যই স্ত্রীর কল্যাণকামী এ বিষয়টি যেন তার কাছে প্রকাশ পায় এমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে। রাগতঃ ভাষায় কর্কষ কণ্ঠের কথা কখনো উপদেশ হতে পারে না। স্ত্রীকে সংশোধন করার জন্য কখনই কঠিন ও শক্ত ভাষা ব্যবহার করে উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করবেন না। কেননা অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে প্রতিহত করা যায় না।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ, **বিছানায় পরিত্যাগ করা ঃ** একই বিছানায় তার থেকে আলাদাভাবে শয়ন করা। এমন কথা নয় যে, তাকে ঘরের বাইরে রাখা বা অন্য ঘরে রাখা বা পিতা-মাতার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতে নির্দেশিত বিছানায় পরিত্যাগ করার ব্যাখ্যায় বলেছেন,

হাকীম ইবন মু'আবিয়া (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, "যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান

করাবে। আর তার (স্ত্রীর) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না। আর তাকে ঘর হতে বের করে দিবে না”। (আবু দাউদ ২১৪২)।

‘বিছানায় আলাদা করে রাখার’ অর্থ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “তার সাথে তার বিছানাতেই শুইবে কিন্তু তার সাথে সহবাস করবে না। তার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে শয়ন করবে। অন্য বর্ণনা মতে ইবনু আব্বাস বলেন, ‘তার সাথে স্বাভাবিক কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না’।

ইমাম কুরতুবী এই পদক্ষেপের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন, ‘স্বামীর প্রতি যদি স্ত্রীর ভালোবাসা থাকে তাহলে এ অবস্থা তার কাছে খুবই অসহনীয় ও কষ্টকর হবে, ফলে সে সংশোধন হবে। কিন্তু ভালোবাসায় ত্রুটি থাকলে বা মনে ঘৃণা থাকলে নিজ অবাধ্যতার উপর সে অটল থাকবে- সংশোধনের পথে অগ্রসর হবে না’।

সংশোধনের এই দ্বিতীয় নীতি ফলপ্রসু না হলে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ, **প্রহার করা ঃ** এটি হচ্ছে সর্বশেষ পদক্ষেপ। আল্লাহ্ বলেন, ‘এবং তাদেরকে প্রহার করবে’। এর তাফসীরে হাফেয ইবন কাসীর (রহঃ) বলেন, ‘যদি উপদেশ প্রদান ও আলাদা রাখার পরও কোনো কাজ না হয়, স্ত্রীগণ সংশোধনের পথে ফিরে না আসে, তবে হালকা করে তাদেরকে প্রহার করবে’।

জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা আল্লাহর আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আল্লাহর বাণী সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করা বৈধ করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের গৃহে এমন লোককে প্রবেশ করতে দিবে না যাকে তোমরা পছন্দ কর না। কিন্তু তারা যদি নির্দেশ লঙ্ঘন করে এরূপ করে ফেলে তবে, তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু প্রহার যেন কঠিন ও কষ্টদায়ক না হয়। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা সঠিকভাবে নিয়ম মাফিক তাদের খানা-পিনা ও কাপড়ের ব্যবস্থা করবে”।

হাসান বাসরী (রহঃ) এই প্রহারের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রহার যেন এমন না হয় যার কারণে শরীরে কোন চিহ্ন দেখা যায় বা শরীর ফুলে-ফুটে যায়। 'আত্বা (রহঃ) বলেন, ইবন আব্বাসকে প্রশ্ন করা হল, উক্ত প্রহার কিরূপ হবে? তিনি বললেন, 'মেসওয়াক বা অনুরূপ বস্তু দ্বারা প্রহার হতে হবে (তাফসীরে কুরতুবী)। অন্য হাদীসে প্রহারের ক্ষেত্রে হালকাভাবে হলেও মুখমন্ডলে প্রহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলব, একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতি করতে চাইলে পারিবারিক জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই আপনার আদর্শ হতে হবে। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত স্ত্রীকে ভালোবাসলেই আপনার স্ত্রী নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে করবেন।

একজন আদর্শ নারীর গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) পুরুষ নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এ কারণে যে, পুরুষগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে। পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) হেফাযত করে। [সূরা নিসা ঃ ৩৪]

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে নেককার স্ত্রীর কিছু গুণাবলি পেশ করছি।

প্রথম গুণ, উক্ত আয়াতে নেককার নারীর প্রথম গুণ বলা হয়েছে, সতী-সাধ্বী ও দ্বীনদার হওয়া। 'সালিহাত' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রাহঃ) বলেছেন, দ্বীনের সঠিক অনুসারিণী, সৎকর্মশীল নারীগণ।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোনো মুমিনের জন্য আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের পর নেককার স্ত্রীর চেয়ে কল্যাণকর কিছু নেই। কারণ স্বামী তাকে আদেশ করলে সে আনুগত্য করে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে (স্বামী) মুগ্ধ হয়। তাকে নিয়ে শপথ করলে সে তা (শপথকৃত কর্ম) পূরণ করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে (অন্যায়-অপকর্ম থেকে) এবং স্বামীর

সম্পদ সংরক্ষণ করে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ঃ ১৮৫৭)

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সোনা-রূপা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন ধরনের মাল সঞ্চয় করব? তিনি বললেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই যেন সঞ্চয় করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী মুখ এবং পরকালীন কর্মকান্ডে সহায়তাকারিণী মুমিনা নারী।” (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৩১০১; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০৯৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৮৫৬)

দ্বিতীয় গুণ, স্বামীর অনুগত ও বিশ্বস্ত হওয়াকে উক্ত আয়াতে নেককার নারীর দ্বিতীয় গুণ বলা হয়েছে।

‘কানিতাত’ শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ (রাহঃ) বলেন, আল্লাহতা’আলা ও স্বামীর অনুগত নারীগণ। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তখন তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।” (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬৬১; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস ৪১৬৩)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, নারীদের মধ্যে কোন নারী উত্তম। তিনি বললেন, “স্বামী যাকে দেখলে আনন্দবোধ করে, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে, স্ত্রীর বিষয়ে এবং সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে”। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৭৪২১; সুনানে নাসায়ী, কুবরা, হাদীস ৮৯৬১)

তৃতীয় গুণ, উক্ত আয়াতে নেককার নারীর তৃতীয় গুণ বলা হয়েছে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ধন-সম্পদ হেফাযত করবে এবং নিজের সতীত্বের হেফাযত করবে।

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রাহঃ) বলেন, নারীগণ তাদের স্বামীর অবর্তমানে নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের খেয়ানত করবে না। স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে। তাদের উপর এ দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকেন আরোপিত।

এ সম্পর্কিত হাদীস শরীফের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উত্তম স্ত্রী সে, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তোমাকে আনন্দিত করে, আদেশ করলে আনুগত্য করে, তুমি দূরে থাকলে তার নিজের ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের ব্যাপারে তোমার অধিকার রক্ষা করে। তারপর তিনি কুরআনের উক্ত আয়াত (পুরুষ নারীদের অভিভাবক) তেলাওয়াত করেন।" (তাফসীরে তবারী, হাদীস ৯৩২৯; মুসনাদে ত্বয়ালিসী, হাদীস ২৩২৫)

চতুর্থ গুণ, পবিত্র ও চরিত্রবান হওয়া। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত। এখানে মুমিন নর-নারীর জন্য মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের মাঝে যোগসূত্র রেখেছেন। পবিত্র ও চরিত্রবান নারীদের আগ্রহ পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষদের প্রতি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষদের আগ্রহ পবিত্র ও চরিত্রবান নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী সেটাই বাস্তবরূপ লাভ করে। এ জন্য জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিতে জোর তাকিদ দিয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তিন গুণের যেকোনো একটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়; ধন-সম্পদের কারণে, রূপ-সৌন্দর্যের কারণে ও দ্বীনদারির কারণে। তুমি দ্বীনদার ও চরিত্রবতীকেই গ্রহণ কর"। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১৭৬৫)

পঞ্চম গুণ, বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পন্ন হওয়া, গোপনে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে লিপ্ত না হওয়া।

আল্লাহতাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চারিত্রিক পবিত্রতাসম্পন্ন হবে, ব্যভিচারিণী হবে না এবং গোপনে কোনো অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারিণী হবে না। (সূরা নিসা ২৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, চারিত্রিক নিষ্কলুষতার অধিকারিণী নারীগণ, যারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হবে না এবং সঙ্গোপনে অবৈধ বন্ধু গ্রহণকারিণী হবে না। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে হারাম মনে করত, কিন্তু গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে হালাল মনে করত। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহতাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন, তোমরা প্রকাশ্যে হোক, "অপ্রকাশ্যে হোক কোনো রকম অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না"। (সূরা আনআম **১৫১**; তাফসীরে তবারী, হাদীস ৯০৯৫, ৯০৭৬, ৪/২২)

বর্তমান সমাজে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাধি মহামারিতে পরিণত হয়েছে। পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা এবং অশ্লীল ফিল্ম ও ছবির বদৌলতে একদিকে অবিবাহিত উঠতি নর-নারী তথাকথিত প্রেমের নামে ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ্য অশ্লীলতায় মেতে উঠছে, অন্যদিকে পরকীয়া প্রেমের কারণে ঘর ভাঙছে অসংখ্য নারীর। তাই মুসলমান নর-নারীরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলবে ততক্ষণ পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য জীবনের সুখ খুঁজে পাবে না।

ষষ্ঠ গুণ, দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়ার সাথে সাথে সরলমতী ও সাদাদিলের অধিকারিণী হওয়া। আল্লাহতাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) "চরিত্রবান, সরলমতী ঈমানদার নারীগণ।" (সূরা নূর ২৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রাহঃ) বলেন, যারা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন (বহু দূরত্বে অবস্থানকারী)।

আল্লামা আলুসী (রাহঃ) বলেন, পবিত্রতার সার্বিক উপাদান নিয়ে বেড়ে উঠা এবং উত্তম চরিত্রের উপর লালিত-পালিত হওয়ার কারণে অন্য কোনো চিন্তা ও মানসিকতা যাদের

কল্পনায় আসে না। এই গুণ পূর্ণ নিষ্কলুষতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে, যা শুধু মুহাসানাত (সতী নারী) শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। (রূহুল মাআনী ৬/১২৬)

অন্য কিতাবে বলা হয়েছে, আত্মার ব্যাধিমুক্ত, স্বচ্ছ অন্তরের নারীগণ, যাদের মধ্যে প্রবঞ্চনামূলক চাতুর্য নেই। যাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে অসৎ কোনো মনোবাসনা নেই। শৈশবকাল থেকেই এই স্বভাব-সুচরিত্র গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। (গারায়েবুল কুরআন ৫/১৭৩)

আল্লাহতাআলা এ ধরনের গুণের অধিকারিণী নারীকে ঈমানদার পরিচয়ে ভূষিত করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের নারীদের বাইরের জগত সম্পর্কে ধারণা থাকে না, অবৈধ সম্পর্কের কল্পনাও তাদের অন্তরে থাকে না। তারা প্রবঞ্চনা কি জিনিস বুঝেই না। ছল-ছাতুরি জানে না। প্রতারণা ও মিথ্যা বলে না। পর্দাহীনতা ও ফ্যাশন সম্পর্কে চিন্তাও করে না। ফলে তাদের চরিত্র কলুষিত হওয়া ও দ্বীনদারী বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না।

সপ্তম গুণ, গৃহে অবস্থান করা। অপ্রয়োজনে বাইরে না যাওয়া। আল্লাহতাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো। (পর পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না। যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত"। (সূরা আহযাব ৩৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (রাহঃ) বলেন, তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থানকে অবধারিত করে নাও। প্রয়োজন ব্যতীত ঘর হতে বের হয়ো না।

এ আয়াতে স্পষ্ট করে মূলনীতি বলা হয়েছে যে, নারীর আসল কাজ তার গৃহে অবস্থান। ঘরোয়া কর্তব্য পালন করা এবং খান্দানকে গড়ে তোলাই তার মূল দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায় তা নারীজীবনের মৌল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এবং তা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়; বরং প্রয়োজনে সে পর্দার সাথে বাইরে যেতে পারবে। তবে বাইরে গমন ও অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও অন্যান্য মর্যাদায় অগ্রগামী হয়েছেন। আমাদের জন্য কি এমন কোনো আমল রয়েছে যার মাধ্যমে মুজাহিদীনের সমপর্যায়ের মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হতে পারব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের থেকে যারা নিজ গৃহে অবস্থান করবে সেটাই তাদেরকে মুজাহিদদের ফযীলত ও সওয়াবে উপনীত করবে। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৬৯৬১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৭৬৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নারী হল আবরণীয়। যখন সে বের হয় শয়তান তার অনুসরণ করে। যখন সে ঘরে আবদ্ধ থাকে তখন আল্লাহর রহমত লাভের অতি নিকটবর্তী থাকে"। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস ২০৬১)

পুরুষেরা আসলে স্ত্রীর কাছে কি আশা করে

একটা কঠিন প্রশ্ন। কারণ যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা সেটা হল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেটা শিখিয়ে দিয়েছেন, যেমন একজন ধার্মিক নারী।

কিন্তু এ সমাজে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমরা মিডিয়াতে যেভাবে নারীকে উপস্থাপিত হতে দেখি, সেটা আমাদের জীবনসঙ্গী সংক্রান্ত চিন্তাগুলোকে প্রভাবিত করে। সুতরাং বাস্তবে প্রায় সব পুরুষই যখন তার জন্য একজন জীবন সঙ্গীকে খুঁজতে যান, তখন প্রথম যে জিনিসটি তাদের মাথায় আসে সেটা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেটা আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা অবশ্যই নয়। সুতরাং অবশ্যই আপনি যখন পার্টনার খোঁজেন তখন শারীরিকভাবে একজন আকর্ষণীয় নারীকেই খোঁজেন। এটাই প্রথম যা আপনার মনে স্থান পায়। আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে অন্য সবাই আকর্ষণীয় হিসেবে ভাবতে নাও পারে। কিন্তু আপনার চোখে তাঁকে শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় হিসেবে উপযুক্ত হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত পুরুষরা যা-ই বলেন না কেন প্রায় সবাই সব কিছুর আগে শারীরিক সৌন্দর্যের দিকেই ঝুঁকে থাকে।

কিন্তু আমি এটাকে খারাপ বলে মনে করি না। বরং আপনাকে অন্য বিষয়গুলোর প্রতিও গুরুত্বারোপ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন পুরুষ যদি দশজন আকর্ষণীয় নারীকে দেখেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শিক্ষা অনুযায়ী উপযুক্ত জনকে বেছে নিতে হবে। তার মানে, মূলত যদি কেউ সুন্দর হয় কেবল তখনই শুধু আপনি তার ধর্মীয় গুণাবলীর দিকে গুরুত্ব দিবেন?

(হাসি!) হ্যাঁ! পাগলামিই বটে তাই না!

না! আমি মনে করিনা যে, এটা পাগলামি। আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক। অবশ্যই আপনি কিছু ধার্মিক নারীর মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দরী একজনকে বেছে নিতে পারেন।

তবে সেটা কিন্তু ঘটে না, সাধারণত আমরা (মেয়েরা) চাই সবাই (ছেলেরা) ধার্মিক হোক। কিন্তু অনেক ছেলেদের ক্ষেত্রে কি ঘটে? যখন তারা একজন সুন্দরী নারীকে দেখে তারা জাস্ট আশা করে যে মেয়েটি ধার্মিক হবে। যদি সে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতি মনস্থ করে, তবুও সুন্দরী নারীর সাক্ষাৎ তাকে তার স্ট্যান্ডার্ডটাকে (ধার্মিকতার দিক থেকে) কমিয়ে দেয়, সে ধার্মিকতার দিকটায় ছাড় দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে যে সে মেয়েটিকে রিলিজিয়াস বানিয়ে নিতে পারবে।

সুতরাং ধার্মিকতাটা যেহেতু এক ধরণের অদৃশ্যমান ব্যাপার সেহেতু আপনি কি এটা নিয়ে বড়জোর আশাই করতে পারেন?

না! কারণ ধার্মিকতাটা অদৃশ্য কোন ব্যাপার নয়। আমি মনে করি এক দিক দিয়ে এটা অদৃশ্যমান ব্যাপারও বটে, যেমন একজন মানুষের হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, এটা কিন্তু অদৃশ্য ব্যাপার। কিন্তু অনেক পুরুষই যেটা করতে চেষ্টা করেন সেটা হল, তারা ভাবেন যে একজন সুন্দরী নারী মোটামুটি ধার্মিক হলেই বিয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু তাদের জীবন অবশেষে একধরনের শূন্যতায় ভরে থাকে। তারা নিজেদেরেকে বুঝায় “মেয়েটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে”। কিন্তু বাস্তবে সেটা আর ঘটে না, তখনি থমকে যান। তারা পরিণত হন অতি কচলানো লেবুর মতো।

আসলে এটা হতে বাধ্য, কারণ তারা ধার্মিকতার ব্যাপারে আপোষ করেছেন এবং সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন তাদেরকে সেটার উপরই কাজ করতে হবে। অতি-কচলানো লেবুর সাথে চিনি মিশিয়ে তাকে সুমিষ্ট বানানোর প্রচেষ্টা পুরুষের পুরুষত্ববাচক অহংবোধ নিজের ভুলগুলো স্বীকার করার চাইতে তাকে নিজের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করবে।

কিন্তু আমরা যদি মূল প্রশ্নে ফিরে যাই, যে পুরুষরা আসলে কি চায়? সাধারণত আপনারা এমন নারীকে চান যে, স্বাস্থ্য সচেতন এবং সে তার নিজের টেক কেয়ার করতে পারবে, যে তার শারীরিক অবয়বের প্রতি যত্নশীল হবে। আপনারা এমন কাউকে পছন্দ করবেন না যে দৃশ্যত কেয়ারই করে না। কিছু মানুষ তথা পুরুষ ও নারী উভয়েই স্বভাবতই দীর্ঘায়ুর প্রতি আসক্ত যাতে তারা সন্তান নিতে পারে এবং সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন করতে পারে।

নিচের প্রশ্নোত্তরগুলোতে পুরুষরা কি চায় তা ফুটে উঠেছে

আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলুন? আপনি একজন ধার্মিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি কি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

একজন সাথী, এমন একজন যিনি সংসারকে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নাহর সাথে টিকিয়ে রাখবেন। কিন্তু সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সমমনষ্ক হওয়া ও ইমানের মৌলিক ভিত্তিটায় মিল থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনার বিয়ে এবং ভবিষ্যতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মকে আপনি সেই ভিত্তিটার উপরেই সাজাবেন। এখন এমন একটা প্রশ্ন করবো যা সম্পর্কে অধিকাংশ নারীরাই সচেতন। শারীরিক অন্তরঙ্গতা ও উপভোগ্যতার পাশাপাশি কোন জিনিসটিকে আপনি বিয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে অভূতপূর্ব যে জিনিসটি একজন পুরুষ চাইতে পারে তা হল স্ত্রীর সাহচর্য, সুন্দর চরিত্র, এবং সঠিকভাবে সন্তানাদিকে প্রতিপালন করা। একজন পুরুষ হিসেবে আপনি বাইরে কাজে যাবেন পরিবার চালানোর জন্য। সুতরাং যখন আপনি কাজের জন্য বাইরে থাকেন তখন ঘরে এমন এক নারী থাকা যে কিনা আপনার সন্তানাদিকে শিক্ষা দিচ্ছে এবং প্রতিপালন করছে এটা সবচেয়ে বড়

চাওয়া-পাওয়াগুলোর মধ্য অন্যতম।

সাহচর্য বলতে আপনি কি বুঝেন?

এটা এমন যে, যখন আপনার একজন ভাই কিংবা বোন থাকে, যার সাথে আপনি বেড়ে উঠেন, এমনই একটা কিছু। যে সব সময় পাশে থাকে। আপনি যা কিছু করেন সে সবই পছন্দ করবে এমন না, কিন্তু আপনি যা করেন তা সে উপভোগ করে। কারণ একটাই, সেটা হল যে আপনি এটা করছেন। যেমন আমার স্ত্রী কিছু খাবার খেতে শুরু করার আগে আমি সেগুলো পছন্দ করতাম না। তাঁকে দেখে আমি সেগুলো পছন্দ করতে শুরু করি, আমি চিন্তা করলাম ট্রাই করে দেখিনা কেন? এটাই সত্যিকার সাহচর্যরে সবচেয়ে উপভোগ্য দিক। এমন কিছু জিনিসকে পছন্দ করা, কারণ আপনার প্রিয়জন সেটা পছন্দ করে। যখন আপনি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে কিছু করেন তখন কিছু কাজ যেমন একসাথে খাওয়া, এমনকি একসাথে রান্না করাটাও অনেক উপভোগ্য হয়ে উঠে।

তাহলে নারীর ব্যক্তিগত অর্জনের ব্যাপারটা কেমন? এটা কি পুরুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

এই ব্যাপারটিতে পুরুষদের মধ্যে সব রকমের মতামতই পাওয়া যায়। কেউ চায় এমন নারী যার অর্জন (শিক্ষা, প্রফেশনাল এচিভমেন্ট ইত্যাদি) খুব ভালো। কেউ এমন নারী চায়, যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কেউ চায় এমন নারী যার কোনও উচ্চাভিলাষ নেই। এটা হচ্ছে পুরুষের দুর্বলতা, কারণ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পরিবারে নিয়ন্ত্রক ছিলেন না এবং তার স্ত্রীগণ ছিলেন খুবই উচ্চাভিলাষী। যদি আমরা হযরত আয়িশা (রাঃ) ও খাদিজা (রাঃ) এর দিকে তাকাই, আমরা তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষের অভাব দেখি না। তারা খুবই বুদ্ধিমতী ও সুদক্ষ ছিলেন।

কিন্তু কেন পুরুষরা উচ্চাভিলাষহীন স্ত্রী চাইবে?

সম্ভবত তারা এটা করে নিজেকে শক্তিশালী ভাবতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মানসিকতাটা বুঝতে পারি না। আমার বেলায়, আমি চাই যখন আমি ঘরে ফিরি তখন আমার স্ত্রী ঘরে থাকবে আমাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য। সে আমার দেখ-ভাল করে, এটা আমি ভালবাসি এবং এটা পুরুষের অন্তরাত্মায় প্রশান্তি এনে দেয়। এটা

আমাকে শক্তি যোগায় যে, আমার স্ত্রী আমাকে সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সেটা প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে ব্যক্ত করছে। এটা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সৃষ্টি করে।

আপনি কি মনে করেন যে, আপনার স্ত্রী তার অর্জনের/সফলতা/ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কি করলো বা না করলো সেটায় আসলে তেমন কিছুই আসে যায় না? তবে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, সে আপনার জন্য কি করছে সেটা? না, সবার জন্য ব্যাপারটা সমান না। অনেকে তার স্ত্রীর সফলতা বা অর্জন দেখে খুশি হয় এবং তারা খুব হেল্পিং হয়। বিশেষ করে তার স্ত্রী যেটা করছে সেটা যদি মুসলিম কমিউনিটির জন্য ভালো কিছু হয়।

আপনি যখন অফিস বা কাজ শেষে ফিরেন এবং ঘরে প্রবেশ করার জন্য দরজা খোলার মুহূর্তে কোন জিনিসটির জন্য আপনি মুখিয়ে থাকেন?

পুরুষেরা সাধারণত উত্তর দেয় যে “ঘরে ফিরে আমি হাসিমুখে সম্ভাষণ পেতে পছন্দ করি। আমি এসে ঘরটা গোছালো ও সুন্দর ঘ্রাণময় দেখতে পছন্দ করি। আমি দেখতে চাই আমার স্ত্রীকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি তার মধ্যে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ পেতে চাই। আমি ঘরে ফিরে রিল্যাক্সে থাকতে চাই। আমি ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীকে কুরআন পাঠরত দেখতে পছন্দ করি। ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীকে তার পছন্দের কাজে নিমগ্ন দেখতে পছন্দ করি”।

নারীর ভূমিকার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

অনেকেই এটা বলতে বুঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রান্না-বান্নাকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, নারীর ভূমিকা বলতে আমি কখনও এমনটি ভাবিনি। তবে অবশ্যই একজন ভালো নারী রান্নাটা ভাল করবে। আপনাকে সুখী করতে সে স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করবে। কিন্তু আমি মনে করি না যে নারীর ভূমিকার জায়গাটা এটাই। আমি নারীকে সঙ্গী হিসেবেই দেখি। ব্যক্তিগতভাবে আমি রান্না করা পছন্দ করি। আমি এটা খুবই উপভোগ করি তাই আমিও রান্না করি।

আপনার মতে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের সবচেয়ে বড় ভুলটি কি বলে আপনি মনে করেন?

আসলে আমি মনে করি এটা এভাবে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে "মানুষ (শুধু নারী নয়) সবচেয়ে বড় যে ভুলটি করে", এর মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত। আমি মনে করি ভুলটা হল, আমরা অপরজনকে এমন ভাবে দেখি যেন সে একই জেন্ডারের মানুষ।

এ ব্যাপারে পুরুষদের ভুলের উদাহরণ কি হতে পারে?

পুরুষরা নারীদেরকে নিজেদের মতো করে ভাবতে আশা করে। পুরুষদের মধ্যে সোজাসাপ্টা মূল কথায় আসার একটা প্রবণতা কাজ করে অন্যদিকে মেয়েরা চায় তার কথাগুলো কেউ শুনুক। এটা সবারই জানা। ছেলেরা সবসময় মেয়েরা কথা বলার সময় মন্তব্য করে বসে, যেখানে তাদের শুধু শুনে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা সবকিছুর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকটি সমস্যাকেই আক্রমণ করে থাকে।

নারীদের ভুল সম্পর্কে কি বলবেন?

জাস্ট পুরুষের বিপরীতটা। নারীরা অন্যান্য নারীদের ব্যাপারে যেভাবে চিন্তা করে পুরুষদের সম্পর্কেও সেভাবেই চিন্তা করে। আর পুরুষরাও যেভাবে অন্যান্য পুরুষদের ব্যাপারে চিন্তা করে, সেভাবেই নারীদের ব্যাপারে চিন্তা করে। কারণ আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই অভিজ্ঞ, যেমন মেয়েরা মেয়েদের ব্যাপারেই শুধু অভিজ্ঞ। আসলে মেয়েদের উচিৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের জায়গা হতে চিন্তা করা আর মেয়েদের উচিত ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের জায়গা থেকে চিন্তা করা।

স্ত্রীরা আসলে স্বামীর কাছে কি আশা করে

এমন কিছু বিষয় আছে যা স্ত্রীর কাছে যৌনসুখের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেবল যৌন সুখ নয়, নিজেদের একান্ত সম্পর্কে স্বামীর কাছ থেকে এই বিষয়গুলোও আশা করেন স্ত্রী।

ছোট্ট ছোট্ট আদরঃ মিষ্টি চুমু, ছোট্ট স্পর্শ, গভীর আলিঙ্গন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো স্ত্রীর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যৌনতার চাইতে। এই ব্যাপারগুলো স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আগ্রহ ও ভালোবাসা বাড়িয়ে তোলে বহুগুণে।

প্রশংসাঃ স্ত্রীরা প্রিয় স্বামীর চোখে নিজের জন্য প্রশংসা দেখতে ভালোবাসেন। তাঁর মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন। বিশেষ করে একান্ত মুহূর্তে আবেগঘন প্রশংসা স্ত্রীদের খুবই প্রিয়।

বিশেষ মুহূর্তের "ভালোবাসি"ঃ যৌন মিলনের সেই একান্ত মুহূর্তে মৌখিক ভালোবাসার প্রকাশ স্ত্রীর কাছ যৌন সুখের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিশেষ মুহূর্তের একটি "ভালোবাসি" সম্পর্ককে মজবুত করে তোলে ভীষণ।

নিজেদের কিছু বিশেষ ব্যাপারঃ প্রত্যেক দম্পতির সম্পর্কেই বিশেষ কিছু ব্যাপার থাকে, যে ব্যাপারগুলো একান্ত তাঁদের নিজের। মজার খুনসুটি, মজার কোন ইঙ্গিত ইত্যাদি ব্যাপারগুলো স্ত্রীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হাত ধরে থাকাঃ প্রিয় স্বামীর হাতে হাত রেখে সময় কাটানো স্ত্রীর কাছে যৌন সুখের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মিষ্টি উপহারঃ একান্ত মুহূর্তে স্ত্রীরা উপহার পেতে খুব ভালোবাসেন। একটি ফুল, হয়তো একটি নূপুর, চকলেট ইত্যাদি ছোট্ট জিনিস মাঝে মাঝেই উপহার দিন সঙ্গিনীকে। আর দেখুন, তিনি কি ভীষণ খুশি হয়ে উঠছেন।

বুকে টেনে নেয়াঃ স্ত্রীকে কারণে অকারণে বুকে টেনে নিন। এই ব্যাপারটি মেয়েরা ভীষণ ভালোবাসেন, নিজেকে নিরাপদ বোধ করেন।

সংসার সুখী হয় যেভাবে

মানুষের জীবনে অন্যতম ও বিশেষ একটি অধ্যায় হচ্ছে বৈবাহিক জীবন। যেখানে ভিন্ন দুটি জীবনে বয়ে চলে একই লক্ষ্য। গড়ে উঠে পারস্পরিক নিঃস্বার্থ সখ্যতা। দুটি প্রবাহ মিলে যায় একই মোহনায়। জীবনে বয়ে আনে পূর্ণতা। সুখে-স্বাচ্ছন্দে ভরে উঠে চারপাশ। যদি এই জীবনে কেউ সফল হতে পারে তাহলে দুনিয়াটা হয়ে যায় তার জন্য স্বর্গ। অন্যথায় জীবনটা নরকের আজাবে পরিণত হয়ে যায়।

সংসার সুখী করার জন্য একে ওপরের সহযোগী সহযোদ্ধা হতে হয়, সেক্রিফাইস করতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষ দিতে হয় অনেক ছাড়। ভাগাভাগি করতে হয় সুখ-দুঃখ ভালোলাগা-ভালোবাসা। আর দাম্পত্য সম্পর্কে মান-অভিমান থাকবেই। শরতের মেঘ আর দাম্পত্যে কলহ যেন একই রকম। হাসি-তামাশা, মান-অভিমান নিয়েই এ সম্পর্ক। মাঝেমধ্যে অনেক পরিবারে ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি থেকেই ঘটে বিপর্যয়। তিক্ততায় ভরে যায় মধুর সম্পর্কটি। সন্তান, পরিবারের অন্য সদস্যরা হন মানসিক চাপের শিকার। এসব থেকে বেরিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রী দুজন যদি একটু সচেতন হন, তবে বিনা কষ্টে দাম্পত্য জীবন হয় মধুময়।

একটু মানিয়ে চলা, দুজন দুজনকে বুঝা, এটুকুই দিতে পারে প্রেমময় দাম্পত্যজীবন। দাম্পত্য সম্পর্কের ধরণটাই এমন, কখনও বৃষ্টি, কখনও রোদ। তবে আজকের দম্পতিরা সত্যি দিশেহারা। ঘরে-বাইরে জীবন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। ঘরের কাজকর্ম থেকে শুরু করে বাচ্চাদের লেখাপড়া পর্যন্ত সবকিছুই কঠিন ও অনিশ্চিত। স্বামী-স্ত্রী দুজনই নিজেদের কর্মস্থলে সমস্যার পর সমস্যা মোকাবিলা করে ক্লান্ত। ঘরে ফিরেও দুদণ্ড শান্তির অবকাশ নেই। ব্যক্তিত্ব আর আত্মমর্যাদার সঙ্কট প্রবল। তবে দুজনই পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতা নিয়ে মানিয়ে চললে সম্পর্কটা সহজ হয়।

জীবনসঙ্গী যদি সংসারের প্রতি ইতিবাচক থাকে, তবে ত্যাগ-তিতিক্ষা, খিটিমিটি জড়িয়ে সুন্দর দাম্পত্যজীবন পাওয়া যাবে। সবকিছুর মধ্যে ভুল ধরতে যাওয়া, সব ব্যাপার নিয়ে কলহের ভাবনা থেকে দূরে থাকলে সম্পর্কটা জটিল হয় না। সন্তানরাও

বেড়ে ওঠে সুন্দর পরিবেশে। দাম্পত্যজীবনে কলহ অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। ভালোবাসা-সমঝোতা-মমতার মতোই মতবিরোধ, মতপার্থক্য দাম্পত্যজীবনের একটা অঙ্গ। কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক তখনই অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে, যখন এর ফল হয় ভুল বোঝাবুঝি, তিক্ততা, পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা, অবিশ্বাস ইত্যাদি।

বিবাহিত জীবন কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এতে জড়িত পরিবারের অন্যান্য সদস্য, সমাজ-সংস্কৃতি। দুজন স্বতন্ত্র মানসিকতার, ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা আলাদা মানুষ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করে একটা সমঝোতায় পৌঁছে জীবনযাপন করতে চেষ্টা করেন। এখানে মানিয়ে চলাটা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্কে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তর্কে জিততে যাওয়ার প্রবণতা বা নিজের মতকে একগুঁয়েভাবে প্রাধান্য দেয়াটা দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দাম্পত্য সম্পর্ক যেসব কারণে তিক্ত হতে পারে তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততা ও একে অপরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারা, সাংসারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, মানসিকতার পার্থক্য, তৃতীয় ব্যক্তিকে জড়িয়ে সন্দেহ, মনমেজাজ তিক্ত থাকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

দুজনের একটুখানি মানিয়ে চলাই সম্পর্কটা সুন্দর করে, সুখী করে। মানিয়ে চলা শুধু দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, সব সম্পর্ককেই সহজ সুন্দর করে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলা যায়, মেনে নেওয়াটা যেন একতরফা না হয়। কারণ, একটা মেয়েকে স্ত্রী-বন্ধু, সুচারু গৃহিণী, মা ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। একই সঙ্গে সংসারের সব ঝক্কি-ঝামেলাও অনেক সময় এক হাতেই সামলাতে হয়। তাই ত্যাগের ক্ষেত্রে, মানিয়ে চলার ক্ষেত্রটা যেন একজনের ঘাড়ে না চেপে যায়, সেদিকটায় সচেতন হতে হবে। ছোটখাটো কিংবা বড় সমস্যায় সমঝোতার মধ্য দিয়ে যদি দুজন সুন্দর মানিয়ে চলেন, তবে সম্পর্কটা অনেক সহজ হবে। মধুর হবে দাম্পত্যজীবন। এ ব্যাপারে যুগ সংস্কারক আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, "আজকাল যুবকদের মুখে নতুন পরিভাষা শোনা যায়, তারা স্ত্রীকে 'জীবন সঙ্গিনী' বলে। কিন্তু ওহে ভালো মানুষের দল! তোমরা এ জীবন সঙ্গিনীর সকল হক ঠিকঠাক মতো আদায় করো, না এটা কেবল মুখের শব্দমালা? বাস্তব দেখলে তো মনে হয়, তাদেরকে তোমরা জীবন সঙ্গিনী নয় 'জীবন বন্দিনী' বানিয়ে রেখেছ।"

থানভী (রহ.) তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বলেন, “উল্লেখ করার কথা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে বলছি। আল্লাহর শোকর যে, আমি নিজেও বন্দী হয়ে থাকতে চাইনা এবং কাউকে বন্দী রাখি না। রাজা বাদশাহদের মত আমাদের জীবন চলে। ঘরের অনেক কাজ নিজ হাতে সেরে ফেলি। এতে আমার কি কষ্ট হয়? আমার কোন জরুরি কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়? বরং এটা দেখে যেমন আমি আনন্দ পাই যে, সে আমার খেদমত করে যাচ্ছে, তেমনই এতেও আমি আনন্দ পাই যে সে সুখে ও স্বস্তিতে আছে। তিনি নিজের সম্পর্কে আরও বলেন, রাতে আমার কম ঘুম হয় কিন্তু স্ত্রীকে ঘুমুতে দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করি যে, তার তো ঘুম হচ্ছে! অন্যথায় দুটি দুঃখ একত্রিত হত; এক তো নিজের ঘুম না হওয়ার কারণ, আর অপরটি স্ত্রীর ঘুম না হওয়ার কারণ। অনেক সময় এমন হয়, আমি দেখলাম স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, তখন নিজেই খাবার খেয়ে নেই। আমি আমার স্ত্রীর দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করি। আমার অভ্যাস এই, ঘরে গিয়ে যদি দেখি টাটকা রুটি এখনো তৈরি হয়নি তাহলে বাসি রুটিই খেয়ে নেই। অনেক সময় এমন হয়, আমি দেখলাম স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, তখন নিজেই খাবার খেয়ে নেই। আমি আমার স্ত্রীর দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করি। কলস ভরে পানি এনে দেয়া থেকে অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলি। একজন স্বামীর জন্য এসকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি।”

স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যদি আল্লাহকে ব্যতিত অন্য কাউকে সেজদা করার অবকাশ থাকতো, তাহলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সেজদা করে।” এই হাদিস দ্বারাই বুঝে আসে একজন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কি ধরনের আচরণ করবে। তাকে কীভাবে মর্যাদা দিয়ে চলতে হবে। মোট কথা এভাবেই দুজনকেই দুজনের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হয়ে, দুজনের প্রচেষ্টাতেই একটা সংসার সুখী করে তোলা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

নাইমা তামান্না, মাদরাসা শিক্ষিকা

সূত্রঃ Ourislam24

সুখী মুসলিম দম্পতিদের ১০টি গোপন রহস্য

সুখী মুসলিম দম্পতিরা যে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস গড়ার মাধ্যমে দাম্পত্যকে আরো সুন্দর ও কার্যকর করে তোলে তা অনেকের কাছেই গোপন রহস্য। কিন্তু আপনি যদি এ অভ্যাসগুলো আয়ত্ত্ব করতে পারেন আপনার দাম্পত্যও হয়ে উঠবে এক টুকরো জান্নাত; ইংশাআল্লাহ। আসুন জেনে নেই,

১. একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

দাম্পত্যের নানা বাঁকে একে অপরের জন্য করা কষ্ট, ত্যাগ, যত্নগুলো স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকুন সঙ্গীর প্রতি। প্রতিদিন অন্তত ১ বার তাকে মুখফুটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। ধন্যবাদ বা জাযাকাল্লাহ খাইর বলুন। কৃতজ্ঞতার প্রকাশে হাসিমুখে কথা বলুন, অনিন্দ্যসুন্দর উচ্ছল হাসি সম্পর্ককে আরো সুন্দর করে তোলে সহমর্মিতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এমন হাসিই হাসুন; কমেডি হাসি বা বেশি অনর্থক হাসাহাসি পারস্পরিক সম্মানকে কমিয়ে দেয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সঙ্গীর জন্য কিছু না কিছু করুন। কাজে সহায়তা করুন। পারস্পরিক সুন্দর মুহুর্তগুলো লিখে রাখতে পারেন। যেসব বিষয়ে আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

২. উভয়ে উভয়কে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা

বিভিন্ন মিডিয়া ও সামাজিক নানা প্রভাবের কারণে এ বিষয়টি অনেকেই বুঝতে সক্ষম নয়; উভয়ে উভয়কে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। উভয়ের ভালবাসা, মঙ্গলকামনার সীমা শুধু দুনিয়া নয়, আখিরাতও। উভয়ের চরিত্র রক্ষায় একে অপরকে পোশাক হবে। তারা উভয়ে উভয়কে ভালবাসবে কিন্তু তার একটা সীমারেখা থাকবে। বর্তমানে অধিকাংশই তাদের জীবনকে যারা শুধুই প্রেম-ভালাবাসা আর উভয়ে উভয়কে নিয়ে ব্যস্ত থাকাকেই বোঝে, পরস্পরকে পাগলের মত ভালবাসে; যা দ্বীন আমাদের শিক্ষা দেয় না।

তাই মুসলিম দাম্পতি উভয়কে ঠিক ভালবাসবে না, যে পরিমাণে শুধুমাত্র ভালবাসা যায়। সে পরিমাণে ভালবাসাটা শিরকের অন্তর্গত। তাই এটা তারা সবসময়ে মনে রাখে যে, তারা উভয়েই আল্লাহর বান্দা। উভয়েরই একের উপর অপরের অধিকার আছে ঠিক, ভালবাসা আছে ঠিক কিন্তু তার একটা সীমাও রয়েছে। উভয়ে মিলে কিছু কর্তব্য আছে আবার এককভাবেও আছে যেগুলো সম্পাদনে উভয়ে উভয়কে সহায়তা ও স্পেস দেয়াটাই প্রকৃত মুসলিম দম্পতিদের ভালবাসার প্রকাশ। ভালবাসাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে না যে জীবনটাই তার জন্য হয়ে যায়, বা তাকে ছাড়া জীবনযাপন অসম্ভব জ্ঞান হয়। কেননা, আল্লাহর জন্যই ভালবাসা, এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করার পথ খোলা রাখতে হবে।

৩. উৎকৃষ্ট বন্ধু/সঙ্গীদের মত যোগাযোগ রক্ষা করা

খুব কাছের বন্ধুর সাথে যেমন খুব বেশি যোগাযোগ রক্ষা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা হয়, খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা করা হয়; আপনার সঙ্গীর সাথেও তা করুন। দাম্পত্যকে রোবটিক বানিয়ে ফেলবেন না। আপনাদের উভয়ের যেকোন বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন হলে করুন। পারস্পারিক অধিকার সংরক্ষণ করুন। ভিন্নতাকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিন। প্রশংসা করুন, উৎসাহ দিন। দিনের নানা বিষয়ে একে অপরকে শেয়ার করুন।

৪. উভয়ের প্রাথমিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়া

উভয়ের প্রতি ভালবাসা, ভাল ব্যবহার পাওয়া, ইতিবাচক মনোভাব রাখা, মনোদৈহিক চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা, ছোট-ছোট সুখি ছড়ানো বিষয়ে তারা অগ্রাধিকার দেয়। ভুলে যায় না।

৫. উভয়ে উভয়ের জন্য সুকুন বা চক্ষুশীতলকারী হওয়া

উভয়ে উভয়ের জন্য শান্তির স্থল হওয়া। কোন বিষয় এর অন্তরাল হলে সেই বিষয় উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে চলা। হাসিমুখ চক্ষুশীতলকারী, সঙ্গীর জন্য পড়সভড়ৎঃ ও ংঢ়ড়ৎঃ হয়ে উঠুন। সঙ্গীর জন্য সজ্জা গ্রহণ করুন, পরিচ্ছন্ন থাকুন, উত্তম পোষাক পরিধান করুন। সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

৬. উভয়ে উভয়ের বিকাশে এগিয়ে আসা

দ্বীনকে মেনে চলার পথে উভয়ের সহায়ক হওয়া। কোন এচিভমেন্ট লাভে সহায়ক হওয়া। প্রস্ফুটিত হবার অনুপ্রেরণা হউন।

৭. উভয়ে উভয়কে সময় দেয়া

বিশেষজ্ঞদের মতে, দম্পতিদের অন্তত আধ-ঘন্টা একে অপরের জন্য দেয়া উচিত। সেটা চেষ্টা করুন। প্রতিদিন অন্তত আধ-ঘন্টা হলেও তাকে সময় দিন। সময় করে একটা ছোট টেক্সট করুন, কল করুন। বাড়ি ফিরে কোন কাজে ব্যস্ত হবার আগে তাকে কিছু সময় দিন।

৮. প্রকৃত শত্রু নিধনে তৎপড় থাকা

অহংকার, হিংসা, শয়তানের কুমন্ত্রণা, বদনজর-অপরের হিংসা থেকে বাঁচুন। ইগো বা আত্ম-অহংকার, আত্ম, আমিত্ব, আত্মপ্রীতি থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করুন। ইগো আপনাকে না ভাল মুসলিম হতে দেবে, না একজন ভাল সঙ্গী। শয়তান বা ইবলিশ; আপনার প্রধান শত্রু। দাম্পত্য সম্পর্কে ছোট্ট বিষয়কে বড় করে তোলা তারই কাজ। বদনজর বা অপরের হিংসা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য ও ব্যক্তিগত ভাল বিষয়গুলো যা অন্যের হিংসার কারণ হতে পারে তা গোপন রাখুন।

৯. সঙ্গীর ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করা

উভয়ে উভয়ের মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন। তার মানসিক চাপরোধে সহায়তা করুন। সব সময়, সব বিষয়ে তাকে নজরে রাখবেন না; তাকে কিছুটা হলেও ঝঢ়ধপব দিন, নিজের মত থাকতে দিন; প্রয়োজনে পাশে দাড়ান, প্রয়োজনে একা থাকতে দিন।

১০. বিবাদে আল্লাহর খুশির বিষয়ে সচেতন হওয়া

দাম্পত্য কলহে যেকোন পদক্ষেপ, শব্দ উচ্চারণে আল্লাহকে স্মরণ রাখা। আল্লাহকে খুশি রাখতে ধৈর্য্য ধারণ করা, আল্লাহর খুশির জন্য ক্ষমা করে দেয়া।

(সূত্রঃ 10 Habits of Happy Muslim Couples নোট)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মাঝে সে সবচেয়ে ভালো, যে তার পরিবারের জন্য ভালো। আর আমি আমার পরিবারের জন্য সবার চেয়ে ভালো" (জামে তিরমিযী ২/২২৮, হাদীস ৩৮৯৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪২)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সবচেয়ে কামিল মুমিন সে, যার স্বভাব ও আচরণ সবচেয়ে ভালো। আর তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ সে, যে তার স্ত্রীর জন্য শ্রেষ্ঠ"। (জামে তিরমিযী ১/২১৯, হাদীস ১১৬২)

ব্যাখ্যাঃ এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কারো ভালো-মন্দের একটি মাপকাঠি হল স্ত্রীর সাথে তার আচরণ। আল্লাহ তা'আলা বৈবাহিক সম্পর্ককে মিয়াঁ-বিবি উভয়ের জন্য শান্তি ও পবিত্রতার মাধ্যম বানিয়েছেন এবং এ মধুর সম্পর্ককে তাঁর বিশেষ নিআমতসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। মিয়াঁ-বিবি উভয়ে যদি একে অপরের হকের বিষয়ে খেয়াল রাখে, তাহলে এ সম্পর্কই পুরো পরিবেশকে জান্নাতী পরিবেশে পরিণত করে। পক্ষান্তরে, খোদানাখাস্তা এ সম্পর্কে যদি চির ধরে তাহলে পুরো পরিবেশ বিষিয়ে ওঠে এবং জীবনটাই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কেবল পার্থিব সুখ-শান্তিই বিদায় নেয় না, ধীরে ধীরে তা দ্বীন ও ঈমান, দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুই বরবাদ করে ছাড়ে। আর এ কারণেই শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারলে যত পুলকিত হয়, অন্য কিছুতেই তত হয় না। সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে আছে, 'ইবলিস পানির উপর তার আসন পাতে। তারপর মানুষকে বিপথগামী করার জন্য তার চেলাদের এদিক ওদিক প্রেরণ করে। যে যত বিপথগামী করতে পারে, সে তার তত নৈকট্য অর্জন করে। তো ইবলিস যখন তার পেয়াদাদের কার্যবিবরণী শোনে তখন এক চেলা বলে– আজ আমি অমুকের মাধ্যমে এই এই গোনাহ সংঘটিত করেছি। ইবলিস বলে, নাহ, কিছুই করতে পারিসনি। আরেক চেলা বলে, আমি অমুকের পিছে লেগেই ছিলাম। তাকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর স্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলি যে, অবশেষে এদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে

এসেছি। ইবলিস এ শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, শাবাশ! কাজের কাজ তুমিই যা করেছ' – [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৩]।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে শয়তানের এত আনন্দ কেন? কারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ও বিচ্ছেদ শুধু তাদের দুয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। উভয়ের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সম্পর্ককেই তা প্রভাবিত করে। যার কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

বৈবাহিক সম্পর্কের এই গুরুত্বের নিরিখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের যে হেদায়েত দিয়েছেন, তা যথাযথ মেনে চললে পরিবারিক অশান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে সীরাত ও সুন্নাহ এক গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত হল, পরিবার-পরিজনের সাথে সুন্দর ও কোমল ব্যবহার। ঘরের ভেতর আইনের শাসন চলে না। এখানে প্রীতি ও ভালবাসা এবং আখলাক ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবই কার্যকর হয়। যারা নিজের ঘরে সামান্য সামান্য বিষয়ে চটে যান, হুমকি ধমকি ও রুক্ষতার দ্বারা দাম্পত্যের চাকা সচল রাখতে চান, তারা আসলে বিকারগ্রস্ত। সুন্দর ব্যবহার পাওয়া স্ত্রীর সবচেয়ে বড় হক এবং ঈমানের দাবি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত নির্দেশনা যদিও মৌলিকভাবে পুরুষের উদ্দেশে এবং ঘরে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলাও মৌলিকভাবে তারই দায়িত্ব, তথাপি মুসলিম রমণীগণও এখান থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন; করা উচিতও বটে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঈমানের পূর্ণতায় তিনিই অগ্রগামী, যিনি অন্যের চেয়ে ভালো ব্যবহার উপহার দিতে পারেন।

ভালো আখলাকের একটি দিক হচ্ছে, নিজের অধিকার তলবের চেয়ে অপরের হক আদায়ে বেশি সচেষ্ট থাকা। কোনো বিষয়ে একজন রেগে গেলে অপরজনও ফুঁসে ওঠবে না। ধৈর্য্য ও কোমলতার সাথে আপোস-মীমাংসা করবে।

আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহঃ) বলেন, 'এক লোক তার শায়েখের কাছে বিবির মুখরা স্বভাবের অভিযোগ করলে তিনি বললেন, স্ত্রীর দেয়া যন্ত্রণা যে সইতে পারে না, সে স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে কীভাবে'!

তো দাম্পত্য জীবনে হুসনে আখলাক যত কার্যকর থাকবে জীবন যাপনও তত সুখের হবে। মিয়াঁ-বিবির যিনিই হুসনে আখলাকে ভূষিত হবেন, তিনিই সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। বস্তুত ভালো ব্যবহারই ঐ উপায়, যা দাম্পত্য জীবনকে শান্তিময় করতে পারে।

*(**তথ্যসূত্রঃ** মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী, মাসিক আল কাউসার পত্রিকা)*

স্বামীর দ্বীনদারিতে স্ত্রীর ভূমিকা

একজন মেয়ে বাবা-মায়ের নয়নমনি। ঘরের আলো। ভাই-বোনের স্নেহ-ভালোবাসার পাত্রী। এদের মাঝেই সে বেড়ে ওঠে। এদেরকে নিয়েই আবর্তিত হয় তার জীবন। একসময় তার জীবনধারায় পরিবর্তন আসে। সে হয়ে যায় আরো কিছু মানুষের আত্মীয়। কিছু অচেনা মানুষের আপনজন। অচেনা-অজানা এক পুরুষ হয় তার একান্ত আপন-স্বামী। তাকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে, তাকে ঘিরে নতুন জীবনের নতুন বাগান সাজায়।

একজন সৎ ও নেককার স্ত্রী স্বামীর জন্য রহমত, অনেক বড় নিআমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হিসেবে গণ্য করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল, "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক মর্মন্তুদ আযাবের সুসংবাদ দিন"– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বললেন, 'স্বর্ণ-রূপার বিনাশ হোক' কথাটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য কিছুটা ভারী মনে হল। তাই তারা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমরা কোন বস্তুকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যিকিরকারী যবান, শোকরকারী অন্তর, এবং এমন স্ত্রী যে তার স্বামীকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করবে" [তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৫৪৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩১০১]।

স্ত্রী হিসেবে একজন নেককার নারী তালাশ করা সকল পুরুষের কর্তব্য। আর প্রতিটি নারীর কর্তব্য, স্বামীকে দ্বীনের কাজে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা।

একজন নারী হিসেবে বিভিন্নভাবে আমি স্বামীর দ্বীনদারিতে সহযোগিতা করতে পারি, স্বামীকে দ্বীনের পথে আনতে পারি। যেমন, স্বামী নামায পড়েন। কিন্তু জামাতের সাথে নয়, জামাতের ব্যাপারে তার উদাসীনতা রয়েছে। আমার উচিত তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করা। ইনশাআল্লাহ একসময় তিনি আর জামাত ছাড়তে চাইবেন না। তিনি হয়ত পর্দা করেন, আমাকেও করান, কিন্তু পরিপূর্ণ শরয়ীভাবে নয়। সব শিথিলতা ত্যাগ করে সব বাধা অগ্রাহ্য করে আমাকে অবশ্যই শরয়ী পর্দা করতে হবে। তাকেও পর্দার উপর আনার চেষ্টা করতে হবে। স্বামীর আমলের আগ্রহ কম। কোনো আমল কিছুদিন শুরু করে আবার ছেড়ে দেন। তখন আমি আমার আমল বাড়িয়ে দিব। আল্লাহর কাছে দুআ, রোনাজারী করতে থাকব এবং তাকে তারগীব ও উৎসাহ দিতে থাকব। ইনশাআল্লাহ এসবের প্রভাবে তার মধ্যে আমলের জযবা তৈরি হবে।

স্বামী নামায পড়ে না, রোযা রাখে না। তখন স্ত্রীই পারে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে নেককার বানাতে, নামায রোযা দ্বীনী আমলের প্রতি আগ্রহী করতে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আল্লাহর কাছে দুআ করে স্বামীকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে। যতদিন বিরত না হয়, ততদিন চেষ্টা করে যাওয়া। কতদিন আর না শুনে থাকবে স্ত্রীর কথা। একদিন না একদিন ইনশাআল্লাহ প্রচেষ্টা সফল হবেই।

কারো স্বামীর উপার্জন হালাল নয়। বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সাথে তার পেশা যুক্ত। তখন স্ত্রীকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নরমে-কঠোরে যেভাবেই হোক হারাম থেকে স্বামীকে মুক্ত করতেই হবে। হারামের অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে বাচাঁতে হবে। হালাল রিযিকের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে এবং হালাল রিযিকের জন্য যত কষ্টই হোক, তার উপর সবর করার দৃঢ় মনোভাব পেশ করতে হবে। তাতেও যদি স্বামী বিরত না হয়, তাহলে স্বামীকে বুঝাতে হবে যে, না খেয়ে মরে যাব তবুও হারামের কোনো অংশ পেটে যেতে দিব না।

স্বামী নিজে পর্দা করে না, স্ত্রীকেও পর্দা করতে দেয় না। তখন হতাশ হলে চলবে না। সবসময় তাকে বুঝাতে হবে। তার হেদায়েতের জন্য নিয়মিত আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ সাহায্য করবেন। অনেকের দৃঢ় ইচ্ছা ঘরে পরিপূর্ণ দ্বীনী পরিবেশ তৈরি করার এবং শরয়ীভাবে পরিবারটাকে গড়ে তোলার। কিন্তু স্বামী তা চায় না। বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে। তখন দৃঢ়ভাবে নিজের ইচ্ছার উপর অটল থাকতে হবে। একজন নারী হিম্মতের সাথে, হেকমতের সাথে যদি এগিয়ে যায় তাহলে তার দ্বারা একটি পরিবারে দ্বীনী পরিবেশ কায়েম হতে পারে।

স্বামী যদি ঘরে টিভি বা এই ধরনের খারাপ বস্তু আনে, তাহলে হেকমতের সাথে স্বামীকে বুঝাতে হবে। এসবের বিভিন্ন কুফল তার সামনে তুলে ধরতে হবে এবং এসবের প্রতি তার মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে ঘর থেকে এগুলো দূর করতে হবে।

স্বামী সন্তানদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দিতে চায় না। কুরআন-হাদীস শেখাতে চায় না। মাদরাসায় পড়াতে চায় না। তখন তাকে দ্বীনী শিক্ষার ফযীলত শোনাতে হবে। ইলমের মর্যাদা, তালিবুল ইলমের মর্যাদা এবং দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাকে বুঝাতে হবে। সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা না দেয়ার কুফল, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয় তার সামনে তুলে ধরতে হবে।

আবার এসবের বিপরীতও হয়। যেমন স্বামী চান, তার স্ত্রী নামায পড়ুক, রোযা রাখুক, ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকুক, কিন্তু স্ত্রী চায় না; চায় নামায রোযা বাদ দিয়ে আনন্দ-বিনোদন আর ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতে। বেপর্দায় থেকে নিজের খেয়াল-খুশিমত চলতে, সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান থেকে মাহরূম রাখতে, দ্বীনী ইলম থেকে দূরে রাখতে। এক্ষেত্রে স্বামীকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং তাকে বুঝাতে হবে। তাকে বিভিন্ন দ্বীনী মজলিশে নিয়ে যেতে হবে, দ্বীনী পরিবেশে উঠাবসা করার সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে তার মাঝে দ্বীনী চেতনা জাগ্রত হয়, দ্বীনদারির প্রতি আগ্রহ হয়, দ্বীনী জীবন গ্রহণ করা সহজ হয়।

স্ত্রীকে বুঝাতে হবে, এই যিন্দেগীটাই শেষ নয়। এরপরে চিরস্থায়ী একটি যিন্দেগী আছে। সেই যিন্দেগী হয় চিরশান্তির হবে, নয়তো চির দুঃখের। কে চায় তার যিন্দেগীটা দুঃখে ভরা থাক। সবাই তো চিরশান্তিই চায়। তো সেই শান্তি পেতে হলে আমাকে, আমার পরিবারকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে। আর সেই বিধান জানার জন্য আমাকে এবং পরিবারকে অবশ্যই দ্বীন শিখতে হবে।

ঘরে দ্বীনী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, পরিবারের লোকদের মাঝে দ্বীনী মেজায তৈরি করার জন্য ঘরে নিয়মিত তালীমের ব্যবস্থা করব। বাচ্চাদেরকে দ্বীনী তালীম দিব তারগীব ও তারহীবের সাথে। স্বামীর সাথে বোঝাপড়ার সবগুলো কাজ স্ত্রীকে করতে হবে ভেবে-চিন্তে হেকমতের সাথে, বুদ্ধিমত্তার সাথে। হৃদ্যতা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে। স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া, অন্যায় আচরণ করা মোটেই সমীচীন নয়। নিজের দুনিয়াবী ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে, নিজের অন্যায় খাহেশাতগুলোকে বিলীন করে পরিপূর্ণ শরয়ীভাবে নিজে চলার চেষ্টা করা। স্বামীকে চলতে উৎসাহ দেওয়া এবং সন্তানদেরকে সেভাবে চালানো। এমন স্ত্রীর কথাই বলা হচ্ছে, “এমন স্ত্রী, যে দ্বীনদারির ক্ষেত্রে স্বামীকে সহযোগিতা করে”।

আমাদের প্রতিটি নারীর মাঝে আল্লাহ এই গুণ দান করুন।

*(**তথ্যসূত্রঃ** বিনতে ইসমাঈল, মাসিক আল কাউসার পত্রিকা)*

স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্যের প্রথম সোপান

সব নারীর মনেই একজন ভালো স্বামী পাওয়া এবং দুজনে মিলে একটি সুখী সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন থাকে। Laura doyle- এরও স্বপ্ন ছিল এবং সংসার জীবনের শুরুতেই সে স্বপ্ন পেখম মেলতে শুরু করেছিল। এরপর কী থেকে কী হয়ে গেল। চলুন তার মুখ থেকেন শোনা যাক- Laura doyle তার The Surrendered Wife গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের জীবনের চিত্র এভাবে এঁকেছেন- “তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে আমার। কত রঙ্গীন স্বপ্ন পেখম মেলেছিল চোখের সামনে। জীবনের রাঙ্গা ভোরে রঙধনুর বর্ণচ্ছটা রঙ ছড়াচ্ছিল। জোসনা ও শিশিরের স্নিগ্ধতায় অনেক সুখেই কাটছিল আমার দিনগুলো।

দাম্পত্য জীবন ঝঞ্ঝাটপূর্ণ- এটা আমি জানতাম। তবু আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের বৈবাহিক জীবন অনেক সুন্দর কাটবে। আমার স্বামী অনেক ভালোবাসতো আমাকে। এজন্যই এ শুভ স্বপ্নটি অনেক উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। আধুনিকতার উচ্ছল স্রোতে আমি বেড়ে উঠেছি। তাই ছিলাম অতিমাত্রায় স্বাধীন। স্বামীভক্তি ও পতিসেবা ইত্যাদি শুনলেই গা কেমন ছমছম করে উঠত।

বিবাহিত জীবনের শুরুটা আমাদের ভালোই কাটছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সব বদলে যেতে লাগল। আমি মাঝে মাঝেই তার বিভিন্ন জিনিসের সমালোচনা করতাম। মনের অজান্তেই তার উপর নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইতাম। এসব কিছুই অশুভ বার্তা নিয়ে এল আমার জীবনে। কেমন অন্ধকারে ছেয়ে যেতে লাগল সবকিছু। তার উপর কর্তৃত্ব খাটানোটা একদম পছন্দ করত না সে। তাই আমার সাথে তার আচরণও বদলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। আমি কোনোভাবেই চাচ্ছিলাম না আমাদের মধুর দাম্পত্য জীবনটা এভাবে ভেঙ্গে পড়ুক। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য সবকিছু করতেই প্রস্তুত ছিলাম আমি।

একদিন এক বান্ধবীর সাথে আলোচনা করলাম তার সুখী দাম্পত্যজীবনের রহস্য নিয়ে। সে বলল, আমি কখনো স্বামীর কোনো কথা বা কাজের সমালোচনা করিনি; তা আমার কাছে যত অপছন্দনীয়ই হোক। ভাবলাম, এ পথই অবলম্বন করতে হবে আমাকে। তাই শান্তির নিভু নিভু প্রদীপ হাতে নিয়ে নতুন করে পথচলার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবতেও পারিনি, এটা ছিল স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি পূর্ণ সমর্পণের প্রথম ধাপ। এবং এ সমর্পণই আমার দাম্পত্যজীবনের হারিয়ে যাওয়া সুখ আবার ফিরিয়ে দেবে। এরপর নিজের আচরণ পুরো বদলে ফেলি। আমার মত করে নয় তার মত করেই সবকিছু ভাবতে শুরু করি। এখন আমি আমার স্বামীর পূর্ণ অনুগত। আর এতেই কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের পর আমার জীবনে উদিত হয়েছে সুখের আলোঝলমলে দিন"।

পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত আধুনিকতা প্রিয় অনেক তরুণীরই স্বামীসেবা, পতিভক্তি ইত্যাদি শুনলে চোখ কপালে উঠে যায়। এসবকে তারা দাসবৃত্তি হিসেবে মনে করে। অথচ এ নারীরাই আবার চায় তার স্বামী হোক তার হাতের পুতুল। তাই খধঁৎধ ফড়ুষব তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে দাম্পত্যজীবনের সুখের রহস্য মেলে ধরে বলেন, "স্বাধীনচেতা

হওয়া কিংবা স্বামীর কাজের সমালোচনা বা তার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা থাকলে আপনি কখনো সুখী হতে পারবেন না। বরং স্বামীর প্রতি পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে স্বামীর পূর্ণ অনুগত হয়েই আপনি পেতে পারেন অচিন্তনীয় সুখ।"

স্বামীর অনুগত হওয়া দাম্পত্য জীবনে সুখের মূল ভিত। শরীয়তের নির্দেশনা অনুসারে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত থাকে তাহলে যেমন দুনিয়াতে সুখী হবে তেমনি আখিরাতেও। সুখের এ রহস্য অনেক আগেই নবীজী বলে দিয়েছেন আমাদের। এর মাধ্যমেই মিলবে দুনিয়ায় সুখের দাম্পত্য জীবন এবং আখেরাতের অনন্ত রাজত্ব। ইরশাদ হয়েছে- 'যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর'- (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬১; মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৭৪৮০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪১৬৩)

আর স্বামীর এ অবস্থান ও দায়িত্ব আল্লাহপ্রদত্ত। আল্লাহ স্বামীকে পরিবার প্রধান বানিয়েছেন। পরিবারের পরিচালনা ও দায় তার উপরেই ন্যস্ত করেছেন আর স্ত্রীকে বানিয়েছে সহকর্মী; তাই স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। আর কর্তব্য পালনে সম্মান-অসম্মানের কিছু নেই।

কিছু কিছু ইবাদাত এমন রয়েছে, যেগুলো অনেক ফযীলতপূর্ণ। তবে নারীদের সে সকল ইবাদাত করার সুযোগ হয় না। তাহলে কি নারীরা সে সকল ইবাদাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে? নারী সাহাবীদের মনেও এমন প্রশ্ন জেগেছিল। তখন নারীদের পক্ষ থেকে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) নবীজীর দরবারে গিয়ে আরয করেন, 'নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আগমন করেছি। (আল্লাহর রাসূল!) আল্লাহতা'আলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দেই। সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (তাদের লালন-পালন করি) আমাদের উপর (বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফযীলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামায আদায় করে। রোগী দেখতে যায়। জানাযায় শরীক হয়। একের পর এক হজ্ব করে। সবচেয়ে বড় ফযীলতের ব্যাপার হল, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ

করতে পারে। তো আমরা কীভাবে তাদের মত ফযীলত ও সাওয়াব লাভ করতে পারব?’ নবীজী তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দ্বীনী বিষয়ে তোমরা কি কোনো নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনো? এরপর নবীজী সে নারীকে লক্ষ করে বললেন, তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন কর এবং অন্যান্য মহিলাদেরও একথা জানিয়ে দাও যে, “স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা এ সকল আমলের সমতুল্য সাওয়াব ও মর্যাদা রাখে” (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৬৯; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৫২০৯)।

এই হল ইসলামের শিক্ষা। স্ত্রীর প্রতি ইসলামের নির্দেশনা। এই খোদায়ী নির্দেশ ও নববী নির্দেশনা মেনে চললে সংসার হবে যেন জান্নাতের টুকরা। সুখের জোৎস্না ঝরে ঝরে পড়বে ঘরের মধ্যে। সবুজ-সুন্দর ও ফুটন্ত গোলাপের মত সুরভিত হয়ে উঠবে দাম্পত্য জীবন।

তাই তো স্বামীর ঘরে পাঠানোর পূর্বে মায়েরা আপন কন্যাদের মনে করিয়ে দিতেন এ সোনালী নির্দেশনাগুলো। কন্যার প্রতি এমন এক আলোকিত নসীহতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ইতিহাসের পাতা। আওফ আশ-শায়বানীর মেয়ের বিয়ে হলে স্বামীর হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার মুহূর্তে মা উমামা বিনতে হারেস মেয়েকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন,

“মেয়ে আমার! যে ঘরে তুমি বেড়ে উঠেছ, খুশি ও আনন্দে যাকে ভরে রেখেছ সে ঘর ছেড়ে অপরিচিত ঘরে অপরিচিত একজন মানুষের কাছে তুমি যাচ্ছ। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কয়টি নসীহত মনে রেখ। এগুলো তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। (তার অনেক নসীহতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নসীহত ছিল) সে তোমাকে কোনো আদেশ করলে কখনো তা অমান্য করবে না। এবং তার ব্যক্তিগত কোনো কথা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না। ... মনে রাখবে, নিজের চাওয়া ও চাহিদার উপর স্বামীর চাওয়া ও চাহিদাকে প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত তুমি কখনো তার মন জয় করতে পারবে না। তুমি যদি তার দাসী হও তাহলে সে তোমার দাস হবে” (আল ইকদুল ফারীদ, খ-৩, পৃষ্ঠা ১৯১ আলমুসতাতরাফ, খ-২ পৃষ্ঠা ১৮৪)।

আগের যুগের মেয়েরাও সোনালী উপদেশগুলো মনে গেঁথে রাখত। দাম্পত্য জীবনের সুদীর্ঘ পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করত। ফলে বাস্তবেই তাদের স্বামীরা তাদের জন্য কোরবান ছিল। আগের যুগের মেয়েরা স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ নতুন জীবনের শুরুতেই জিজ্ঞেস করে নিতেন; যেন সারা জীবন তা মেনে চলতে পারেন। তাই তাদের জীবন হত অনেক সুখের ও আনন্দের।

কাযী শুরাইহ বলেন, 'বিয়ের রাতে স্ত্রী আমাকে বলল, আমি একজন অপরিচিত নারী। আপনার চাওয়া-পাওয়া ও পছন্দ-অপছন্দ কিছুই আমার জানা নেই। তাই আপনার পছন্দের বিষয়গুলো বলুন যেন আমি তা করতে পারি। আর অপছন্দনীয় বিষয়গুলোও বলুন যেন সেগুলো থেকে বিরত থাকতে পারি'। কাযী শুরাইহ তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো জানান। তার স্ত্রী সেগুলো এতটা যত্নের সাথে মেনে চলতেন যে, কাযী শুরাইহ বলেন- 'বিশ বছর সে আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে সে এমন কোনো কাজ করেনি, যার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করার প্রয়োজন পড়েছে। তবে একবার ব্যতীত; আর সেবারও ভুলটা আমারই ছিল' (আল ইকদুল ফরীদ, ২ খ-পৃষ্ঠা ১৯২, আল মুসতাতরাফ, খ-২ পৃষ্ঠা ১৮৬)।

দেখুন, স্ত্রীর আনুগত্যের কারণে স্বামী কীভাবে নিজের ভুল স্বীকার করছে- 'আর সেবারও ভুলটা আমারই ছিল'। এটা ওই আনুগত্যেরই ফল। এর দ্বারা স্বামী যেমন নিজের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করবে তেমনি স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, তার জন্য কোরবান হবে।

এ আনুগত্য শুধু স্বামীর জীবদ্দশায়ই ছিল না; বরং স্বামীর মৃত্যুর পরও মহিয়সী নারীগণ দেখিয়েছেন স্বামীর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা। দুটো ঘটনা বলি। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ), আবু বকর (রাঃ)- এর স্ত্রী। মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে ওসীয়ত করে বলেছিলেন, আমি ইন্তেকাল করলে তুমিই আমাকে গোসল দেবে। আসমা (রাঃ) সেদিন রোযা রেখেছিলেন। রোযা রেখে গোসল দেওয়া ও মৃত্যুপরবর্তী শোকপরিস্থিতি সামলানো কষ্ট হবে ভেবে আবু বকর (রাঃ) তাকে সেসময় রোযা ভাঙ্গতে বলেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকাল করলে তিনিই তাকে গোসল দেন। তবে মৃত্যুপরবর্তী শোকের পরিবেশ ও বিভিন্ন ব্যস্ততায় রোযা ভাঙ্গার কথা ভুলে যান। আবু বকর (রাঃ) এর দাফনের পর দিনের শেষে মনে পড়ে একথা। তখন দোদুল্যমান হয়ে পড়েন আসমা (রাঃ)। দিন

প্রায় শেষ। ইফতারের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। একটু পড়েই আযান হবে। এ অল্প সময়ের জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলবেন? কিন্তু রোযা না ভাঙ্গলে তো স্বামীর কথাও মানা হবে না। স্বামীর আনুগত্য করা হবে না। তাই স্বামীর কথা মত দিন শেষ হয়ে এলেও রোযা ভেঙ্গে ফেলেন তিনি' (তবাকাতে ইবনে সা'দ, খ- ৮, পৃষ্ঠা ২৮৪)।

স্বামীর আনুগত্যের কী উজ্জ্বল উদাহারণ! তাও আবার মৃত্যুর পর! স্বামীর মৃত্যুর পরও যারা আক্ষরিকভাবেই তার কথা রক্ষার্থে এমন আনুগত্য প্রকাশ করেছেন স্বামী জীবিত থাকাবস্থায় তার প্রতি কেমন অনুগত ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

আরেকটা ঘটনা। তিনিও একজন খলীফার স্ত্রী। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম সৌভাগ্যের অধিকারিণী একজন নারী। তার বাবাও ছিলেন খলীফা, স্বামীও ছিলেন খলীফা, চার ভাইও ছিলেন খলীফা। হযরত ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের স্ত্রী। তার চার ভাইও একের পর এক খলীফা হয়েছেন। পরম আদর-যত্নে লালিত-পালিত এ মহিলার বিয়েও হয়েছে মহা ধুমধামের সাথে। বাবা তৎকালীন খলীফা আবদুল মালিক সোনা-গয়না, হিরে-জহরতের 'ভান্ডার' যেন উজাড় করে দিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে। তবে ওমর বিন আবদুল আযীয যখন খলীফা হন স্ত্রীকে সমুদয় গহনা বাইতুল মালে জমা দিতে বলেন। ফাতিমা (রাহঃ) ও স্বামীর কথা মত সবকিছু বাইতুল মালে দিয়ে দেন। ওমর বিন আবদুল আযীয (রাহঃ) যখন মারা যান স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির জন্য ওয়ারাসাত হিসেবে কোনো সম্পদ ছিল না। তার ভাই ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালেক যখন ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর খলিফা হন তখন বোনকে বাইতুল মাল থেকে তার সমুদয় সোনা-গহনা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি তখন বললেন, 'এ সব তো আমীরুল মুমিনের কথা মত বাইতুল মালে দান করে দিয়েছি- আমি জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করে মৃত্যুর পর তার অবাধ্য হতে পারব না' (আদদুরুল মানসুর ফি তাবাকাতি রিবাতিল খুদুর, পৃষ্ঠা ৩৬৬)।

যখন তার সামান্য কিছু টাকারও ছিল মহা প্রয়োজন তখনও বর্তমান সময়ের মূল্যমানে কোটি টাকার সম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেবলমাত্র স্বামীর কথা রক্ষা ও তার আনুগত্যের জন্য। এ ত্যাগ ও কুরবানীর জন্যই ইতিহাসের পাতায় ওমর ইবনে আবদুল আযীযের পাশে তার নামটিও জ্বলজ্বল করছে চাঁদের মত; আজ হাজার বছর পরও।

*(**তথ্যসূত্রঃ** উম্মে আদীবা সাফফানা)*

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কিছু মজার খুনশুটি

একটা স্ট্যাটাস দেখে অনেক ভাল লেগেছিল। বিবাহিত কাপলদের জন্যে। একটা নিজেদের জন্যে সুন্দর বাক্স তৈরী করা। সারা সপ্তাহের ইমোশন জমা হবে সেখানে। বাক্স খোলা হবে প্রতি সপ্তাহে। সারা সপ্তাহের বলতে না পারা জমানো ক্ষোভ, ভালবাসা, ছোট ছোট অনুভূতিগুলো জমা হবে সেখানে। জমা হবে কিভাবে সেদিন বিদায় না নিয়ে অফিসে চলে যাওয়ায় আপুটার কত খারাপ লেগেছিল, জমা হবে সেদিন বাজার করতে ভুলে যাওয়ায় আপুটার ঝাড়ি খেয়ে ভাইয়াটার মন খারাপের কথা, আপুটার টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট গিফটটা দেখে চোখে পানি চলে আসার কথা, ভাইয়াটার কোন এক মুহূর্তের লেখা আলহামদুলিল্লাহ, আমি এত সুখী কেন!!!

ক্ষোভগুলো আর জমে থাকবে না... যে অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা হত না, সেগুলো প্রকাশ হবে, জমানো কথাগুলো নতুন রঙ দেবে।

খুব খারাপ লাগে সম্পর্কের টানাপোড়ন দেখলে। কেন ভাইয়াগুলো চিন্তা করে না, 'আমার ওয়াইফ অনেক ভাল, সে আমাকে কখনো খারাপ বলবে না', আসলেই ঠিক ভাইয়ারা। কিন্তু বুক চিড়ে বের হওয়া দীর্ঘশ্বাসগুলো, আপনার জন্যে বালিশ ভেজানো চোখের পানিগুলো, আপনার দেওয়া অসম্ভব মন খারাপের মুহুর্তগুলো, আপনার ব্যবহারে বুক ভেংগে আসা কান্নাগুলোর, হৃদয়ের ভাঙা টুকরোগুলোর হিসেব কেউ না রাখলেও এক জনতো রাখছেন, তাই না। আপনি কি জবাব দিবেন?

হে মুসলিম ভাই, আপনাকেই বলছি, কিভাবে পারেন আপনি অথচ আপনি নাকি আপনার রবকে ভয় করেন...

আপুরা স্বামীদের দ্বীনদার করে তোলেন। একজন ভাই যে আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভালবাসেন, যিনি শেষ বিচারের দিনকে ভয় করেন সে আপনার পূর্ণ হক আদায় করবে, আপনাকে রাণীর মত মর্যাদা দেবে, আপনার ছোট থেকে ছোট জিনিস খেয়াল রাখবে... কেন?

ভাইয়ারা আপুরা বাড়ি, গাড়ি চান না, আপুরা একটু সময় চান, একটু ভালবাসার প্রকাশ চান, একটু ভালবাসি শুনতে চান। হঠাৎ হঠাৎ একটু ফুল, হঠাৎ ভালবাসার মেসেজ দেওয়া। হিসেব করুণ এই সপ্তাহে ভালবাসা প্রকাশ করতে ভুলে যাননি তো।

তাকে তার বাবার বাড়ি নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, বাসার সবাই ভাল কিনা, মাঝে মাঝে তাকে টাকা দিন বাসার জন্যে গিফট কিনতে, খুব দামী তো কিছু না, একটা বড় কেক অথবা বড় ফুলের তোড়া, এভাবে টিপস দিন। বিশ্বাস করুন, আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার চেয়ে ভাল এই পৃথিবীতে কেউ থাকবে না। আপনাকে সে মনে মনে কতটা শ্রদ্ধা করবে আপনি ভাবতেও পারবেন না। তার মায়ের বাড়ি, তাকে স্বাধীনতা দিন যখন খুশি বাসায় যাওয়ার। বিশ্বাস রাখুন আপনার স্ত্রী এত অবিবেচক না যে আপনার সুবিধা অসুবিধা না দেখেই স্বাধীনতা দেখানো শুরু করবে। কিন্তু সে অনেক খুশি হবে। সে সিজদায় চোখের পানি ফেলবে আমি এত সুখী কেন! স্ত্রীদের বশ করা অনেক সহজ ভাইয়ারা।

আপনার মা বোন অসম্ভব ভাল, ঠিক আছে। কিন্তু এইটা মাথায় রাখবেন তারা সাইকোলজিস্ট না। নতুন একটা মানুষের সাথে আপন ভেবেই হয়ত তারা যে আচরণ করবে, সব ছেড়ে আসা নতুন মানুষটা সে আচরণে ততটাই সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। তাই তাকে জিজ্ঞেস করুন বার বার, 'তোমার কোন সমস্যা হচ্ছে না তো, কারো কথায় খারাপ লাগছে না তো'। সারাটা জীবন সে এটাই মনে রাখবে।

মা ও স্ত্রীর মাঝে ভারসাম্যতা বজায় রাখুন। আপনার মাকে আপনি অনেক ভালবাসেন কিন্তু এই ভালবাসা যেন আপনার বউয়ের প্রতি আপনাকে দায়িত্বশীল হতে শেখায়। আপনার মায়ের নিচে আপনার জান্নাত আর আপনার বউ আপনার কাছে বিরাট একটা আমানত। কোন একজনের প্রতি অন্ধ হবেন না কখনো। মা ই হোক বা বউ, এদের কারো প্রতি আপনার এতটুকুও দায়িত্বহীনতা আপনাকে শেষ বিচারের দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

এক জন স্ত্রীর ওপর আল্লাহ স্বামীকে এক ধাপ উপরের মর্যাদা দিয়েছে, কেন? কারণ দায়িত্ব। আপনার স্ত্রী তার সারা জীবনের পরিচিত ঘর, পরিচিত মানুষ ছেড়ে আপনার কাছে এসেছে, আপনার দায়িত্ব আপনার স্ত্রীকে আপনি দেখে রাখবেন। আপনি যথাযথ মর্যাদা দেবেন তাকে। সে আমানত আপনার কাছে। এক ঘরে সে রাজকুমারীর মত ছিল, আপনি যেন তাকে রাণী হিসেবে রাখেন।

ব্যাপারটা আপনি তখন বুঝবেন যখন আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন। তাই আপুরা নিয়মিত তালিম করবেন ঘরে ৫-১০ মিনিটের জন্যে হলেও। আপনার স্বামী যতই ধার্মিক হোক না কেন, তারপরেও। কারণ দ্বীন চর্চা না থাকলে জং ধরে যায়, জানা কথাই বার বার বার বার শুনতে থাকলে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা দিতেও কষ্ট হয়ে যায়। তাহাজ্জুদ পড়বেন, দোয়া করবেন, এর কোন বিকল্প নাই! ভাইয়াদের মানসিক অবস্থাও বোঝার চেষ্টা করবেন। ক্লান্ত শরীরে বাসায় আসার পর আপনার হাসিমুখে সালাম, ঠান্ডা শরবত, গোছানো ঘরটা ভাইয়াকে চিন্তা করাবে আমার বউটা এত ভাল কেন! সুন্নাত পালন করুন, জীবনটা বদলে যাবে।

ভাইয়ার ফ্যামিলিকে আপন করার চেষ্টা করুন। আপনার স্বামীর জান্নাত আপনার শ্বাশুড়ির পায়ের নিচে- এটা মাথায় রাখবেন। মাঝে মাঝে গিফট কিনে আনুন। হাজবেন্ডকেও টিপস দিন, যাও মায়ের সাথে একটু সময় কাটাও। আকাশের চাঁদ হাতে এনে দিলেও তারা এত খুশি হবে না। মেয়েদের একটা স্বভাব তারা মুখে এক, মনে চাইবে আরেক। মুখে বলবে না, মনে চাইবে হ্যাঁ। আপুরা আপনাদের হাজবেন্ড মানুষ। স্পষ্ট ভাষায় কি খারাপ লাগে, আপনি কি চান, কি পছন্দ করেন বলবেন। এরপর সে অনুযায়ী না হলে রাগ করেন, নিজে মন খারাপ করবেন না যে, 'ও আমাকে একদমই বুঝে না'।

নিজেদের ছোটখাটো ভুলগুলো অগ্রাহ্য করুন। ক্ষোভ পুষে রাখবেন না, একে ওপরের পোশাক হন। দু'জন কখনোই এক সাথে মাথা গরম করবেন না। মাথা ঠান্ডা হলে এরপর সুন্দর করে বুঝিয়ে বলুন, কি করা তার উচিত হয় নাই। একসাথে দ্বীনের চর্চা করুন; রোজা রাখা, তাহাজ্জুদ পড়া, সূরা শেখা। বেশি বেশি সূরা ফুরকানের ৭৪ নাম্বার আয়াত পড়ার তাগিদ দেওয়া। সবচেয়ে বড় জিনিস নিজেদের ফরজের ব্যাপারে

সচেতন হোন।

একটা সম্পর্ক প্রথম থেকেই মিষ্টি মধুর হয় না, তাকে গড়ে নিতে হয়। একজনের অপরজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বোঝাপড়া পারে কুঁড়ে ঘরকেও স্বর্গ করতে! ভালবাসা সবার ঘরে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসুক.. এই দুয়ায়।

*[**Collected From :** Half deen Facebook Page]*

দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও রোমান্টিক করতে কিছু সুন্নাতি টিপস

আর কিছু মুহূর্ত পর বিয়ে, এরপর একজন নারী এবং পুরুষের একে অপরকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, এবং শার'ঈ; আর কোন বাধাই থাকবে না। হবু বর-কনের হৃদয়ের গহীনে উঠা ঝড় এবার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ন্যায় টপ টপ করে ঝড়ে পড়ছে। পেরিফ্যারাল নার্ভাল সিস্টেম কিছুটা বেঁকে বসে এই সময়ে। অতিরিক্ত উত্তেজনা, হবু কাছের মানুষকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, নিজেকে প্রস্তুত করা, বিয়ের ঠিক ৪ দিনের মাথায় একসাথে পূর্ণিমা দেখার ইচ্ছে; এমন নানা বিষয় যখন মাথায় ভর করে, তখন হাত-পা কেমন যেনো অবশ হয়ে উঠে। মেয়েটার হাতের গ্লাসটা হুট করে মাটিতে পড়ে যায়। ছেলেটা আজ রিক্সা ভাড়া নিয়ে আর তেমন একটা হৈচৈ ফেলে দেয় না বরং দু'টো নোট ভুল করে চালকের হাতে গুজে দিয়ে দেয় দৌড়। সত্যি! এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি।

অতঃপর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রথম একে অপরের দিকে চোখ তুলে তাকানোর মাঝে যে মিষ্টতা, প্রশান্তি, আনন্দ এবং সুখ রয়েছে তা বোধহয় সেই কৈশোর বয়স হতে নিজেদের মহান রবের নির্দেশে গুটিয়ে রাখা বান্দা-বান্দীরাই কেবল সত্যিকারভাবে অনুভব করে থাকে। তবে হ্যাঁ বিয়ে এমনই এক 'ইবাদাত যা প্রায় সকলকেই এমন একটা অনুভূতির মাঝ দিয়ে নিয়ে যায়।

পবিত্র যুগল এর নিকট বিয়ের পর প্রথম মাসের প্রতিটা ভোর বিয়ের দিনের প্রথম ভোর হিসেবে মনে হয়ে থাকে। প্রতিটি রাত্রীও তাদের কাছে বিয়ের সেই প্রথম রাত্রীর মতোই অনুভূত হতে থাকে। মধুচন্দ্রিমা যেনো শেষ হবারই নয়। হাস্যজ্জ্বল প্রতিটা রাত এবং

দিন নব-দম্পতির এমনভাবে কাটে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের এমন আচরণ দেখে তাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন।

কিন্তু কিছুদিন পর যখন নব-দম্পতিরা শীতল মেঘের উপর থেকে বাস্তবতায় নেমে আসে, তখন পরিস্থিতি পাল্টে যায় দ্রুত। ছেলেটার অফিসের মাসিক ছুটি শেষ হয়েছে, অজস্র টাকার দেনার ভারে কপালে ভাজ জমেছে, বাসার মাসিক খরচ দিগুণ বেড়েছে, আর ঠিক এ মুহূর্ত থেকে আনন্দ বাতিগুলো নিভে যেতে থাকে আস্তে আস্তে। অধিকাংশ যুগল ঠিক এ জায়গাতে এসেই পিছলে যায়। কিন্তু কেনো?

লক্ষ্য করা যায়, সারাদিন স্বামী অফিস করে এসে রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। প্রচন্ড ক্ষিদে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে গপাগপ দু'গ্রাস গিলে নোংরা বাসনগুলো সিংকে ফেলে রাখে। এরপর সোফায় গা এলিয়ে নিউজ চ্যানেলটায় হালকা চোখ বুলায়। শরীর তখন অত্যাধিক ক্লান্তিতে ছেয়ে যায়। অতঃপর স্ত্রীকে নির্দেশ প্রদান শুরু হয়ে যায়- 'আমার চশমাটা এনে দাও', 'কাল অফিসে যাওয়ার শার্ট আয়রন করা আছে তো', 'একগ্লাস পানি দাও'। এরপর দু'চারটা মেইল বা হাতের কাজ সেরে শুয়ে পড়া। যদি স্বামীর মুড ভালো থাকে তবে ঘুমানোর পুর্বে কিছুক্ষণ খুনসুটি, তাও নিজের প্রয়োজনে। অতঃপর সন্তুষ্টি শেষে নাক ডেকে ঘুম; আর আমাদের সমাজে চাপা পড়ে থাকা গল্পগুলো এভাবেই তৈরী হয়ে আসছে।

অপরদিকে স্ত্রী সারাদিন মত্ত হয়ে থাকে কখন স্বামী ঘরে ফিরবে, অস্থির কালক্ষেপণ চলতেই থাকে। স্বামীর পছন্দের রান্নাগুলো সে করে রাখে। রান্না করতে খুব পটু না হলেও চেষ্টার কমতি করে না। মাঝে মাঝে রান্নায় লবণ বেশী হয়ে গেলে, আবার নতুন করে রান্না বসিয়ে দেয়। নতুন সংসারে তো, তাই এখনো শিখে নিতে পারে নি যে, দুটি আস্ত আলু ছিলে পাত্রে ঢেলে দিলেই যে নুনের পরিমাণটা কমে যেতো। সারাদিন ঘর মোছা, কাপড় ধৌত করা, খুঁটিনাটি কাজ করেও সময় আর কতোটুকুই কাটে! বিকেল হতেই অপেক্ষা যা রাতে গিয়ে স্বামী নিখুঁতভাবে ঘরে এলে তবেই শেষ হয়। কিন্তু সেই আবার দাসীর জীবন। একই প্যাটার্ন চলতে থাকে। স্বামীর কোন কেয়ারই নেই। স্ত্রী কি পরিধান করে আছে সে দিকেও তাকানোর শক্তি নেই। রান্নার ভুল ধরতে বসে গেছে অলরেডী। আচ্ছা স্বামীর দোষগুলোই চোখে পড়ছে তাই না? কিন্তু ছেলেটা যে বিয়েতে

লাখ টাকার উপর খরচ করেছে (সামজিকতা রক্ষার্থে) সেই ঋণ শোধের তারিখ যে ঘনিয়ে আসছে। পাওনাদাররা ফোনে কিছু না বললেও টুকটাক ফোন করে খবর নেয়া শুরু করেছে, সেটা ক'জন বুঝবে! তাই দু'চারটা টাকা ছোট্ট একটা ব্যবসায় ইনভেস্ট করেছে। অফিস থেকে আসতে ওই দিকটায় একটু ঘুরে আসে। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন ছুটি নেয়ায় অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে। দম ফেলার ফুসরুতটাও মিলছে না। স্ত্রীর কথা যে মনে পরে না তাও কিন্তু নয়, কাজের ফাঁকে ঠিকই ইচ্ছে করছিলো একটা ফোন দেয়ার; কিন্তু বেচারা অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা খাওয়ার ভয়ে আর ফোন দেয় না। অফিস শেষে রাস্তার ধারেই ফুলের দোকান দেখে স্ত্রীর জন্য একতোড়া ফুল কিনতে ইচ্ছে হয়েছিলো কিন্তু সাথে অফিস কলিগরা থাকায় আর হয়ে উঠে নি; পাছে না আবার লজ্জা দিয়ে বসে। পুরুষদের ভেতর আর বাহির আসলেই ভিন্ন। বাহিরে তাদের যতোই শক্ত এবং দৃঢ়চিত্তের মনে হোক না কেনো, ভেতরটা বরাবরই কোমল।

এটা ঘটতে থাকে ঠিক তখন, যখন পারস্পরিক স্নেহ, মায়াগুলো দুর্বলভাবে গড়ে উঠে, যখন পারস্পরিক বোঝাপড়ার চেয়ে বাস্তবতা অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়ে যায়। আর এটা এ কারণেই হয় যে, ইসলামের নির্দেশনা কিংবা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শিক্ষা বিয়ের আগে আমরা মোটেও গ্রহণ না করার ফলে। আর পরবর্তীতে সুখ-স্মৃতি নিয়ে শুরু করা একটা হালাল সম্পর্ক হয়ে যায় তেতো, বিস্বাদ।

তাই এ গন্ডি থেকে বের হয়ে সত্যিকার স্বামীরূপে নিজেকে মেলে ধরতে হলে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মতো রোমান্টিক হতে হবে। হয়তো ভাবছেন, রোমিও হলো প্রেমের গুরু! আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আর রোমান্টিক ছিলেন? কিন্তু আমি কসম করে বলছি, পৃথিবীতে এই মহান ব্যক্তির চেয়ে অধিক রোমান্টিক কোন পুরুষের জন্ম হয়নি, যিনি একজন আদর্শ পুরুষ।

সীরাতের পাতায় পাতায় সোনালী গল্পগুলো লিখিত আছে। তিনি নিজ হাতে স্ত্রীদের চোখের পানি মুছে দিতেন, তাঁদের প্রেম-অনুভূতিকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করতেন, তাঁদের সকল সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তাঁদের দুঃখে ব্যথিত হতেন, তাঁদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন, প্রায় ব্যাপারে তাঁদের

সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতেন, স্ত্রীর বান্ধবীদের খবর নিতেন, তাঁদের আত্মীয়ের খবর নিতেন, তাঁদের প্রচন্ড ভালোবাসতেন, ভালোবাসার কথা অকপটে বলতেন, তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট দো'য়া করতেন। একজন আদর্শ পুরুষের এর চেয়ে বেশী আর কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে? একজন স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর তিনটি চাহিদাকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে-

- শারীরিক চাহিদা
- মানসিক চাহিদা
- আধ্যাত্মিক চাহিদা

এর কোন একটির ঘাটতি বয়ে আনতে পারে অসন্তুষ্টি। আর তাই বিয়ের আগ মুহূর্তে সুন্নাহ মোতাবেক পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করার একটা রাফ প্ল্যান করে নিতে পারেন। কিছু বিষয় হাইলাইট করে যদি সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা যায় তবে প্রতিটি ঘর হয়ে উঠবে প্রশান্তিময়। বিয়ে পরবর্তী রোমান্স যেনো আমৃত্যু টিকে থাকে এজন্য নিম্নের সুন্নাতি বিষয়গুলোতে আসুন সকলে একটু চোখ বুলিয়ে নেইঃ

সহধর্মিণীর হৃদয়ের ভাষা বুঝুন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আ'ইশাকে (রাঃ) বললেন, হে আ'ইশা! আমি অবশ্যই জানি কখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক আর কখন অসন্তুষ্ট হও। আ'ইশা জিজ্ঞেস করলাম, তা আপনি কিভাবে জানেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন তুমি এরূপ বল,'মুহাম্মাদের রবের কসম, আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বল, 'ইবরাহীমের রবের কসম'! আ'ইশা (রাঃ) বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহর শপথ! (রাগের সময়) আমি কেবল আপনার নামটাই বাদ দেই।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর রাসুল (সা) তাঁর সহধর্মিণীর হৃদয়ের অনুভূতি কতোটা গভীরভাবে বুঝতেন। আসলে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক তো এমনই হওয়া উচিত। একে অপরের সুখ-দুঃখ যতো বেশী বুঝতে পারবে ততো তাদের মাঝে প্রশান্তি বিরাজ করবে।

স্ত্রী দুঃখ পেলে সান্ত্বনা দেয়া

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রিয় সহধর্মিণী সাফিয়াহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী ছিলেন। তো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত সাফিয়াহর (রাঃ) গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন- আ'ইশা এবং যায়নাব বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহর স্ত্রী এবং গৌরবের দিক হতে একই রক্তধারার অধিকারিণী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কেন বললে না যে, 'আমি আল্লাহর নবী হযরত হারুণের বংশধর ও হযরত মুসার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার স্বামী। অতএব তোমরা কোন দিক হতে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পার?' অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর নিজ হাত দিয়ে সাফিয়াহর (রাঃ) চোখ মুছে দিলেন।

বিয়ের পর একটি দম্পতির মাঝে অবশ্যই এই গুণটি বিরাজ করতে হবে। আপনার বেটার হাফ সবসময় হাস্যজ্জ্বল থাকবে এমন ভাবাটা বোকামী। এসময় একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের কাছে টানতে হবে।

স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শোয়া

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) প্রায়সময় উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রাঃ) এর কোলে মাথা রাখতেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর আ'ইশা (রাঃ) এর উরুর উপর মাথা রেখে শুতেন। যখন আ'ইশা (রাঃ) ঋতুমতি অবস্থায় উপনীত হতেন, তখন তিনি (সাঃ) তাঁর উরুর উপর শুয়ে কোর'আন তিলাওয়াত করতেন।

একজন পুরুষ তার বৈবাহিক জীবনে কতোবার এভাবে স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে শুয়েছেন?? একটাবার ভাবুন, মহিলাদের এই সেন্সেটিভ সময়ে আপনার একটু সূক্ষ্ম আহ্লাদ তার মনের দুঃখ নিমিষেই ভুলিয়ে দিতে পারে। একবার মাথা রেখে দেখুনই না স্ত্রী সব উজাড় করে দিয়ে দিবে, প্রমিজ। এক্ষেত্রে একজন স্ত্রীরও উচিত স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে নিজের কথাগুলো শেয়ার করা। নিশ্চিত স্বামী বেচারা পরদিন আস্ত গোলাপ বাগান নিয়ে আসতেও কুন্ঠাবোধ করবেন না।

একে অপরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিন

উম্মুল মু'মিনীন আ'ইশা (রাঃ) প্রায় সময় রাসুলুল্লাহর (সাঃ) মাথার চুল আঁচড়ে দিতেন। এমনকি তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মাথা ধৌত করে দিতেন।

আমি তো মনে করি, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছাকাছি আসার এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, একে অপরের মাথায় সিম্পলি হাত বুলিয়ে দেয়া বা একে অপরের চুল আঁচড়ে দেয়ার মাধ্যমে যে ভালোবাসার আদানপ্রদান হবে তা অবিশ্বাস্য।

একই পাত্র হতে খাওয়ার অভ্যাস শুরু করুন

যখন উম্মুল মু'মিনীন আ'ইশা (রাঃ) গ্লাসে করে পানি খেতেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ঠিক প্রিয় সহধর্মিণীর ঠোঁট লাগা অংশে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করতেন। যখন আ'ইশা (রাঃ) গোশত খেতেন, তখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আ'ইশা হতে গোশতটা টান দিয়ে নিয়ে নিতেন, এবং ঠিক আ'ইশা (রাঃ) যেদিকটায় ঠোঁট লাগিয়ে খেয়েছেন, একই স্থান থেকে তিনি (সাঃ) ও খাওয়া শুরু করতেন।

অফিস থেকে আসতে দেরী হোক আর যাই হোক, স্ত্রীর সাথে আজ হতে মাঝে মাঝে একই প্লেটে, একই গ্লাসে খাওয়া শুরু করুন। (প্রতিদিন করতে বলবো না, নাহয় নেকামি ভেবে বৌ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব জেগে উঠতে পারে)। এতে হৃদতা, ভালোবাসা বাড়বে। খেতে খেতে দু'জনার হৃদয় হতে এমন ফ্রেগ্রেন্স বের হবে, আহ! শুধু সুকুন আর সুকুন।

লজ্জা ফেলে মুসাহাফা করুন

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) প্রায় সময় স্ত্রীদের চুমু খেতেন। তাঁদের সাথে আদর আহ্লাদ করতেন। যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সিয়াম রাখতেন, ঠিক তখন তিনি স্ত্রীদের চুমু দিয়েছেন এমন কথাও হাদিসে পাওয়া যায়।

স্ত্রীর চোখে চোখ রাখা, তার কাজের মধ্যখান দিয়ে হুট করে চুমু দিয়ে আসা, আপনার ভালোবাসার গভীরতাকে আপনার স্ত্রীর অন্তরে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। ভালোবাসা

লুকোনোর বিষয় নয়, তা প্রকাশ করার মাধ্যম ইসলাম শিখিয়েছে আমাদের। লজ্জা ভুলে একে অপরের সম্মুখে ভালোবাসা প্রকাশ করা শুরু করুন। একে অপরের সাথে মিলিত হন, কাছে টানুন। নিশ্চই স্বামী স্ত্রীর পবিত্র মিলন সাদাকাহ হিসেবে আল্লাহতা'লা কবুল করেন।

একে অপরের মুখে হাত তুলে খাইয়ে দিন

ভালোবাসা প্রদর্শনের উত্তম মাধ্যম হলো এই ক্ষুদ্র কাজটি। নিজ হাতের উপার্জন স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়াও সওয়াবের কাজ। ভালোবাসার অস্তমিত সূর্যকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে এর তুলনা নেই।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, "... তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্যেশ্যে যা ব্যয় করবে তার উত্তম প্রতিদান পাবে। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া লোকমার বিনিময়েও।"

স্ত্রীর হাতের কাজে সাহায্য করুন

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি আ'ইশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ (সা) ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন অর্থাৎ গৃহস্থালির কাজে পরিবার-পরিজনের সহযোগিতায় থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো নামাজে চলে যেতেন।

স্ত্রীর ঘরের কাজে সাহায্য করা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ। নিশ্চই এই সুন্নাহর ব্যাপারে পুরুষদের সজাগ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। সারাদিন গৃহস্থালি কাজ করতে করতে স্ত্রী যখন হাঁপিয়ে উঠে, বন্ধের দিনগুলোতে পুরুষদের উচিত তাদের কাজে সাহায্য করা। এতে ভালোবাসা বাড়বে বৈ কমবে না।

স্ত্রীর সাথে গল্প করতে ভুলবেন না

বাসায় স্ত্রীর সাথে যে মুহূর্তগুলো কাটাবেন, ঠিক এসময়গুলো চেষ্টা করবেন প্রিয় মানুষের সাথে গল্প-গুজব করে কাটাতে। মাঝে মাঝে হাস্যরস এবং দুষ্টুমি করবেন। এতে আপনাদের মাঝে ভালোবাসা বাড়বে। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) প্রায় সময় তাঁর স্ত্রীদের গল্প শোনাতেন। আ'ইশা (রাঃ) কে তিনি উম্মে যারাহ এর বিখ্যাত গল্প শুনিয়ে

বলেছিলেন যে, "হে আ'ইশা আমি তোমাকে আবু যারাহ এর মতো ভালোবাসি, যেভাবে সে উম্মে যারাহকে ভালোবাসতো।"

প্রতিদিন বাইরে যে কর্মব্যস্ত সময়ে কাটে তা প্রিয় সহধর্মিণীকে শেয়ার করতে পারেন, এতে আপনার উপর তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে জন্মাবে।

স্ত্রীকে নিয়ে তার প্রিয় জায়গায় ঘুরতে যান

একবার ইথিওপিয়া থেকে কিছু লোক এসে মাসজিদ-আন-নববীতে তরবারি খেলা দেখাচ্ছিল। আ'ইশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কে বললেন, তিনি খেলা দেখতে চান। এমন অবস্থায় আমরা হলে কী বলতাম? হ্যাঁ!! উম্মাহর এই অবস্থা আর তুমি চাও খেলা দেখতে!! ছি! যাও যাও কুরআন পড়, তাফসীর পড়। অথচ রাসূল (সাঃ) আ'ইশাকে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে আড়াল করে সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। এত দীর্ঘ সময় তিনি খেলা দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বারবার এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। তিনি আ'ইশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে তাঁর দেখা শেষ হয়েছে কিনা। আ'ইশা বললেন তিনি আরো দেখতে চান। কোন আপত্তি না করে রাসূল (সাঃ) সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। দীর্ঘক্ষণ পর আ'ইশা (রাঃ) নিজেই ক্লান্ত হয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। এরপর রাসূল (সাঃ) তাঁকে বাসায় নিয়ে আসলেন।

কি শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাই না ছিলো আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সহধর্মিণীদের মাঝে! আপনিও একই সুন্নাহ অনুসরণ করুন, ভালোবাসায় টইটম্বুর অবস্থা হবে।

স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করুন

আ'ইশা (রাঃ) তখন হালকা গড়নের ছিলেন। রাসূল (সাঃ) কোন এক সফর থেকে ফিরছিলেন। সাথে ছিলেন আয়েশা। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, সামনে এগিয়ে যেতে। তাঁরা চোখের আড়াল হলে রাসূল (সাঃ) আ'ইশাকে দৌড় প্রতিযোগীতায় আহ্বান করলেন। আয়েশা জিতে গেলেন সেইবার। এর কয়েকবছর পর একই সিনারিও। আবার রাসূল (সাঃ) আ'ইশাকে (রাঃ) দৌড় প্রতিযোগীতায় আহ্বান করলেন। এবার রাসূল (সাঃ) জিতে গিয়ে মজা করে বললেন, "এটা আগেরটার

শোধ।”

আমাদের দেশের পুরুষরা কি স্ত্রীর সাথে এমন প্রতিযোগিতা করেছে কখনো? আপনি শুরু করুন। রাসুল (সাঃ) কে ভালোবেসে আপনি যদি একইভাবে আপনার স্ত্রীকেও ভালোবাসতে থাকেন, এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।

সহধর্মিণীকে প্রিয় নামে ডাকুন

আ'ইশাকে (রাঃ) নবী (সাঃ) আদর করে ডাকতেন ‘হুমায়রা’ বলে। হুমায়রা অর্থ ‘লাল বর্ণের রমনী’। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর মাখা ডাক শুনে আ'ইশা (রাঃ) কাছে আসতেন তাকে জড়িয়ে ধরতেন। এরপর কবিতা পাঠ করে আল্লাহর রাসুলকে (সাঃ) শোনাতেন। এমনও হয়েছে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) একবার আ'ইশার (রাঃ) দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলেন, “তোমার চক্ষুদ্বয় কত্ত সাদা!”

প্রিয় সহধর্মিণীকে এমন ভালো অর্থবোধক নামে ডাকতে পারেন, এতে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। একে অপরকে যতো বেশী কম্পলিমেন্ট দেয়া যায়, ঠিক ততো একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখতে সুবিধে হবে।

প্রিয় মানুষের জন্য নিজেকে সাজান

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,“আমি যেমন আমার জন্য স্ত্রীর সাজগোজ কামনা করি, অনুরূপ তার জন্য আমার নিজের সাজগোজও পছন্দ করি।” অর্থাৎ যাবতীয় সাজসজ্জা যেনো কেবল প্রিয় মানুষকে খুশি করার জন্যই করা হয়, এতে পস্পরের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে এবং একে অপরকে আরো অধিকভাবে কাছে টানতে পারবে।

আমাদের দেশের নারীরা তো এক্ষেত্রে বলা চলে স্বামীর সামনে ছেঁড়া পুরোনো কাপড়ই পরিধান করে। অথচ এক্ষেত্রে উচিত সবচেয়ে বেস্ট পোশাক একে অপরের জন্য পরিধান করা।

সুগন্ধী ব্যবহার করা

আ'ইশা (রাঃ) এর কাছে যেসব সুগন্ধি থাকত, সেগুলো থেকে উত্তম সুগন্ধি হজরত আ'ইশা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে লাগিয়ে দিতেন। সুগন্ধী আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রিয় ছিলো। তাই স্বামীদের উচিত তাদের স্ত্রীদের সম্মুখে সুগন্ধী ব্যবহার করা, এবং স্ত্রীদের উচিত তাদের স্বামীদের সম্মুখে নিজেকে রঙ দিয়ে সাজানো যা তাকে আকৃষ্ট করে।

বৈবাহিক সম্পর্কের গোপনীয়তা রক্ষা করা

সাংসারিক সমস্যা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা না করাই শ্রেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপভোগ্য বিষয়গুলো গোপন করা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং যার সাথে তার স্ত্রী মিলিত হয়, অতঃপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।"

তাই এ ব্যাপারে খুব সতর্কতার সাথে ডিল করতে হবে। ভুলেও যেনো একে অপরের গোপনীয় কথা অন্যকে না বলা হয়। আমাদের সমাজে অধিকাংশ বিয়ে ভেঙ্গে যায় কেবল এই বিষয়ে অবহেলার কারণে।

স্ত্রীর পরিবার এবং আত্মীয়ের খবর নেয়া

নবীজি (সাঃ) মাঝে মাঝে একটা ভেড়া জবাই করে বলতেন, "এই ভেড়ার মাংস খাদিজার বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দাও।" লক্ষ করুন, নবীজি যে কেবল খাদিজার জীবিত অবস্থায় এমন করেছেন তা নয় বরং তিনি তো খাদিজা (রাঃ) মারা যাবার পরেও তাঁর বান্ধবীদের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রেখেছেন। এটা তিনি করতেন খাদিজার প্রতি ভালোবাসা থেকে।

আবু বকর (রাঃ) একবার বলছিলেন, আমি তিনটি বিষয় খুব পছন্দ করি, এর মাঝে একটি হল– "আমি মুহাম্মদের শ্বশুর..." উক্ত কথা দ্বারা এটাই প্রমাণ করে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) শ্বশুর বাড়ির লোকেদের কেমন মহব্বত করতেন, এবং কতোটা আপন করে নিয়েছিলেন।

তাই স্বামীদের উচিত স্ত্রী পক্ষের আত্মীয়ের এবং পরিবারের দেখাশোনা করা, এবং স্ত্রীর উচিত স্বামীর পরিবারের এবং আত্মীয়ের দেখভাল করা। তবেই একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে এবং ভালোবাসা অটুট থাকবে।

উক্ত সুন্নাতি কাজগুলো যদি বিয়ের পূর্বে একজন পুরুষ এবং নারী চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন, তবে বিয়ের পরবর্তী মুহূর্তগুলো কাটবে চমকপ্রদ। আমৃত্যু সুকুনের সাথে বসবাস করে যেতে পারবেন, যার শেষ গন্তব্য হবে আল-জান্নাত। আল্লাহ আমাদের আমলগুলোকে আরো সুন্দর করে দিক, এবং আমাদের মাঝে যারা অবিবাহিত তাদের দ্রুত বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার তৌফিক দিক।

দাম্পত্য জীবনে ৭টি কারণে ব্যর্থ যে নারী

এককথায় একগুঁয়ে ও জেদী নারীরাই দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থ এবং এমনকি আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক গড়তে ব্যর্থ। যে নারী সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে আবেগ-ভালোবাসা আর নমনীয়তার বিচক্ষণতা হারিয়েছে আর নিজের মতামত ও জিদকে প্রাধান্য দিয়েছে, সেই দাম্পত্য জীবনে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু কেন? সে বিষয়ে লিখতে গিয়ে অধ্যাপিকা আমীনা মাসআদ আল হারবী গুরুত্ব দিয়েছেন যে সকল দিককে,

১) কেননা তখন সে স্বামীর সাথে টানাটানি ও ঠেলাঠেলিতে প্রবেশ করবে। বিজয়ের জন্য নিজের আমিত্বকে জাহির করতে চাইবে। আর তখনই সে স্বামীর জিদের সামনে পরাজিত হবে। এমনকি তার বিরুদ্ধে নিকটস্থ ব্যক্তিরাও জেদী হয়ে উঠবে। কেননা পুরুষরা জেদী স্ত্রী বা একগুঁয়ে বোনের সামনে আরো বেশী কঠোর ও জেদপ্রবণ হয়ে উঠে। কিন্তু নমনীয় নারীর সামনে তারা হয় কোমল।

২) জেদী নারী ধারণা করে, সে যদি নিজের মতামতের উপর দৃঢ় থাকে এবং দ্বন্দ্বের ঝড়ে অটল থাকতে পারে, তবে সে বিজয়ী হবে। কিন্তু একথা ভুলে যায় যে, নিজের মতের ক্ষেত্রে জিদ করে যদি একটা বিজয় পেয়েও যায় কিন্তু বিপরীত দিকে সে এমন একটি হৃদয় হারাবে যে তাকে ভালোবাসতো।

৩) অধিকাংশ ঘটনায় পণ্ডিতগণ সহজ-সরল নম্র ও আবেগপ্রবণ স্বামীভক্ত নারীদের প্রশংসা করেছেন। যে নারী নম্রতার সাথে স্বামীকে সঙ্গ দেয় ও তার ভালোবাসা আদায় করার কৌশল বুঝে, তাকেই স্বামী অধিক ভালোবাসে ও তাকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

৪) ঝড় উঠলে তা চলে যাওয়ার জন্য যে নারী মাথা নামিয়ে নুয়ে পড়ে, সেই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। তার পক্ষেই সংসারকে চিরকাল আঁকড়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু যে নারী শুকনো গাছের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, সে মচকে যায় বা এমনভাবে ভেঙ্গে যায়- যা আর জোড়া লাগে না।

৫) নিজের মতের উপর অটল জেদী নারীর বিশ্বাস হচ্ছে, 'আমিই বিজয়ী হব, তুমি পরাজিত হবে'। এ নারী মূলতঃ অন্যকে ধ্বংস করার পূর্বে নিজেকেই ধ্বংস করে। সর্বদা আফসোসের জীবন অতিবাহিত করে। যার তিক্ততা সে ভোগ করে দুনিয়া ও আখেরাতে।

৬) পারিবারিক কনসালটেন্সি বিভাগে কাজ করে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, "একগুঁয়ে ও জেদী নারীদের পরিণাম শেষ হয় তালাকের মাধ্যমে। ফলে তারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে হয় ব্যর্থ।"

৭) এক বেদুঈন নারী তার কন্যার বিদায়ের দিন যে উপদেশ দিয়েছিল তা অত্যন্ত চমৎকার প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা এবং পরীক্ষিত সত্য। সফল স্ত্রীরা এর বাস্তবতাকে প্রমাণ করেছেন। উপদেশটি হচ্ছে: "তুমি স্বামীর সামনে নিজেকে একজন দাসীতে পরিণত কর। দেখতে পাবে অচিরেই সে তোমার দাসে পরিণত হয়ে যাবে।"

ভালো পুরুষরা ধৈর্য্যশীল ও উদার হয়ে থাকে, কিন্তু নির্বোধ ও একগুঁয়ে-জেদী নারীরা তাদেরকে শত্রুতে পরিণত করে।

তথ্যসূত্র

লেখিকাঃ *প্রফেসর আমীনা মাসআদ আল হারবী*

সহকারী প্রফেসর, কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ক্লান্তি ও বিরক্তি যখন আসে

বিয়ের পর থেকেই আপনার অস্তিত্বের সাথে আরেকটা মানুষ জুড়ে রয় প্রায় প্রতিটি মূহুর্তেই। উপস্থিতিতেই থাকুন বা অলক্ষ্যেই থাকুন অপরজন আপনার সত্ত্বার সাথে মিশেই থাকেন। স্বামী-স্ত্রী হওয়া এই দু'জন মানব-মানবী পরস্পরের পরিপূরক। একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতই অসাধারণ হন না কেন, সৃষ্টিগতভাবে তার যেই সীমাবদ্ধতাগুলো, সেগুলোকে ঢেকে রাখেন সেই প্রিয়জনটি, তিনি আপনার শারীরিক-মানসিক-আত্মিক অভাবগুলোকে মেটাতে সাহায্যকারী হবার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু তবুও, মাঝে মাঝে সম্পর্কটির অনেক কিছুর কথা ভেবেই নিজেকে যেন অনেক ক্লান্ত মনে হয়। মনে হতে পারে এত সব কষ্ট, এত আবেগ আর পরিশ্রম আমার কি বিফলে যাচ্ছে? এরকম ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া অনুভূতিগুলোকে ভুল বুঝবেন না, এটা মানবিক। তবে এরকম ক্লান্তির সাথে ভর করে শয়তান কাজ করবে আপনার উপরে। দাম্পত্য জীবনটাকে নিপুণ জীবন ধরে নিবেন না দয়া করে। এই জীবনটা গড়ে নেয়ার, দু'জনে মিলে গড়ে তোলার।

জীবনসঙ্গীর জন্য আপনি ক্রমাগত অনেক পরিশ্রম করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বামী/স্ত্রীর জন্য যে কষ্টটুকু, খরচটুকু আপনি করেন তার উত্তম প্রতিদান আল্লাহ নিশ্চয়ই দিবেন। কিন্তু তাই বলে মানসিক বা শারীরিক টায়ার্ডনেসের ফলে অপরজনের উপরে বিরক্তি বা নিজেদের সংসার বা সম্পর্কের উপরে বিরক্ত যদি হয়ে পড়েন তাহলে মনে রাখবেন আপনি শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন। মনে রাখবেন, এই মন এবং শরীরের স্রষ্টা যিনি, তার কাছেই শক্তি চাইতে হবে। আপনার স্বামী/স্ত্রীও দুর্বল; তিনিও একজন ভুলত্রুটি মেশানো একজন মানুষ। সম্পর্ককে তাজা রাখতে তাই আপনার নিজেরও তাজা থাকা প্রয়োজন। অনেকসময় আপনার নিঃশব্দ আলিঙ্গনটুকু আপনার জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনীকে অনেকখানি আশ্বস্ত করে, শক্তিশালী করে। সম্ভব হলে এই কাজটুকু কেন করবেন না?

যখন পরিশ্রান্ত লাগবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আপনার অন্তরকে, শরীরকে, মনকে উদ্দীপ্ত করে দেন। দোয়া করুন যেন আল্লাহ আপনাদের দু'জনকে দু'জনার চক্ষুশীতলকারী সঙ্গী হিসেবে কবুল করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান

থাকবেন। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে শয়তান একেকজনকে হতাশ করে দেয়, যা আরো অনেক পাপকাজের সূচনা করে। আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোতে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কগুলোকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও খারাপ মানুষের হিংসা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তো প্রেমময় ও ক্ষমাশীল।

পুরুষদের যেসব ভুলে সংসারে অশান্তি হয়

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাইলে ছেলেদের একটু বেশি সচেতন হতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেরা বুঝেই হোক অথবা না বুঝেই কিছু বোকামি করে ফেলে। এর রেশ ধরেই শুরু হয় সংসারে অশান্তি। আপনি যদি এমন খারাপ ভুলগুলো না করতে চান, তাহলে নিচের তালিকা একবার দেখে নিতে পারেন।

নিজের মায়ের সঙ্গে বউয়ের তুলনা করা

এই বিষয়টি মেয়েরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সব সময় মনে রাখবেন, মায়ের মতো কখনো কেউ হতে পারে না। তাই অযথা তুলনা করে সংসারে অশান্তি করার কোনো দরকার আছে?

স্ত্রীকে গুরুত্ব না দেয়া

স্ত্রী হচ্ছে স্বামী ও সংসারের অপরিহার্য একটি অংশ। অনেক ছেলেরাই স্ত্রীকে কোন কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চায় না। অকারণে বকা-ঝকা, অবহেলা, স্ত্রীর মতামতকে উপেক্ষা করার মতো মারাত্বক খারাপ কাজগুলো করে থাকে; যা বেআইনি ও জঘন্য। এতে করে সম্পর্ক ও সংসারে উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

স্ত্রীকে হুকুম দিয়ে কাজ করানো

এমনিতেই আপনার স্ত্রী নিজেই পুরো ঘরের কাজ সামলান। তবুও অনেকেই বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হুকুম করতে থাকেন। এ আচরণ চলতে থাকলে কখনোই সুখী হতে পারবেন না।

স্ত্রীকে না জানিয়ে হঠাৎ করেই বন্ধুদের বাসায় দাওয়াত দেওয়া

এই আচরণে মেয়েরা খুবই বিরক্ত হয়। ঠিকই সব রান্না করে আপ্যায়ন করেন, এর শোধ কিন্তু ঠিকই স্বামীর ওপর তোলেন! তাই দাওয়াত যদি দিতেই হয়, স্ত্রীর অনুমতি নিতে ভুলবেন না।

স্ত্রীর পরিবার নিয়ে হাসি-তামাশা করা

মেয়েরা কখনোই সহ্য করতে পারেন না যে, কেউ তাঁর পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুক। আর সেই ভুল যদি আপনি নিজেই করেন, তাহলে আপনার স্ত্রী কখনোই আপনাকে মাফ করবেন না।

নিজের অতীত নিয়ে স্ত্রীর সামনে কথা বলা

স্ত্রীর সামনে বারবার নিজের অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার বোকামি অনেকেই করেন। এটা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি অবুঝের মতো একটি আচরণ। কিছু কথা নিজের কাছে রাখুন, তাতে আপনারই মঙ্গল!

স্ত্রীর প্রতি কিছু দায়িত্ব যা দাম্পত্য জীবনকে আরো মধুর করে

দিনশেষে ঘরে ফিরে এটাই হয় আপনার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনার প্রথম কথা। আপনি আসলে কি করছেন আপনি জানেন? আপনি আপনার দাম্পত্য জীবনকে নিজ হাতে ধ্বংস করছেন। এখন আমি কিছু প্রশ্ন করবো আমার ভাইদের উদ্দেশ্যে। আমার প্রশ্নগুলো বোনদের পক্ষ থেকে নয় বরং একজন সাংসারিক পুরুষ হিসেবে অপর পুরুষদের উদ্দেশ্যে।

- আপনি শেষ কবে আপনার স্ত্রীর জন্য উপহার হাতে ঘরে ঢুকেছিলেন তাকে চমকে দেবার জন্য?
- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য অন্তত কিছু একটা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, একদম নিজ থেকেই, তার কোন আবদার ছাড়াই?

- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের পাশের বাজারটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে আপনার স্ত্রী কেনাকাটার জিনিস বাছাই করতে করতে আপনার মতামত চাইছিল আর আপনি বলছিলেন, 'এটা না, হুম ওটা নাও...'?
- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে বিনা আবদারে বাহিরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলেন?
- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশের দোকান থেকে কিছু একটা কিনে দিয়েছিলেন- অন্তত একটা আইসক্রিম?

একটু মনে করুন..... ।

আসলে সত্য কথাটা কী জানেন? আপনার স্ত্রী আপনার থেকে বেশি কিছু চান না, আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর আবদারগুলো খুবই সীমিত। আপনার কাছে আপনার স্ত্রী যা চান তা হলো- আপনার সময়, তার প্রতি আপনার আর একটু বেশি মনোযোগ। খুব কি বেশি এই চাওয়াটুকু?

জীবনসঙ্গিনীর কাছে একজন আদর্শ পুরুষ হওয়ার কিছু কথা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একে অন্যকে ভালবাসে এমন দুজনের জন্য বিয়ের মত উত্তম আর কিছু আমি দেখি না" (ইবনে মাযাহ, বিয়ে/১৮৪৭)।

যখন এটি ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী করা হয়, তখন ভালোবাসার এ সম্পর্কটি ইবাদাতে পরিণত হয়। ইসলাম হালালকে সহজ করেছে, আর হারামকে করেছে কঠিন। এজন্যই বিয়ে এতটা সহজ, সরল ও বাহুল্য ব্যয় থেকে মুক্ত। কিন্তু আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বসবাস করছি, যেখানে হালালকে ব্যয়বহুল, জটিল ও কঠিন করে ফেলা হয়েছে, আর হারামকে করা হয়েছে সহজলভ্য। মূল্যবোধের এই বিকৃতির কুফল এখন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক ভালো আচরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। আর এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আরো সুন্দর, মধুর ও টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় যা তাদের ভালবাসাকে প্রতিদিন নতুনত্ব করে তুলবে, সম্পর্ককে আরো গাঢ় করবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কে সবচেয়ে ভাল মানুষ?' তিনি বলেন,"যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল"। আর একে অপরের কাছে ভাল মানুষ হওয়ার জন্য দুজনেরই আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন।

আল্লাহপাক কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে কৃতজ্ঞদেরকে অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আবার অকৃতজ্ঞদের ব্যাপারে শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাই এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একে অপরের মধ্যে তাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখি করে তুলবে। তাই জীবনসঙ্গীকে প্রায়ই তার ভাল গুণগুলোর প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতাভরে তাকে ধন্যবাদ দেয়া, দাম্পত্য জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট সৃষ্টি করবে। বিরক্ত ও অনিহা ভাব নিয়ে ধন্যবাদ দেয়া, আসলে ধন্যবাদ নয়। আর যদি এমন মনে হয়, আচমকা ধন্যবাদ শুনে জীবনসঙ্গী প্রচন্ড অভিঘাতে মারা যাবে, তবুও ধন্যবাদ দিয়ে অন্তত তাকে খুশি মনে মরতে দেয়া উচিত।

পরস্পরের ক্ষেত্রে খারাপ স্মৃতিকে ভুলে, সুন্দর স্মৃতির সুরভিতে মস্তিষ্কের কোষগুলোকে ভরিয়ে তোলার মাধ্যমে পরস্পরের কাছে হিরো/হিরোইন হওয়া যেতে পারে। খারাপ স্মৃতি শুধু ময়লা-আবর্জনার মত দুর্গন্ধই ছড়াবে। এক্ষেত্রে সঙ্গীকে সুন্দর স্মৃতি উপহার দেওয়া। সুন্দর স্মৃতি বলতে এমন কিছু বোঝাতে চাচ্ছি, যে উপহারগুলোর দিকে তাকিয়ে বা মনে করে, সেই সুন্দর মূহুর্তের সুন্দর স্মৃতিগুলোকে মনে রাখা যাবে। কোন উপহার দিলেন সেটা মুখ্য নয়, কিভাবে দিলেন সেটাই মুখ্য। নিজের সৃজনশীলতা এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। ভাবতে হবে কিভাবে সঙ্গীকে খুশি করা যায়। সেজন্য সবচেয়ে সুলভ, ভালো কিন্তু শক্তিশালী স্মৃতি হতে পারে লম্বা আলিঙ্গন ও চুম্বন। দিনে কয়বার আপনি এই উপহারটি জীবনসঙ্গীকে দেন, তাকে কয়বার চুমু দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজে তার স্ত্রীদের চুমু দিতেন ও আলিঙ্গন করতেন। তিনি বলেন, "নিজের স্ত্রীদের কাছে ভাল হও, আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম"। এটা করলে দুটি দিকে লাভবান হওয়া যাবে। একটি হল একটি সুন্নাত পালন, অপরটি নিজেদের মধ্যে

অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি তথা ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

সবকিছুর শুরু আর শেষ আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে। কাজেই এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। ভালো কাজে একে অপরকে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে একসাথে সালাত আদায় করা, দীর্ঘদিন এক সাথে থাকা, একে অন্যকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে তোলা, একে অন্যের কুরআন তিলওয়াত শোনা, পরস্পর একসাথে যতটুকু সম্ভব দ্বীন শিক্ষা করা। এভাবে ভালো কাজের জন্য একে অন্যর সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করলে একে অপরের কাছে হিরো/হিরোইন হিসেবে গড়ে উঠা যাবে। নিজের বিরুদ্ধে নিজে জেতা যায় না। দাম্পত্য জীবনে নিজের জেতার চিন্তা করা মানে, নিজের নাক কেটে মুখকে বিকৃত করার মত। কারণ সেই তো আপনি, আপনিইতো সে। তাই আপনি হারলে তো হারলেনই, আর জিতলেও হারলেন....

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "একজন মুমিন পুরুষের কখনও উচিত নয় একজন মুমিন নারীকে অবজ্ঞা করা। যদি সে ঐ নারীর চরিত্রের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু খুঁজে পায়, তাহলে তার মধ্যে পছন্দনীয় অনেক বিষয় খুঁজে পাবে" (সহীহ মুসলিম, ৩৪৬৯)।

দুজনে মিলে একসাথে আনন্দ করা, দুজনে মিলে কিছুটা হাসি-তামাশা করা। সঙ্গীর প্রতি নয়, বরং তাকে সাথে নিয়ে হাসা। কারণ দুজন দুজনের পোশাক, তাই একজনের সম্মান অন্য জনের-ই সম্মান। সব সমালোচনা হবে একান্তে কিন্তু প্রশংসা হবে প্রকাশ্যে সবার সামনে। এভাবেই বেড়ে উঠবে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। আর তখন একদা প্রমে পড়িয়াছিলাম এমন নয়, বরং জীবনসঙ্গীর প্রেমে পড়বেন বার বার...।

নারীর মন বুঝতে পারাতেই স্বার্থকতা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়,

> "পৃথিবীর যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর;
> অর্ধেক তার করেছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

রমণীদের মন বোঝার মধ্যে দাম্পত্য জীবন ও যৌন জীবন মধুর হয়। তেমনি প্রত্যেক মেয়েদের বুঝতে পারার মাঝেও রয়েছে মধুরতা।

নারীদের মন বোঝা নাকি অসম্ভব? বিষয়টি মোটেই এরকম নয়। নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করলে তাকে বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে, নারীকে বুঝতে না চাওয়া। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কারণে নারীর উপর যেকোন কিছু চাপিয়ে দেওয়াটা সহজ। তাই নারীরও যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে সেটা কেউ আমলেই নেয় না। যদিও নারীর মন বুঝতে পারলে জীবনটা আরও সুখের হবে। এজন্য গবেষক হবার দরকার নেই। শুধু কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবেঃ

- যে কোন বিষয়েই হোক স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করুন। তার মতামতকে সম্মান দিন। শুধু নারী ভেবে যে তাকে এড়িয়ে যাবেন; তা কখনোই করবেন না।
- দাম্পত্য জীবনে মেয়েরা বেশিরভাগ সময়েই স্বামীর সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করে। এ বিষয়টি অবশ্যই ছেলেদের মাথায় রাখতে হবে।
- নারীরা একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। আবেগতারিত হয়ে যদি তারা কোন ভুল করেই ফেলে তবে তাকে বাস্তবতা বোঝানোর চেষ্টা করুন। আপনিও আবেগের বশে তার প্রতিক্রিয়া দেখাতে যাবেন না।
- মেয়েরা প্রশংসা খুব পছন্দ করে। তাই তাদের প্রশংসা করতে শিখুন। বাইরের কোন নারীকে সুন্দর লাগলে কখনোই সঙ্গিনীকে তার মত হতে বলবেন না। বুঝতে হবে আপনার মতো সঙ্গীনীও একজন স্বতন্ত্র মানুষ। সে তার নিজের মতই। তার সবকিছুর প্রশংসা করুন।
- নতুন নতুন জিনিসের চাহিদার প্রতি মেয়েদের ঝোঁক একটু বেশি। তাই সাধ্য অনুযায়ী তার চাহিদার দিকেও সুনজর রাখতে হবে।
- আপনার পছন্দের নারীর শারীরিক ভাষার দিকে নজর রাখুন। অনেক কথা সে কিন্তু মুখে না বলে শরীরী ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। সেই ভাষাটাই আপনার বোঝার চেষ্ঠা করতে হবে।

- হুটহাট ক্ষ্যাপাটে স্বভাব পরিবর্তন করুন। তাছাড়া একবার কোন জিনিসে মেয়েরা বেঁকে বসলে সেটা নিয়ে বারবার তাকে জোর না করাই ভালো।
- নারীদের সব কাজই যে পছন্দনীয় এমন বলা যাবে না। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে, এটাই স্বাভাবিক। তাই কিছু পছন্দ না হলে তাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে বলুন। একটি অপ্রিয় কথাও ভালভাবে বলা যায়। এতে তিক্ততা সৃষ্টি হয় না।
- সারাক্ষণ অধিকার ফলাতে যাবেন না। তার সব ব্যাপারে নাক গলাবেন না। বরং তাকে নিজস্ব স্থান দিন যাতে সে নিজের জগতে কিছুসময় বেড়াতে পারে।
- মেয়েদের মুড বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার ভুল সময়ে ভুল কথা এবং ভুল কাজ অনেক সুন্দর মুহূর্তও মাটি করে দিতে পারে।

দাম্পত্য জীবনের ৫০টি বিষয়

দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০ টি বিষয় যা আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন-

১. সুন্দর সম্পর্ক নিজে থেকেই তৈরি হয় না, সেটি তৈরি করতে হয়। তাই আপনাকেও সেটি তৈরি করতে হবে।

২. কর্মক্ষেত্রেই যদি আপনার সবটুকু কর্মক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলেন, তাহলে আপনার দাম্পত্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. আপনার উৎফুল্ল আচরণ হতে পারে আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর জন্য খুব দামি একটি উপহার।

৪. কাউকে একইসাথে ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা আপনার জন্য অসম্ভব নয়।

৫. আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া আপনার দাম্পত্য সম্পর্কে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

৬. দাম্পত্য জীবনে তা-ই নিয়ম যা দুইজনের পছন্দের ভিত্তিতে ঘটে।

৭. সাময়িক ঝগড়া বিবাদের কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় না। মনের মধ্যে জমে থাকা চাপা ক্ষোভ আর যন্ত্রণাই দাম্পত্য জীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়।

৮. দাম্পত্য সম্পর্ক, “কী পেলাম?”- এর হিসেবে মেলানোর জন্য নয়। বরং সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে “কী দিতে পেরেছি”, তা-ই দাম্পত্য সম্পর্কের মূলকথা।
৯. “জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী হিসেবে আমি সর্বোত্তম”- এমনটি মনে হওয়া অতি আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। এমনটি মনে হলে নিজেকে যাচাই করুন।
১০. সংসারের ক্রমাগত আর্থিক সচ্ছলতা অর্থ এই নয় যে, দাম্পত্য জীবনও সুখের মধ্য দিয়ে কাটছে।
১১. যদি বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই বিশ্বাস জোড়া দেওয়ার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি। এজন্য যেকোনো সময়ই উপযুক্ত সময়।
১২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা নিয়ে তর্ক হয় তা আসল বিষয় থাকে না।
১৩. ভালোবাসা কেবল অনুভুতি নয়; বরং আমাদের কাজের মাধ্যমেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
১৪. বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনের হতাশা ও অতৃপ্তিকে বাড়িয়ে দেয়।
১৫. দাম্পত্য জীবনের অনেক তর্কই হয়ত এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবে ক্ষতিকর বিতর্ককে এড়িয়ে যেতেই হবে।
১৬. জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ পরস্পরের জন্য হতে পারে অমূল্য উপহার।
১৭. অনেক সময় সুখী দম্পতিরাও ভাবেন যে, তারা ভুল মানুষটিকে বিয়ে করেছেন।
১৮. আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী আপনাকে সুখী করার শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও তিনি আপনার সুখী হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন।
১৯. মিথ্যা বলে হয়ত সামান্য কিছু সুবিধা পান। কিন্তু পরিমাণে মিথ্যা বলার জন্য সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি চড়া মূল্য দিতে হয়। অতএব, মিথ্যা বলা বর্জন করুন।
২০. আপনার মতামত যে সবসময় সঠিক, এমনটি ভাববেন না।
২১. বছরের পর বছর ধরে যে বিশ্বাস আপনি গড়ে তুলেছেন, তা এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

২৩. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অপরাধবোধকে দীর্ঘায়িত করে তার অনুভূতি নিয়ে খেলা করে আপনি যা পেতে চান, তা কখনোই পাবেন না।

২৪. আপনার বন্ধুদেরকে অবহেলা করবেন না।

২৫. আপনার যদি মনে হয়, 'তুমিই আমার জন্য সঠিক মানুষটি, যাকে আমি বিয়ে করেছি", তাহলে আপনি ঠিক পথেই আছেন।

২৬. কোনোকিছু প্রমাণ করতে যাওয়ার প্রলোভনকে দমন করতে পারলে, বস্তুত আপনি অনেক কিছুই প্রমাণ করতে পারলেন।

২৭. আত্মিক উদারতা একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রধান ভিত্তি।

২৮. সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি কোনো রক্ষণাত্মক আচরণ করে, তাহলে তার রক্ষণাত্মক হওয়ার পক্ষে আপনিও কিছু কারণ দেখাতে পারেন।

২৯. বিয়ে কোন ৫০/৫০ সম্ভাবনা না; বরং এটি হলো ১০০/১০০।

৩০. দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কোনোকিছু এখনও পরিশোধ করতে পারেন আবার পরেও পারেন। তবে যত দেরিতে তা করবেন, ততবেশি জরিমানা আপনাকে দিতে হতে পারে।

৩১. সুন্দর বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। এমনটি করতে পারলে, আপনি আপনার ত্যাগের চেয়ে ভোগই বেশি করতে পারবেন।

৩২. ক্ষমা কোন সাময়িক গুণ নয়; বরং ক্ষমা একটি চলমান প্রক্রিয়ার নাম।

৩৩. দাম্পত্য জীবনের কঠিন সময়গুলো আপনাকে একজন ভালো মানুষ করে তুলবে।

৩৪. বিয়ে অনেকটা রকেট উৎক্ষেপণের মতো। যখন তাতে মাধ্যাকর্ষণ টান পূর্ণ থাকে, তখন ফ্লাইট চলতে খুব সামান্য জ্বালানীর প্রয়োজন হয়।

৩৫. দাম্পত্য জীবনে সাফল্য পেতে হলে, অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, ভবিষ্যতের করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।

৩৬. আপনার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কৃতজ্ঞতা বোধকে নিজের ভেতর চেপে রাখবেন না।

৩৭. বাস্তবতার খাতিরে মাঝে মাঝে নীরবতা পালন করা একটি অসাধারণ উপায়।

৩৮. আপনার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছে আপনার সর্বোত্তম প্রশ্নগুলোর একটি হতে পারে, "আমি কীভাবে তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারি?"

৩৯. চাইলেই দাম্পত্য জীবনকে চিরসবুজ করে রাখা যায়।

৪০. যৌক্তিক অনুমানের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। তবে পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে অনুমানকে যাচাই করে নেওয়াই আবশ্যক।

৪১. মনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যই সবকিছু নয়, কিন্তু তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি।

৪২. সার্থক যৌন সম্পর্ক সার্থক দাম্পত্য সম্পর্কের নিশ্চয়তা দেয় না। তবে তা সার্থক দাম্পত্য সম্পর্ক নির্মাণে সহায়তা করে।

৪৩. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি করবে না। তবে সন্দেহজনক বিষয় নিয়ে লুকোচুরি করলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি করবে।

৪৪. সঙ্গী/সঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা এবং ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম হয় ভয় থেকে, ভালোবাসা থেকে নয়।

৪৫. বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতার জন্ম দেয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে।

৪৬. আপনার স্বামী বা স্ত্রী যদি কোনোকিছুকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, তাহলে তা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৪৭. দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেমাবেগের প্রয়োজন কখনোই ফুরিয়ে যায় না।

৪৮. নতুন সম্পর্কের ঔজ্জ্বল্য সবসময়ই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।

৪৯. নীরবতাও আক্রমণাত্মক হতে পারে যখন তা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৫০. অধিক উত্তম হলো নিজে কীভাবে সঠিক কাজটি করতে পারেন সেদিনে মনোযোগ দেওয়া। তারপর আপনার সঙ্গী বা সঙ্গিনী কী ভুল করেছে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া।

৫১. দাম্পত্য সম্পর্ককে মানিয়ে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব মনে হলে, কেবল তখনই বিচ্ছেদের দিকে পা বাড়াতে পারেন।

***[Source**: Excerpted from Al Maghrib Institutes "Fiqh of Love" seminar with Shaykh Waleed Basyouni]*

আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনার চায়ে ছোট একটি চুমুক দেয়। কারণ, সে নিশ্চিত হতে চায় চা টি আপনার পছন্দ মত হয়েছে কিনা।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনাকে নামাজ পড়তে জোর করে। কারণ সে আপনারই সাথে জান্নাতে যেতে চায়।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনাকে সন্তানদের সাথে খেলা করতে বলে। কারণ সন্তানদের অভিভাবক সে একা নয়।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনাকে নিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়। কারণ, সে অন্য সমস্ত মানুষকে রেখে শুধুমাত্র আপনাকেই বেঁছে নিয়েছে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন তার কিছু দোষ ত্রুটি আপনাকে বিরক্ত করে। কারণ, আপনারও এমন অনেক দোষ ত্রুটি রয়েছে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন তার রান্না খারাপ হয়। কারণ, সে ভাল রান্নার চেষ্টা করেছে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সকাল বেলায় তাকে উষ্কখুষ্ক দেখায়। কারণ, সে আবার আপানরই জন্য সাজগোজ করবে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনাকে সন্তানের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে বলে। কারণ সে চায় আপনাকে সংসারের অংশ হিসেবে পেতে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে জানতে চায় তাকে মোটা লাগছে কিনা। কারণ, আপনার মতামত তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ; এজন্য তাকে বলুন সে সুন্দর।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন তাকে সুন্দর দেখায়। কারণ সে আপনারই, তাই প্রশংসা করুন।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে তৈরি হতে দীর্ঘ সময় পার করে দেয়। কারণ সে চায় তাকে আপনার চোখে সবচেয়ে সুন্দর লাগুক।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে এমন কোন উপহার দেয় যা আপনার পছন্দ হয়নি। কারণ সে আপনাকে খুশি করতে চায়। তাই তাকে বলুন, ঠিক এমন উপহারই আপনার প্রয়োজন ছিল।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন তার মধ্যে কোন বদঅভ্যাস গড়ে ওঠে। কারণ আপনারও এমন অনেক বদঅভ্যাস রয়েছে; প্রজ্ঞা আর কোমলতার সাথে তার সেই বদঅভ্যাস পরিবর্তন করানোর সময় এখনো আপনার আছে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে অকারণেই কাঁদে। তাকে বলুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে মাসিক অবসাদ এ ভোগে। তার জন্য চকলেট আনুন, তার পায়ের পাতায় ও কোমরে মালিশ করে দিন এবং তার সাথে নিছকই গল্প করুন (বিশ্বাস করুন এতে কাজ হয়)।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যদি সে অসন্তোষজনক কিছু করে ফেলে। এরকম হতেই পারে এবং এর রেষ একসময় কেটেও যাবে।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনার কাপড়ে ভুলবশতঃ দাগ লাগিয়ে ফেলে। একটি নতুন জামা আপনি এমনিতেও কিনতেন।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে আপনাকে বলে আপনার কিভাবে ড্রাইভ করা উচিৎ। সে শুধু চায় আপনি নিরাপদে থাকুন।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, যখন সে তর্ক করে। সে তাই চায় যা আপানাদের দুইজনের জন্যই ভাল হয়।

স্ত্রীকে ভালবাসুন, সে শুধু আপনারই। এটি ছাড়া তাকে ভালবাসার অন্য কোন বিশেষ কারণেরও প্রয়োজন নেই!!!

সংসারে ভালোবাসার বন্ধন

আপনি যখন আল্লাহকে খুশি রাখতে আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে ভালোবাসবেন, তখন আপনি কিন্তু সে কেমন করে রেস্পন্স করছে আপনার কেয়ারগুলোর, আপনার ভালোবাসাটুকুর, আপনার আবেগ আর সচেনতনতাটুকুর– সেটা হিসেব করবেন না। ভালোবাসা জিনিসটাই এমন যে তা কোন ফিডব্যাক দাবী করে না। রিপ্লাই আশা করলে সেটা তখন 'বিনিময়' হয়ে যায়। আপনার প্রিয় মানুষটিকে ভালোবাসুন আপনার নিজের জন্যই। তবে এটা ঠিক, আল্লাহর জন্য যখন কাউকে ভালোবাসবেন, তখন আল্লাহ আপনার অন্তরে প্রশান্তি দিবেন। হয়ত তিনি আপনাদের হৃদয়ে এমন ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করে দেবেন যা শতবর্ষ চেষ্টাতেও কারো তৈরি করা সম্ভব হয় না।

মনে রাখবেন, ভালোবাসা সৃষ্টির মালিক আল্লাহ। তিনিই হৃদয়গুলোতে ভালোবাসার বীজ বপন করে দেন, অতঃপর তাকে বেড়ে ওঠান। ভালোবাসার বন্ধনগুলোর মাঝে আল্লাহ থাকুক কেন্দ্রবিন্দুতে। তাহলে খুব ভালো সময়টাতেও আপনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, আবার টানাপোড়েন চলে আসলেও আপনি আঘাতে ও কষ্টে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে যাবেন না, আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবেন। যিনি কঠিন সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখেন, তিনি কম ক্ষতিগ্রস্ত হন। ধৈর্যশীল মানুষরা জানেন এই সময়টা কেটে গেলেই তিনি আবার সব গুছিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। আল্লাহ গাফুরুল ওয়াদুদ, তিনি প্রেমময় ও ক্ষমাশীল। আল্লাহ যেন আমাদের সংসারগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন।

সঙ্গিনীকে সন্তুষ্ট রাখতে সহজ কয়েকটি কাজ

আপনার সঙ্গিনীকে আরও কাছে চাচ্ছেন? কোন কারণে কি সে অসন্তুষ্ট? তার মন পেতে চান? তবে সামান্য কয়েকটি কাজ করে ফেলুন! দেখুন আপনার সঙ্গিনীর মাঝে পরিবর্তন। ফুল ও গয়না মেয়েদের 'অলটাইম ফেভরিট'! তবে এগুলো ছাড়াও কিন্তু পুরুষদের কিছু কাজে মেয়েরা সব থেকে বেশি সন্তুষ্ট হন, আজ এই প্রতিবেদনে সেই কথাই জানানো হচ্ছে-

ব্রেকফাস্ট বানিয়ে খাওয়ান

সপ্তাহের যেকোন একটি কাজের দিন সকালে সময় বের করে স্ত্রীর জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দেখুন, তিনি খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠবেন।

পার্টনারের 'টু ডু লিস্ট' বানান

আপনার স্ত্রীর সামনে একগাদা কাজ! কোনটা আগে করবেন, কোন কাজটা পরে করবেন, তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। এই পরিস্থিতিতে হাল ধরুন। চটপট তাঁকে একটি 'টু ডু লিস্ট' বানিয়ে দিন মোবাইলে। কোনটা আগে করতে হবে, কোন কাজটা ক'দিন পরে করলেও চলবে, বুঝতে সাহায্য করুন আপনার পার্টনারকে।

ছোটখাটো কাজে পার্টনারকে সাহায্য করুন

বাড়ির জানালার পর্দাটা অনেকদিন ধরে নোংরা হয়ে পড়ে রয়েছে। পার্টনারকে না জানিয়ে একদিন আপনিই কেচে পরিষ্কার করে ফের জানালায় টাঙিয়ে দিন। আপনার স্ত্রী অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে চমকে যাবেন, খুশিও হবেন। এরকম কয়েকটি ছোটখাটো কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করে দেখুন, তিনি আপনার কাজে ইমপ্রেস হবেন।

পার্টনারের কাজে উৎসাহ দিন

ছোট হোক বা বড়, পার্টনারের কাজে উৎসাহ দিন। কর্মজগতে অভিজ্ঞতা অর্জনে তাঁকে সাহায্য করুন।

ভয়েস মেসেজ পাঠান

দিনভর ব্যস্ততার মধ্যে ফোন করতে না পারলেও পার্টনারকে একটা ছোট্ট ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে দিন। হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে পাঠাতে আপনার কোন বাড়তি পয়সাও খরচ হবে না।

ফোনকে দূরে সরান

কোথাও একসঙ্গে খেতে গেলে বা বেড়াতে গেলে মোবাইল ফোনটিকে আপনাদের দু'জনের মধ্যে আনবেন না। এটা যথেষ্ট বিরক্তিকর।

সাজিয়ে তুলুন স্নানঘরকে

বাড়ির স্নান ঘরটিকে একদিন সাজিয়ে তুলুন। ব্যবহার করুন মোমবাতি, সুগন্ধী। এতে আপনার পার্টনার দারুন খুশি হবেন।

ছুটির দিনটি সঙ্গিনীর জন্য রাখুন

গোটা সপ্তাহ কাজের পর ছুটির দিনটিকে আপনার স্ত্রীর কাছে 'স্পেশ্যাল' করে তুলুন। তাঁকে নিয়ে লং ড্রাইভে বেড়াতে যান।

দাম্পত্য জীবনে সুখস্বর্গ উপভোগ করুন

সুখ আর শান্তি! সুখ চায়না, আল্লাহর দুনিয়ায় এমন নারী ও পুরুষ পাওয়া অসম্ভব। সুখ, শান্তি এ-দুটো ব্যাপার সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করে বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে। কারণ এখান থেকেই পরিবারের উদ্ভব ঘটে। সুখী দাম্পত্য জীবন সকলেই চায়। কিন্তু চাইলেই কি সব পাওয়া যায় ? প্রায়ই যায়না। তবে সদিচ্ছা ও বিশেষ কিছু গুণের কারণে দাম্পত্য জীবনে সুখ পাওয়া সম্ভব। সুখী দাম্পত্য জীবন পেতে হলে কতগুলি নিয়ম বা শর্ত মেনে চলতে হয়। এই শর্তগুলি মানলেই জীবন হয়ে ওঠে আনন্দঘন ও মধুময়। এক সংসারে থাকতে গেলে গরম তেলে পানি পড়বেই। কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে থাকব না, সংসার করবো না, এসব বললে কীভাবে সংসার টিকবে? দাম্পত্য জীবনকে সুখী, সুন্দর ও নির্মলরূপে গড়ে তোলার জন্য নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন আজ থেকেন;

- দাম্পত্য জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক মিলন। দাম্পত্য জীবনে যদি তৃপ্তিদায়ক যৌন মিলনের অভাব থাকে তবে আর যাই করুন, সংসার টিকিয়ে রাখা খুবই কষ্টকর হবে। তাই স্বামী বা স্ত্রীকে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় যৌন মিলনের দিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।

- মাথা গরম তো সকলেরই হয়। কিন্তু তাই বলে এক গাল রাগ নিয়ে বিছানায় সঙ্গীর সাথে শুতে গেলে কখনই দাম্পত্য জীবন সুখী হতে পারে না। তাই বিছানায় যাওয়ার আগেই নিজের রাগকে ভুলে গিয়ে তবেই বিছানায় যান।
- বিয়ের পর একে অপরকে ভালোভাবে জানা ও চেনাটা খুবই জরুরি। মতানৈক্য হতেই পারে। দুজন আলাদা মানুষ, তাই আলাদা চিন্তা ভাবনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জেরে যদি বাড়িতে লংকাকান্ড বাধান তাহলে কিছুই করার নেই। তাই একে অপরের কথা শুনুন এবং পরে মাথা ঠান্ডা হলে অপরকে বুঝিয়ে বলুন, দেখবেন ঝামেলা মিটে গেছে।
- ভুল মানুষ মাত্রই হয়ে থাকে। তবে সেই ভুলটাকে ধরে বসে থাকবেন না। মাথা ঠান্ডা করে স্বামী অথবা স্ত্রীকে ভুলটা ধরিয়ে দিন। তারপর তাকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা করার ওপরে কোন কথাই থাকতে পারে না। ক্ষমা করার পর এই ভুল নিয়ে আর কখনই কোনও কথা বলবেন না। ভুলের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে।
- চুপ করে থাকা একটা ইবাদতমূলক কাজ। অপ্রয়োজনীয় কথা না বাড়িয়ে, কথা বললে ঝগড়া বাধবে এমন সময়গুলোতে মাঝে মধ্যে চুপ করে থাকলে কিছুই যায় আসে না। তাই একজন বেশি কথা বললে নিজে একটু চুপ করে থেকেন দেখুন না কি হয়!
- নিজের বাবা-মা, ভাই বোনকে এতো দিন রাগ দেখিয়েছেন বলে, বউ বা স্বামীর ওপরেও রাগ দেখাবেন তা কখনই করা যাবে না। বেশিরভাগ সময়ই মুখে একটা প্লাস্টিক হাসি লাগিয়ে রাখুন, দেখবেন দাম্পত্য জীবনে সুখের চাকা গড়গড়িয়ে ঘুরবে।
- বিয়ের পরে বউয়ের বারণকে চোখ রাঙাবেন তা কখনই চলবে না। তাঁর মতে কদিন চলেই দেখুন না। আস্তে আস্তে স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনারও। তবে সংসারের অনিয়ম না করে, সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার।
- অফিসের কাজ কখনই বাড়িতে করবেন না। অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম, চিন্তা ভাবনা ফেলে আসবেন অফিসের মধ্যেই। বাড়িতে নিয়ে এসে নিজের কাছের মানুষদের ওপর ওসব চাপালে দাম্পত্য জীবন টিকবে না।

- বিয়ে করেই টিপিক্যাল স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়ে যাবেন না। দেখবেন দুজনের মধ্যে যেন বন্ধুত্বটি বর্তমান থাকে। বন্ধুত্ব থাকলেই আর কোনও অসুবিধা হবে না।
- বিয়ে করেছেন ঘরে মাকে সাহায্য করার জন্য। বউ এনে দিয়েছেন বলেই সমস্ত দায়িত্ব নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলবেন না। অফিসে কাজের দোহাই দিয়ে ইলেক্ট্রিকের বিল বা ব্যাঙ্কের কাজ এড়িয়ে তা কখনই বউয়ের ওপর চাপিয়ে দেবেন না।
- আপনার নিজের বা বাহিরের কোন কিছুই গোপন রাখবেন না। আপনার সঙ্গীর সাথে তা অবশ্যই শেয়ার করবেন।
- যেকোন খারাপ সময়ের জন্য নিজের জীবন সাথীকে কখনই দায়ী করবেন না। যদিও আপনি জানেন তিনিই দায়ী। সেই খারাপ সময় তাঁর পাশে দাঁড়ান। যখন সারা দুনিয়া আপনার সঙ্গীর বিপরীতে চলে যাবে, তখনও তার হাতটাকে শক্ত করে ধরে থাকুন। দেখবেন কোন দিনই সম্পর্কের সেতু নড়বড়ে হবে না।
- বিবাহিত জীবনে সবসময় সত্যি কথা বলবেন। কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না।
- নিজের পরম বন্ধুর গুণকীর্তন করা একদম ভুলে যান। বন্ধুকে কখনই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের মাঝখানে স্থান দেবেন না।
- বিয়ের বহু বছর পরেও যাতে প্রেম আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে না পারে, তার জন্য একে অপরকে সারপ্রাইজ দিন। দেখবেন এই সারপ্রাইজের মাধ্যমেই আপনাদের মধ্যেকার প্রেম বাস্তব জীবনে নতুনভাবে ফুটে উঠবে।

রাব্বুল আলামিন আমাদের সবার দাম্পত্য জীবনে সুখ দান করুন।...আমিন

সাক্ষাৎকার : দাম্পত্য জীবন যেভাবে মধুর হয়

(মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ রাহ.-এর মুহতারামা সহধর্মিণীর সাক্ষাৎকার)

[জীবনের প্রতিটি ধাপে অবতরণের আগে আমরা প্রথমে ওই ধাপটি সম্পর্কে জানি এরপর কাজ শুরু করি। ব্যবসা করার আগে ব্যবসা শিখি। চাকুরী করার আগে পড়ালেখা করি। এটাই স্বাভাবিক ও স্বীকৃত নীতি। কিন্তু জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ দাম্পত্য জীবন শুরু করি একেবারে অজ্ঞতা থেকে। বড় বড় ডিগ্রী থাকে কিন্তু দাম্পত্য জীবন মধুর হয় না। এর দৃষ্টান্ত মোটেও কম নয়। এর কারণ আমরা দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে আগে থেকে জানার চেষ্টা করি না। কীভাবে একজন আদর্শ স্বামী হব, আদর্শ স্ত্রী হব, আদর্শ পিতা-মাতা হব এসব জানার চেষ্টা করি না। স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের প্রতি কীরূপ আচরণ কাম্য, বিয়ের পর নিজ পিতা-মাতা ও স্ত্রীর বিরোধ হলে কী করণীয়, পুত্রবধুর সাথে কীরূপ আচরণ হওয়া উচিত ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি না। জানার চেষ্টা করি না। না বিয়ের আগে, না বিয়ের পরে। বিজ্ঞ কোনো মুরুব্বী থেকেও এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এতে দেখা যায়, বাহ্যিক অনেক পড়ালেখা থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্য জীবন মধুর হয় না। ধীরে ধীরে তিক্ত হয়ে উঠে। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রাহ.)। বাংলার স্বনামধন্য এক আলেম। তাঁর সহধর্মিণী আজো জীবিত। আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। তিনি বিখ্যাত আলেম পরিবারের কন্যা। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট বাংলা ভাষায় কথা বলেন। মৌলবী আব্দুল হালীম। আমার ছাত্র। সুদীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ কাজী ছাহেব হুযুরের বাসার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। তাকে একদিন বললাম, আমাদের আম্মা ছাহেবা একটি বিশাল সময় কাটিয়েছে কাজী ছাহেবের সাথে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত হয়েছেন। নিজেও জ্ঞান ও গুণে অতুলনীয় এক মহিয়সী। তাঁর নিকট থেকে দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে কিছু দিক-নির্দেশনা সংগ্রহ করো। আমি কিছু নমুনা প্রশ্নও তৈরি করে দিলাম। সে অনুযায়ী সময়ে সময়ে সে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আমাদের সকলের প্রিয় আম্মা ছাহেবা থেকে এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা সংগ্রহ করে। নিঃসন্দেহে নবীন-প্রবীণ সকলের জন্যই তা বেশ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

সাক্ষাৎকারটি কলমে আসার পর আম্মা ছাহেবা দেখে দিয়েছেন। দুআ করি, মেহেরবান আল্লাহ আমাদের মধ্যে এই ছায়াটি আরো দীর্ঘায়িত করুন। [আব্দুল্লাহ মাসুম, মালিবাগ জামিয়া]

সন্তানকে মানুষ করার জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করুন?

সন্তানকে মানুষ করার সঠিক দিক-নির্দেশনা তো সে-ই দিতে পারে, ইসলামের সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান যার রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার তো কোনো জ্ঞানই নেই। তবে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে আমি যা বুঝি-

ক. সন্তান হবে মাতা-পিতার স্নেহ মমতার কেন্দ্রবিন্দু। সন্তানকে তারা গভীর স্নেহ ও মমতা নিয়ে লালন-পালন করবে। সন্তানের ইচ্ছা ও আবেগ-অনুভূতির মর্যাদা দেবে। তাদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করবে। এমন ব্যবহার করবে না, যার ফলে তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাদের আত্মসম্মান ও অহংবোধে আঘাত লাগে। অবোধ শিশু এমন অনেক কিছুই করে, যা মাতা-পিতার পছন্দ নয়। তাই বলে এ কারণে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আদরের সাথে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশু তো শিশুসুলভ আচরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। বাড়ির মূল্যবান আসবাব-পত্রের হয়তো ক্ষতি করবে। কখনো কথা শুনবে না । তাই বলে এ কারণে শিশুর সাথে কোনো ক্রমেই কষ্টদায়ক আচরণ করা যাবে না। শিশুকে অমূলক কোনো ভয় দেখানো, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান এসব করা যাবে না।

খ. শিশু-সন্তানকে ভাল কাজে উৎসাহ দিতে হবে। এতে তার মধ্যে কর্মের স্পৃহা জাগবে। শিশুর সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।

গ. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পিতা-মাতা সন্তানের সামনে পরস্পরে ঝগড়া-কলহ করবে না। সন্তানরা পিতা-মাতার এ আচরণ দেখলে নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয় হবে।

ঘ. শিশুর প্রতি রহম দিল হতে হবে। তাহলে শিশু ও বড় হয়ে অন্য স্বভাবের হবে। আমরা অন্য মায়ের সন্তানকে আদর-স্নেহ করি। অন্যের সন্তানকে অযত্নে-অনাহারে দেখলে হৃদয়-মন ব্যথিত হয়। আপন সন্তানের ক্ষেত্রেও এমনটি হওয়া চাই। বরং এর চেয়েও বেশী কাম্য। এটিই স্বাভাবিক বিষয়।

ঙ. মনে রাখতে হবে, পিতা-মাতাই হল সন্তানের সবচেয়ে পরম বন্ধু। সন্তানের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে হবে। সন্তান যেন বুঝে পিতা-মাতাই তার সবচেয়ে বড় হিতাকাংক্ষী, সবচেয়ে বড় বন্ধু। সন্তানের সাথে পিতা-মাতার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যেন সন্তান অন্য বন্ধুদের মতামতের উপর পিতা-মাতার মতামতকে প্রাধান্য দেয়। সুখে-দুঃখে সব বিষয়ে পিতা-মাতাকে বন্ধু মনে করেই যেন সন্তান পরামর্শ করে। অপর দিকে পিতা-মাতাও নিজেদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ দিয়ে তাদের এ মানিককে বড় মহীরুহ করে তুলবে। বিশ্বের মানচিত্রে তাকে গ্রহণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাক্বওয়া তথা খোদাভীতির গুণেও সে হবে সবার উপরে।

চ. আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, সর্বদা সন্তানের সামনে গুরু-গম্ভীর হয়ে থাকা, অত্যধিক কাঠিন্য, সর্ববিষয়ে চাপাচাপি করা কোনটিই আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। অন্যের সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করলেও আমার সন্তানের ক্ষেত্রে আমি হেকমতের আচরণ করি না? এ কারণেই অনেক সময় সে মাতা-পিতার আদর-সোহাগ, চিরনন্দিত কোল বর্জন করে, সমাজের নিচু, ইতর ও চরিত্রহীন বন্ধুদের আশ্রয় নিয়ে নিজের জীবনের অশুভ পরিণাম বয়ে আনে। এর দায়ভার কে বহন করবে? তবে এক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়কে ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। অতি কঠোর হওয়া যাবে না। আবার অতি দয়াবানও হওয়া যাবে না। দুটিই সন্তানের জন্য ক্ষতি। মাঝামাঝি আচরণ করতে হবে। কখনো কঠিন, কখনো সহজ। অথবা অবস্থা ভেদে একজন কঠোর ও আরেকজন উদার হলেও বিশেষ সুফল আশা করা যায়।

ছ. সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও দিতে হবে। তাদের থেকে ততটুকুই সফলতা আশা করা যায়, যতটুকু সময় তাদের পিছনে ব্যয় করা হবে। প্রাইভেট টিচার তথা শুধু গৃহশিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্তানকে আদর্শবান বানানোর চিন্তা বোকামী বৈ কিছুই নয়।

পুত্রবধুর সাথে শ্বশুর-শাশুড়ীর আচার-ব্যবহার কীরূপ হওয়া কাম্য? অনেক সময় দেখা যায়, শাশুড়ী ও পুত্রবধুর মধ্যে টানাপোড়েন ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় কলহ-বিবাদ কীভাবে নিরসন করা যায়?

পুত্রবধুর সাথেও শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পর্ক হবে পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবের মতো। তাকে ঘরের সেবিকা মনে করা যাবে না। আপন মেয়ের মতই মনে করতে হবে। সে তো আমার ঘরের বউ। বউয়ের সাজেই থাকবে। উন্নত কাপড়, গয়না-গাটি দিয়ে পরিপাটি হয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরূপে, সেজে-গুজে বউ হয়েই থাকবে। সে অন্যের মেয়ে বটে কিন্তু স্বীয় ছেলের বউ তো, সুশীল মানুষেরা পুত্রবধুর সর্বাঙ্গীন উন্নতির চিন্তা না করে থাকতে পারেন না। আমি আমার বউদের সাজ-গোজকে খুব পছন্দ করি। তাদেরকে আমি নিজের মেয়ের চেয়েও বেশী মুহাব্বত করি। মেয়ে তো সর্বদা কাছে থাকতে পারে না। আর এ আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সর্বদা আমাকে সঙ্গ দেয়। কাছে থাকে, খেদমত করে। সর্বোপরি সব আপন ভুলে সে আমাদেরকে আপন বানিয়েছে। তার সাথেও আপনের আচরণ করাই ইনসাফের দাবি। তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি খেয়াল রাখা কাম্য। বৈধ ও সঙ্গত আবদার রক্ষা করাও উচিত। সব কাজে ভুল ধরা, গালি-গালাজ ও মারধর করে দাজ্জাল শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচয় দেওয়া মোটেও কাম্য নয়। আমাদের বোঝা উচিত, পুত্রবধু তো শাশুড়ীর কাছেই যাবতীয় কাজ শিখবে। করতে না পারা, কাজে ভুল হওয়া এ তো শাশুড়ীরই ব্যর্থতা। তার অদক্ষতার জন্য কটূক্তি করা নির্বুদ্ধিতা।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হলে সংসারে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? দাম্পত্য জীবন হতে পারে মধুর!

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কীরূপ হওয়া উচিত, তোমরা কুরআন হাদীস পড়ে আমার চেয়ে ভালো জেনেছো। এ ক্ষেত্রে আমি যা বুঝি-

ক. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য শোভাস্বরূপ। একে অপরের মুখাপেক্ষী। একান্তই মুখাপেক্ষী। এটা শুধু দৈহিক প্রয়োজন পূরণের জন্যেই নয়। সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজনে স্ত্রী তার স্বামীর, আর স্বামী তার স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়। স্বামী অসুস্থ হলে স্ত্রীর চেয়ে বেশী খেদমত কেউ করতে পারে না। তাই তো আশি বছরের বুড়োও স্ত্রী মারা গেলে আবার বিয়ে করতে চায়।

খ. স্বামীকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল রাখার দায়িত্ব তার স্ত্রীর। স্বামী বেচারা বাহিরের কাজ করে ঘরে আসে স্ত্রীর কাছে প্রশান্তি লাভের জন্য। তাই প্রিয়তম স্বামীর মেজায বুঝে ঘরে প্রবেশের পূর্বেই স্ত্রী প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুত করে রাখবে। ঘরের কোনো কাজ অসম্পূর্ণ না রাখা। যতক্ষণ স্বামী ঘরে থাকবেন, ছায়ার মতো তাকে সঙ্গ দেওয়া। যাবতীয় প্রয়োজনে এগিয়ে আসা।

গ. স্বামীকে ছাড়া একাকী বাপের বাড়িতে আনন্দ করতে অভ্যস্ত না হওয়া। আবার স্বামীর সুবিধা মতো চলে আসতে আপত্তি না তোলা। একান্তই মাতা-পিতাকে দেখতে মন চাইলে দু'জনেই যাবে। স্বামী ছাড়া স্ত্রীর আনন্দ তো পূর্ণ হওয়ার মতো নয়।

ঘ. স্বামীর ইশারায় কাজে অভ্যস্ত হওয়া। তাহলে স্বামীও মন উজাড় করে প্রিয়তমাকে মুহাব্বত করবে, ভালবাসবে। আসলে স্ত্রীর গুণেই সংসার সুখের হয়। অনেক সময় স্ত্রীই সংসার ধ্বংসের কারণ হয়।

ঙ. স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। তার অনুমতি ছাড়া সম্পদে হাত না দেওয়া। পর্দার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

চ. স্বামীর সাথে কথায় কথায় ঝগড়া করবে না। বর্তমান সময়ের বহু মেয়ে বড় নির্লজ্জ ও বেহায়া। স্বামীর সাথে কথায় কথায় ঝগড়া করে। মুখের উপর তর্ক করে। স্বামী রেগে কিছু বকা-ঝকা করলেও তো তার চুপ থাকা উচিত। মেজায ঠান্ডা হলে প্রকৃত ব্যাপারটি স্পষ্ট করবে। আগেকার মহিলাগণ গরীব ও কম শিক্ষিত হলেও আদব কায়েদা যথেষ্ট ছিল। ঝগড়া-ফাসাদ তো দূরের কথা, প্রসঙ্গক্রমেও স্বামীর নাম ধরে ডাকতে ইতস্তত করত। নিরবে অশ্রু বিসর্জন দিতো, সহ্য করত কিন্তু

স্বামীর নামে অভিযোগ করাই বুঝতো না। করার প্রয়োজনও মনে করতো না।

ছ. স্বামীর কাছে অযথা অথবা অসঙ্গত বাহানা না করা। এটা দাও, ওটা দাও। এখানে নিয়ে যাও, ঐখানে নিয়ে যাও ইত্যাদি বাহানা। এসব অসঙ্গত অবুঝের।

জ. অপরদিকে স্বামী স্ত্রীর প্রতি জুলুম করবে না। সুযোগ হলে, সম্ভব হলে স্ত্রীর সকল বৈধ আবদার পুরো করবে। কোনো পুরুষই অন্তর থেকে এটা চায় না যে, তার স্ত্রী-সন্তান কষ্ট করুক।

আলহামদুলিল্লাহ, তোমার হুযুরের সাথে আমার কখনো বড় ধরনের ঝগড়া-ফাসাদ হয়নি। সন্তানদের পড়া-লেখার বিষয়ে কখনো বকা-ঝকা করেছেন। তখন চোখ তুলে তাকানো তো দূরের কথা, সামনে দাঁড়ানোরই সাহস পেতাম না। তিনিও অত্যধিক মুহাব্বত করতেন। তাঁর আন্তরিক মুহাব্বত ও ভালবাসা আমাদের সংসারকে টিকিয়ে রেখেছে। নইলে এ সংসার করা আমার জন্য কষ্টের হয়ে যেত। আমি ছিলাম আদরের দুলালি, ননির পুতুল। দালান-কোঠায় থেকেছি, গোশত-পোলাও খেয়েছি, আনন্দে-আহ্লাদে বেড়ে উঠেছি। ছাদহীন কুঁড়ে ঘরে থাকি কী করে? গোশত-পোলাও-এর পরিবর্তে ভাত-ভর্তাও জুটতো না অনেক সময়। সিদ্ধ কদু, তাই ভরতে হত জঠরে। লোকটির হৃদয় ছিল মুহাব্বতে ভরপুর। দেহটি ছিল ইলমে ওহীর সাজে সজ্জিত। তার আখলাক-চরিত্রে আমি ছিলাম পূর্ণ মুগ্ধ। তাই দরিদ্রতার মাঝেও অনাবিল শান্তি অনুভব করেছি। আসলে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর আদর সোহাগের মাঝেই রয়েছে একমাত্র প্রশান্তি। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। স্বামী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর স্নেহ ও তাঁর মুহাব্বত তাকে সম্পদের মায়া ছাড়তে বাধ্য করেছে। (পাঠকগণের অবগতির জন্য বলছি, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র জীবন সঙ্গিনীর নামেই আমাদের আম্মাজানের নামটি। নামের সাথে আখলাকেরও কী অপূর্ব মিল! বিয়ের পর আম্মাজানের শ্বশুর কাজী সাহেব হুযুর (রাহ.)-এর আব্বা, হুযুরকে বলেছিলেন তোমার জন্য আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন সঙ্গিনীর নামের গুণবতী জীবন সঙ্গিনী এনেছি। আমরাও কাজী সাহেব হুযুর (রাহ.)-এর থেকে বারবার এ কথা শুনেছি যে, আমার দ্বীনের খেদমতের ক্ষেত্রে তোমাদের আম্মাজানের অবদান

অনস্বীকার্য। পিতার অঢেল ধন-সম্পদ স্বামীর হাতে দ্বীনের পথে ব্যয় করেছেন। দ্বীনের খেদমতে স্বামীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আজ আমার অন্তিমকালে তাদেরকে অসহায় অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে গেলাম।

ঞ. অনেক মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সাথে বা স্বামীর পরিবারের সাথে নিজ পিতার সম্পদের বড়াই করে। মূলত পিতার সম্পদে মেয়ের বড়াইয়ের কিছু নেই। স্বামীর মন জয় করতে পারাই হল মেয়ের আনন্দ। এটাই তার বড় সফলতা। তোমার হুযুরের বড় আলেম হওয়া, ইসলাম সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান থাকাটাই আমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ মনে হত ।

সার্বিকভাবে একটি উত্তম পরিবার গঠনের ও সংসার জীবন মধুর করার ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতা জানলে উপকৃত হবো।

একটি পরিবার সুশৃংখল ও সুষ্ঠু হওয়া খুবই জরুরি। পরিবারের প্রতিটি সদস্য যদি অপর সদস্যের হক্বের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়, যত্নবান থাকে তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকাটি অগ্রগণ্য। স্ত্রীর সংসারকে একান্তই আপন মনে করতে হবে। যাবতীয় কার্যাবলীকে আপন মনে করেই হাসি মুখে করে ফেলবে। স্বামীও মনে করবে ওরা আমারই উপকারের জন্য। তাই তাদের সুখ ও আনন্দের দিকটি আমাকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভুল বুঝবে না। সন্দেহও করবে না। হাঁ, শরীয়ত যেন লঙ্ঘন না হয় এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকবে। স্ত্রী স্বামীর উপার্জনের ব্যাপারটি গভীর পর্যবেক্ষণ করবে। উপার্জন অনুপাতেই খরচ করবে। জীবনে কঠিন ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। অনেক মেয়ে অল্পতে ধৈর্যহীন হয়ে যায়। এটি পরিহার করতে হবে।

কন্যা সন্তানদেরকে তালীম-তরবিয়ত প্রদানের সঠিক পন্থা কী? কাজী সাহেব (রাহঃ) কী পন্থা অবলম্বন করতেন?

আমাদের তো একটিই মেয়ে ছিল। স্বভাবতই আলেমা বানানোর ইচ্ছা জাগলো। তোমার হুযুর এ ব্যাপারে উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা তাজাম্মুল আলী (রাহ.)-এর কাছে পরামর্শ চাইলেন। সর্বশেষ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা.বা.-এর কাছে দেশীয়

মহিলা মাদরাসাগুলোর হাল-চালও (কাজী ছাহেব হুযুর (রাহ.) শেষ জীবনে আমাদেরকে বলতেন, বর্তমান প্রচলিত মহিলা মাদরাসাগুলোর পঠন-পাঠন নীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করা উচিত। এ পরিবর্তন ইনশাআল্লাহ মাদরাসাগুলোকে শরীয়ত পালনে বলিষ্ঠ সহযোগিতা করবে) জিজ্ঞেস করে আমাকে বললেন, তোমাকেই আমার মেয়ের পড়াশোনার যিম্মাদারি নিতে হবে। তাই আমি কিছু পড়িয়েছি। গৃহশিক্ষকও কিছু সময় পড়াত। তোমার হুযুরও বেশ সময় দিতেন। মেয়েটির যতটুকু পড়াশোনা, তা এভাবেই হয়েছে।

একান্নভুক্ত পরিবারে থাকতে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন সমস্যা হয়। একদিকে মা, বোন, ভাই আবার স্ত্রী সন্তান। একজনের সাথে ভাল আচরণ করতে গেলে অন্যজন কষ্ট পায়। এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যায়?

আসলে তোমার হুযুরের ছোটবেলায় তাঁর আম্মা ইন্তেকাল করেন। তাঁর আব্বা পরবর্তিতে বিয়ে করেন। আমার শ্বাশুড়ি আমাকে তার একান্ত বান্ধবীর মতো মনে করতেন। তারঁ সন্তানেরা তোমার হুযুরের কাছে, তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশোনা করার কারণে তাঁকে উস্তাযের মতই তাঁর সৎ মা শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত করতেন। তো আমার জানা মতে আমাদের সংসারে তোমার উত্থাপিত বিষয়ের মতো ইতিহাস রচিত হয়নি। হলেও আমরা বিষয়টি এভাবে চিন্তা করিনি। আমাদের জীবনের বড় একটি সময় একান্নভুক্ত পরিবারে থেকেই কাটিয়েছি। সামর্থ্য হওয়ার পর আলাদা সংসার গড়েছি। (কাজী ছাহেব হুযুর (রাহ.) আমাদেরকে এক্ষেত্রে যে পরামর্শটি দিয়েছেন, তা হল, স্ত্রীকে মন উজার করে ভালবাসবে, মুহাব্বত করবে। তার প্রয়োজনীয় সবকিছু অত্যন্ত যত্নের সাথে গুরুত্ব দিয়ে পুরা করার চেষ্টা করবে। তাহলে স্ত্রী প্রিয়তম স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে, মুহাব্বত করবে। স্বামীর নিকটতমদের রূঢ় ব্যবহারকেও সহ্য করে নেবে। একেবারে ভেঙ্গে পড়বে না। তবে ভাল করে খেয়াল রাখবে, স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য কোনো অবস্থাতেই যেন পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে অসঙ্গত আচরণ না হয়। আবার মাতা-পিতা ও ভাই-বোনের সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর সাথেও অন্যায় আচরণ করা যাবে না। স্বামীকে বলিষ্ঠ সচেতনতা ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্যের সাথে এ ধরনের অবস্থা সামাল দিতে হবে। তবেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার গঠন

সম্ভবপর হবে।

কখনো দেখা যায়, মা স্ত্রীকে বকল। এখন স্ত্রীর পক্ষ নিলে মা কষ্ট পায়। আবার মার পক্ষ নিলে স্ত্রী কষ্ট পায়। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

তোমাদেরকে আল্লাহতাআলা দ্বীনী জ্ঞান দিয়েছেন। সে অনুসারে যেভাবে চললে কেউ কষ্ট না পায় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হাঁ, আমাদের ক্ষেত্রেও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কখনো কখনো। হুযুর (কাজী ছাহেব হুযুর রাহ.) তখন চুপ থাকতেন। ভাবটি এমন যেন তিনি কিছুই শুনেননি, বুঝেননি। পূর্বের মতো সবার সাথে স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার করতেন।

এখন দেখা যায় অনেকেই একান্নভুক্ত পরিবার থেকে বের হয়ে আসতে চায়। এ ব্যাপারটি কীভাবে দেখেন?

এ ক্ষেত্রে তোমার হুযুর (কাজী ছাহেব রাহ.) বলতেন, বাস্তবেই যদি কোনো পরিবার এমন হয় যে, একত্রে থাকলে শরীয়ত লঙ্ঘন হয়, পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়। অথবা একত্রে থাকলে কোনো সদস্যের আর্থিক বা সাংসারিক উন্নতি বিঘ্নিত হয়। তাহলে পরিবারের কর্তার কর্তব্য হল, তাকে পৃথক করে দেওয়া। এক্ষেত্রে শুধু কর্তার নিজের উন্নতির দিকটি বিবেচনা রাখা কাম্য নয়। আল্লাহর উপর ভরসা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আরেকটু এগিয়ে বললে বলা যায়, কোনো একান্নভুক্ত পরিবারের পারিবারিক কোন্দল যদি সদস্যদের পৃথক হয়ে যাওয়ার দ্বারা নিরসন হয় তাহলে পৃথক হয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

আপনার বক্তব্য থেকে এই তিনটি বিষয় উঠে এসেছে, এর পরও ভিন্নভাবে নিজের ফায়েদার জন্য জানতে চাই তা হল, আদর্শ স্বামী হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা চাই?

আদর্শ স্বামী তো সে-ই হতে পারে যে স্বীয় স্ত্রীকে একান্ত করে মুহাব্বত করবে। শরীয়তের গন্ডি থেকে ফুলের মতো সাজিয়ে স্ত্রীর হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা লাভ করবে। স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকবে।

আদর্শ স্ত্রী হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা চাই?

যার দক্ষ কারিগরিতায় স্বামী, তার ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে মুহাব্বতের একটি শক্তিশালী বন্ধন সৃষ্টি হবে। যার বিজ্ঞ পরিচালনায় স্বামীর সংসার হবে একটি সোনালি সংসার। যার সান্নিধ্যে আল্লাহ ভোলা স্বামীও ইবাদতের অনুপ্রেরণা পাবে। যে হবে হযরত বিবি হাজেরা (আঃ)-এর মতো আল্লাহর হুকুমের পূর্ণ অনুগত বান্দি। যাকে স্বামী ইব্রাহীম (আঃ) বিভীষিকাময় নির্জন জনমানবহীন প্রান্তরে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন। আর তিনি আল্লাহর হুকুমের কথা শুনে অত্যন্ত প্রশান্ত মনে জবাব দিলেন, যে মালিক আপনাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ করেছেন তিনিই আমাকে হেফাজত করবেন। তাও এমতাবস্থায় যে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল তার কোলে। যে হবে উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রাঃ)-এর মতো মহিয়ষী নারী। ইসলামের মুহাব্বতে সারা জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। স্বামীকে দ্বীন প্রচারে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এমন মহিলাই হতে পারে সমাজের একজন আদর্শ মহিলা। একজন আদর্শ স্ত্রী।

আদর্শ পিতা-মাতা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা চাই?

সন্তান মানুষ হবে, আদর্শবান হবে, সৎ হবে। এমন চিন্তা ও পেরেশানীতে যে বাবা-মা অস্থির থাকে, চোখের নোনাজল বিসর্জন দেয় তারাই আদর্শ বাবা-মা। নিজেদের প্রিয় মানিককে মহিরুহ করে গড়তে প্রানান্তকর চেষ্টা করে এমন পিতা-মাতাই আদর্শ পিতা-মাতা। নাহ! আর পারছি না। খুবই অসুস্থ, তোমাদের কাছে খাতেমা বিল খায়েরের দুআ চাই। পরকালে তোমার হুযুরকে পেতে চাই। সকলের কাছে অনুরোধ রইল, দুআ করবে, আল্লাহ যেন আমার গুনাহগুলো মাফ করে দেন।

আপনাকে অনেক-অনেক শুকরিয়া। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সিহ্হাতের সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আমীন।

(*মাসিক আল কাউসার থেকে সংগৃহীত*)।